উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 September 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 111 JAL

৯০০ গোলের শিখরে সিআর সেভেন

যেলোর পাতায়

কোনও দেশে নেই ‘অশরীরী’ গ্রাম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : এ যেন লীলা মজুমদারের ‘অশরীরী’ গল্প। তবে, একটা মানুষ নয়, এখানে গোটা গ্রামটাই এখানে অশরীরী হয়ে গিয়েছে। অন্তত দেশের নথিপত্র এমনই বলছে।

সে গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, এমনকি প্যান কার্ডের মতো নাগরিক পরিচিতি থাকলেও ভারতের মানচিত্রে এমন কোনও গ্রামের অস্তিত্ব নেই। জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্তে এই গ্রামটির নাম বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামটিকে আশপাশের মানুষজন বকসিপাড়া বলেই সম্বোধন করে থাকেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ির ২১ নম্বর বিন্নাগুড়ি মৌজা এবং ৪ নম্বর সাকাতি মৌজা ঘিরে রেখেছে গ্রামটিকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বোদা থানার অধীনেই ছিল। দেশভাগের পর গ্রামটি বোদা থানার অধীনে থেকে গেলেও তার চারপাশে ছিল ভারতীয় ভূখণ্ড। কিন্তু ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল সেই তালিকায় নাম ছিল না বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের। ফলে ওই বছর ৩১ জুলাই বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই তালিকায় বাদ পড়ে যায় বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

এমন জটিলতার মধ্যে পড়ে ভৌগোলিক পরিচিতিটাই কার্যত হারিয়ে ফেলেছেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা। পরিচিতি বলতে গ্রামের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের নামাঙ্কিত সীমানা ফলক।

দক্ষিণ বেরুবাড়ির বৈকুণ্ঠপুর তেলধারে নিজের বাড়িতে ভারত-পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পিলার দেখাচ্ছেন যতীন সরকার।

এই জটের কারণেই এখানকার ৩৫টি পরিবারের নিজেদের জমির উপর অধিকারের সংশোধিত কাগজপত্রই নেই। গ্রামে ৯০ একর অর্থাৎ ২৭০ বিঘা জমি রয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে থাকা জমির কাগজপত্র ও নকশায় পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানা দেখানো রয়েছে।

চারদিকে ভারতের ভূখণ্ড থাকায় বাস্তবে ছিটমহলের রূপ নিয়েছিল বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। অথচ বাংলাদেশের মানচিত্রে তাঁদের অস্তিত্ব না থাকায় এখানকার বাসিন্দারা কোনও এক অদৃশ্য অঙ্কে ভারতের বাসিন্দা হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরি হয়েছে। এখানকার প্রায় ২০০ বাসিন্দা দেশের নির্বাচনে ভোটও দেন বলে দাবি করেন। এখানকার কেউ কেউ সরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। কিন্তু জমির কাগজ পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার হওয়ায় কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পান না।

গ্রামের বাসিন্দা যামিনী রায়ের আক্ষেপ, ‘দক্ষিণ বেরুবাড়ি ভারতীয় অংশ হয়ে থাকলেও বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভৌগোলিক চরিত্র

এরপর দশের পাতায়

তিস্তার জল চাইছেন ইউনূস

তিস্তা জলচুক্তি নিয়ে এবার সরব হলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিস্তারিত দশের পাতায়

শিলিগুড়িতেই ডেরা বিরূপাক্ষের

সমস্যা হলে ফোন ববি, মদনের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শাসকদল তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম ছিল তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের। বিতর্কিত ওই চিকিৎসকের কুকীর্তিতে এবার জড়াল মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের নাম। যাঁকে নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য, সেই বিরূপাক্ষর বাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে। প্রতিবেশীরা বলছেন, শিলিগুড়িতে এলেই নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ওই চিকিৎসক। আর তাঁর বাড়িতে সামান্য সমস্যা হলেই তা মেটাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে ফোন আসত মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘ওঁর (বিরূপাক্ষর) বাড়ির নালা তৈরিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মেটানোর জন্য ববিদা (ফিরহাদ হাকিম) ফোন করেছিল। আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস লাগোয়া শিবমন্দিরের মাস্টারপাড়ায় রাস্তার পাশেই রয়েছে বিরূপাক্ষের চারতলা বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালে লাগানো বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে বিরূপাক্ষের নাম। তাঁর বাবা বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক। এক ছেলেকে নিয়ে বিশ্বরঞ্জন এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া রয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কলিং বেল বাজাতেই সস্ত্রীক বিশ্বরঞ্জন দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বিরূপাক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করতেই চিৎকার করে ওঠেন, ‘ও এখানে থাকে না। কলকাতায় খোঁজ করুন।’ ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রশ্ন থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরঞ্জন বলেন, ‘ও এক বছর হল বাড়িতে আসে না। দশ বছর থেকে আমি অনেক কিছু শুনছি। এখন আপনারা যা দেখার দেখুন।’ আর কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। বিরূপাক্ষকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

বিরূপাক্ষর কথা শুনেই তেলেবেগুলে জ্বলে ওঠেন তাঁর এক প্রতিবেশী। তাঁর কথায়, ‘পাড়ার কারও সঙ্গেই ওই পরিবারের মেলামেশা নেই। বিরূপাক্ষ অনেকদিন বাদে বাদে বাড়িতে আসত। আর যখনই আসত তখনই কারও না কারও সঙ্গে ঝামেলা বাধাত। একটা নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরত। সেই গাড়ি রাস্তার উপরই রেখে দিত। তা নিয়ে থানায় অভিযোগও করেছিলাম আমরা।’ শুধু প্রতিবেশীরাই নন, স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও বিরূপাক্ষকে নিয়ে ক্ষুব্ধ। কোভিডের সময় ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বিরূপাক্ষর বাড়ির লোকেদের ঝামেলা হয়েছিল। ওই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বেশকিছু ছাত্রী ভাড়া থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই ঝামেলা মেটাতে সরাসরি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করে ধমকেছিলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র।

স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘বিরূপাক্ষর বাড়িতে দু’দিন পর পর ঝামেলা হত আর কলকাতা থেকে এই নেতা, সেই নেতা ফোন করতেন। আমরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

শিবমন্দিরের মাস্টারপাড়ায় বিরূপাক্ষের বাড়ি।

সাদা চোখে সাদা কথায়

নারীবিদ্বেষ আমার ঘরে, জাস্টিস চাই নিজের কাছেও

গৌতম সরকার

যাচ্ছি কোথায়! বিচার চাই! চাইছি বটে, দিচ্ছে কে! কতই বা চাইব? এক তরুণীর ভালো চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর প্রাণটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের ঢেউ গঙ্গাপার, তিস্তা-তোর্ষাপার ছাড়িয়ে যমুনা তীর, এমনকি টেমস নদীর ধারে আছড়ে পড়ছে। ডিজিটাল দুনিয়ার ভাষায় তিনটি শব্দ ট্রেন্ডিং- উই ওয়ান্ট জাস্টিস। জাস্টিস চাওয়ার পরিধি আর ওই তরুণীর ধর্ষণ-খুনে আটকে নেই।

ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ফোঁপরা চেহারাটা দেখে ঘেন্নায় শিউরে ওঠার অবস্থা। হাসপাতালের মেডিকেল বর্জ্য নিয়ে ব্যবসা হবে, ভাবা যায়! কাঞ্চনমূল্যে বিকোবে ডাক্তারি পরীক্ষার নম্বর, শুধু টাকা দিয়ে নম্বর কিনে কেউ আমার-আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে যাবেন, ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে না? ওষুধ সরবরাহকারীর কাছ থেকে মেডিকেল কলেজ সোফা, ফ্রিজ কিনেছে, (আরজি করে নাকি তাই হয়েছে) ভাবলে মনে হয় না নরকে আছি আমরা!

জাস্টিস তো এই কেলেঙ্কারিরও চাই। যত কাণ্ড আরজি করেই, আর বলা যাচ্ছে না এখন। প্রমাণ হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল, মেদিনীপুর মেডিকেল অনিয়ম, দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে উঠেছিল। এ সবের জাস্টিস চাইব না? আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ড তাঁর সহকর্মীদের বিবেক নাড়িয়ে না দিলে এ সব কেউ হয়তো বলতেনই না।

স্বাস্থ্য দপ্তর সব কেলেঙ্কারি জেনেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে তার জাস্টিস চাইব না? চারদিকে এক আওয়াজ- জাস্টিস, জাস্টিস! এত যে চিৎকার করছি, কিন্তু কে দেবে জাস্টিস! আদালত আরজি করের দু’-দুটি তদন্তের ভার সিবিআইকে দিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকার হাত ধুয়ে ফেলেছে। যায় শত্রু পরে পরে। ভাবটা এমন, চিকিৎসক খুন কিংবা দুর্নীতি-দোষী কে, জানানোর ভার তো এখন সিবিআইয়ের।

রাত জাগা জমায়েত, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের পর পোস্টে দৃপ্ত প্রত্যয় ফেটে পড়ছে যেন, ‘আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না...!’ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন ঘটনার জাস্টিস? শুধু আরজি করে খুন, ধর্ষণের? উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় এক কিশোরীর যে ভরদুপুরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে সদ্য শ্লীলতাহানি হল, তার জাস্টিসের কী হবে?

দশম শ্রেণির এই ছাত্রীর মা চিৎকার করলেও আমাদের কোনও সহ নাগরিক এগিয়ে আসেননি সেদিন। এই লজ্জা রাখব কোথায়? এই মেয়েটিরও কি জাস্টিস প্রাপ্য নয়! আরজি করের ঘটনার পর থেকে অগাস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু উত্তরবঙ্গে ধর্ষণের খতিয়ান গত ১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। ২২ দিনে ১৬টি ধর্ষণ। মালদার মানিকচক থেকে কোচবিহারের বক্সিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধর্ষণের মানচিত্র। তার জাস্টিস চাইব না?

এরপর দশের পাতায়

গণেশ চললেন মণ্ডপে। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

অ্যাম্বুল্যান্স না পেয়ে মৃত্যু

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রসবযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন বধূ। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করা হলেও প্রথমে সাড়া মেলেনি। কিছুক্ষণ পরে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ফোন করে বলছেন তিনি যেতে পারবেন না। তিনি আরেক অ্যাম্বুল্যান্সচালকের নম্বর দিলেন। কয়েক দফা চেষ্টার পর ওই নম্বরে ফোন করে অ্যাম্বুল্যান্সচালকের খোঁজ মিলল। দ্রুত তাঁকে আসতে বলা হয়। কিন্তু তিনি যখন অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে এলেন তখন দু’ঘণ্টা পেরিয়ে গিয়েছে। ওই অবস্থায় গর্ভবতীকে মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স না পাওয়াতেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত বার্মাধুরা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মেটেলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অরিন্দম মাইতি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার রাতে গর্ভবতীকে হাসপাতালে নিয়ে আসার খবর পেয়ে আমি নিজেও সেখানে গিয়েছিলাম। যা যা করণীয় তা করা হয়েছিল। বার্মাধুরা এলাকায় আশাকর্মীর পদ শূন্য রয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স দেরিতে যাওয়ার অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

মৃতার নাম আমিলা ওরাওঁ (২৩)। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলা ৯ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। এরপর পরিবারের তরফে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করা হলেও চালক সঠিক সময়ে না এসে অন্য অ্যাম্বুল্যান্সচালককে ফোন করতে বলেন বলে অভিযোগ। অন্য অ্যাম্বুল্যান্সকে ফোন করা হলে চালক অনেক দেরিতে এসে পৌঁছান। রাতেই ওই গর্ভবতীকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে রাতেই গর্ভবতীর দেহ মেটেলি থানার পুলিশ এসে নিয়ে যায়। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এদিন মেটেলি থানায় আসেন মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ। বিডিও মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। মৃতার স্বামী সুরজ ওরাওঁ বলেন, ‘সুরক্ষা কার্ডে দেওয়া অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করা হলে তাঁদের গাড়ি খারাপ বলে বলা হয়। অন্য অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করা হলে চালক অনেকটাই দেরিতে এসে পৌঁছান। রাতে কার্ডে দেওয়া স্বাস্থ্যকর্মীকে ফোন করা হলে তিনি আসেন ঠিকই। আমার স্ত্রীকে সরাসরি মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে চালসার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। গোটা ঘটনাটি বিডিওকে জানানো হয়েছে।’

মৃতার এক আত্মীয় নিখিল ওরাওঁ বলেন, ‘বার্মাধুরা এলাকায় কোনও আশাকর্মী কোনওদিন যান না। গর্ভবতী মহিলাদের কোনও খোঁজখবর রাখা হয় না। সঠিকভাবে খেয়াল থাকলে হয়তো এমনটা হত না।’ এলাকাটিতে ১০০ শতাংশ মানুষ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এলাকায় দ্রুত আশাকর্মীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এলাকার গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য যেতে হয় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরে মাথাচুলকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। মাথাচুলকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রসবের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেই স্থায়ী চিকিৎসক। ফলে ওই এলাকার মহিলাদের প্রসবের জন্য যেতে হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ বলেন, ‘মৃত অন্তঃসত্ত্বার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। সমস্ত অভিযোগ শোনা হয়েছে। বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা রুকসানা পারভিন বলেন, বার্মাধুরা সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় আশাকর্মীর অভাব রয়েছে।

মেটেলি থানায় অন্তঃসত্ত্বার দেহ ঘিরে পরিবার পরিজনেরা।

নজরকাড়া

বিধায়ক পদে প্রার্থী অঙ্কিতা, দাবি যুবদের

তিনের পাতায়

প্যারালিম্পিকে প্রবীণের সোনা

ষোলোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ক্যানিংয়ে সন্দীপের বিশাল বাগানবাড়ি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খোঁজ সন্দীপের বিরাট বাংলোর

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির কান ধরে টানলে যেন বাংলো উঠে আসে। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্তেও হদিস মিলল বাংলোর। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী শরিফে বাংলোটির নামে সস্ত্রীক আরজি কর মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষের অস্তিত্ব প্রকট। চারদিকে ঘন সবুজের মাঝে দোতলা বাংলোটির নাম সংগীতা-সন্দীপ ভিলা। সন্দীপের স্ত্রীর নাম সংগীতা। ইতিপূর্বে প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বোলপুরে তাঁর একটি বাংলোর খোঁজ মিলেছিল। বান্ধবী অর্পিতা ও পার্থের নামের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে বাংলোর নাম ছিল ‘অপা।’

বাংলোর খোঁজ মেলার দিনই শুক্রবার সন্দীপের বিড়ম্বনা আরও বাড়ল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তৎপরতায়। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিবিআই হেপাজতে থাকাকালীন ইডি শুক্রবার হানা দিয়েছিল তাঁর বেলেঘাটার এবং তাঁর চন্দননগরের শ্বশুরবাড়িতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রাম থেকে একইদিনে ইডি আটক করেছে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে। আটক করার আগে প্রসূনের বাড়িতে সাত ঘণ্টা তল্লাশি করেন ইডি আধিকারিকরা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতে, প্রসূনের বাড়িতে তল্লাশি এই তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির কাছে শিক্ষা ও খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি নেহাতই সামান্য। এই তদন্তে এখনও পর্যন্ত যতটুকু দেখা গিয়েছে, সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।’

সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিও এখন আরজি কর মেডিকেলে দুর্নীতির তদন্ত করছে। প্রসূন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কর্মী হলেও নিজেকে সন্দীপের ব্যক্তিগত সচিব বলে দাবি করতেন। তাঁর

দিনভর তল্লাশি, আটক ঘনিষ্ঠ প্রসূন

বাড়িতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়ার পর তাঁকে আটক করে ক্যানিংয়ে সন্দীপের বাংলোয় নিয়ে যায় ইডি। এই তদন্তে শুক্রবার হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ১২ জায়গায় তল্লাশি করে সংস্থাটি।

এই তদন্তে ইতিমধ্যে ধৃত বিপ্লব সিংহের হাওড়ার সাঁকরাইলের বাড়িতে ও বিপ্লব-ঘনিষ্ঠ কৌশিক কোলের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। বিপ্লবের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে কৌশিকের বাড়ি। তাঁদের বিরুদ্ধেও আরজি করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

সুশান্তর অভিভাবকত্ব অস্বীকার মেডিকেলে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : মেডিকেল কলেজের ‘অভিভাবক’ শুধুমাত্র এখানকার শিক্ষক এবং চিকিৎসকরাই। বহিরাগত কোনও অভিভাবকের হুমকি বা নির্দেশ মানা হবে না। ডাঃ সুশান্ত রায়ের নাম না করে কার্যত তাঁকে ‘অভিভাবক’ থেকে ঝেড়ে ফেললেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কর্মরত ডাক্তারদের একাংশ। তাঁদের কথাতেই পরিষ্কার, তাঁরা আর কোনও অবস্থাতেই উত্তরবঙ্গ লবির দাপট মানবেন না। শুক্রবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষের ঘরে জরুরি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে আলোচনায় উঠে আসে, কোনও বহিরাগতর হুমকি শুনবে না জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষ। কোনও হুমকি এলে শিক্ষক, অধ্যক্ষ একজোট হয়ে তার প্রতিবাদ হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের হুমকির বিষয়টি সামনে আসতেই এদিন তড়িঘড়ি বৈঠক ডাকেন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবীর দেব।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের হুমকি প্রথার নেপথ্যে যে রয়েছেন উত্তরবঙ্গ লবির মাথারা তা প্রকাশ্যে এসেছে। যার নির্দেশে এই উত্তরবঙ্গ লবি চালিত হয় বলে অভিযোগ, সেই চিকিৎসক সুশান্তকুমার রায় করোনাকালে উত্তরবঙ্গের ওএসডি থাকাকালীন স্বঘোষিত ‘অভিভাবক’ ছিলেন বলে দাবি চিকিৎসকদের একাংশের। এদিনের বৈঠকের শেষে চিকিৎসকদের একাংশ সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেন, জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ‘অভিভাবক’ এখানকার অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকরা। এখানে আর কোনও ‘অভিভাবক’ নেই। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, ‘কারও কোনও হুমকি আমরা মানব না।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের হুমকি প্রথা সামনে আসতেই টনক নড়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষের। তবে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে কোনও শিক্ষকের কাছে হুমকি ফোন আসেনি বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। কিন্তু আগামীতে আসবে না তারই বা গ্যারান্টি কোথায়, বলছেন চিকিৎসকদের একাংশ। এই আশঙ্কা থেকেই এদিন বৈঠক ডাকে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বৈঠকে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকরা মিলে সিদ্ধান্ত নেন, কলেজের কোনও বিষয়ে হুমকি এলে একজোট হয়ে তার প্রতিবাদ হবে। শুধুমাত্র শিক্ষকদের কাছেই যে হুমকি আসতে পারে এমনটা নয়। পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে ছাত্রদের কাছেও হুমকি ফোন যেতে পারে বলে আশঙ্কা শিক্ষকদের একাংশের। যে কারণে ছাত্রদেরকেও এই বিষয়টি নিয়ে সচেতন করা হবে বলেও বৈঠকে আলোচনা হয়।

এরপর দশের পাতায়

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকদের বৈঠক। শুক্রবার।

বোর্ডে স্থানীয় সদস্য নেই, শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগও নেই

প্রশ্নে দেবত্র ট্রাস্টের দেখভাল

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৬ সেপ্টেম্বর : দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে সবমিলিয়ে ২২টি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে বেনারসে রয়েছে কালী মন্দির এবং বৃন্দাবনে রয়েছে রাধাগোবিন্দ মন্দির। আবার কোচবিহারে একটি কবিরাজখানা আছে। এছাড়া, একাধিক জমি সহ অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। তবে এত কিছু দেখাশোনা করবে কে? কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে কোনও স্থানীয় সদস্যই নেই। বর্তমানে দুজন সদস্য নিয়ে কাজকর্ম চলছে। আর সেই দুজনই সরকারি আধিকারিক। ফলে সরকারি কাজ সামলে কতটা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা হচ্ছে বা নজর রাখছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, এতদিন ধরে এভাবে চললেও ওই বোর্ডের শূন্যপদে কেন স্থানীয়দের নেওয়া হচ্ছে না সেটা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি।

বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার বেশি কিছু বলার নেই। এগুলো রাজ্য থেকে দেখা হয়।’

কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করেন। তিনি ওই বোর্ডের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

বর্তমানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সভাপতি ও সদর মহকুম শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। কাজকর্ম দেখার জন্য আছেন এক সচিব। আর বাকি সদস্যপদ দুই বছর ধরে ফাঁকাই পড়ে। একটা সময় বোর্ডে অম্বিকা রায়, ত্রিকুলেন্দ্রনারায়ণ, প্রসেনজিৎ বর্মন, কুমার অমিতাভনারায়ণরা সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রয়াত হওয়ার পর নতুন করে আর কোনও সদস্য নেওয়া হয়নি বোর্ডে। ফলে যাবতীয় কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত সবই তাঁরা নিচ্ছেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম, সম্পত্তি সব রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে তো? অ্যাসোসিয়েশন ফর বেটার কোচবিহারের সভাপতি আনন্দজ্যোতি মজুমদারের কথায়, ‘কোচবিহারের স্থানীয় প্রতিনিধি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে না থাকলে সেখানে কী হচ্ছে, কী প্রয়োজন সেটা বুঝবে কে? সরকারি আধিকারিকদের এই জায়গা সম্পর্কে যতটা ধারণা থাকবে তার চেয়ে বেশি ধারণা স্থানীয়দের। সেজন্যই মহারাজা তিনজন তাঁর মনোনীত সদস্য বোর্ডে রেখেছিলেন। স্থানীয় সদস্য রাখার দাবি জানাচ্ছি।’

তিন মাস আগে কোচবিহারে কবিরাজখানার কবিরাজ প্রয়াত হয়েছেন। তারপর সেখানে নতুন করে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত রোগী এসে ঘুরে যাচ্ছেন।

কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ সভাপতি কুমার সুপ্রিয়নারায়ণ বলেন, ‘বারবার প্রশাসনের কাছে শূন্যপদে স্থানীয় সদস্যদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দির ও সম্পত্তিগুলো সঠিকভাবে দেখভাল হচ্ছে না। দ্রুত সদস্যপদ পূরণের দাবি জানাচ্ছি।’

> বারবার প্রশাসনের কাছে শূন্যপদে স্থানীয় সদস্যদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দির ও সম্পত্তিগুলো সঠিকভাবে দেখভাল হচ্ছে না। দ্রুত সদস্যপদ পূরণের দাবি জানাচ্ছি।
>
> **-কুমার সুপ্রিয়নারায়ণ**
> সহ সভাপতি
> কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

সল্টলেক সাই-এ আসর

রাজ্য স্তরে হকি খেলবে অনুরাধারা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের উদ্যোগে গত ২৭ ও ২৮ অগাস্ট আন্তঃস্কুল নেহরু হকি খেলা হয় পলাশবাড়িতে। ছেলেদের বিভাগে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয় শিলবাড়িহাট হাইস্কুল। এবং মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। এবার দুই স্কুলের দুই টিম রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে। শনিবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে খেলোয়াড়রা।

> প্রথমবার হকি খেলতে কলকাতায় যাচ্ছি। বড় মাঠে নামার আগে গত কয়েকদিন ধরে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছি। কলকাতার মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।
>
> **-অনুরাধা সরকার**
> *হকি খেলোয়াড়*

তার আগে শুক্রবার শেষবারের মতো যুব সংঘের মাঠে অনুশীলন করে মধুমিতা বর্মন, অভীক বর্মন, দেবজিৎ সরকাররা। হকি খেলোয়াড় অনুরাধা সরকার বলল, ‘প্রথমবার হকি খেলতে কলকাতায় যাচ্ছি। বড় মাঠে নামার আগে গত কয়েকদিন ধরে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছি। কলকাতার মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’ একই কথা বলল বাকিরাও। এই দুই স্কুলের পাশাপাশি পলাশবাড়ি ও ফালাকাটার আরও পাঁচটি হকি টিম কলকাতায় যাচ্ছে।

সল্টলেকে সাইয়ের মাঠে রাজ্য স্তরের নেহরু হকি এবং স্টেট হকির আয়োজন করা হয়েছে। দুটি প্রতিযোগিতাই ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে এতগুলো দল একসঙ্গে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে।

নেহরু হকিতে মেয়েদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৭ জেলার টিম হিসেবে খেলবে শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। এবং ছেলেদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৫ জেলার টিম হিসেবে খেলবে শিলবাড়িহাট হাইস্কুল। এই দুটি স্কুলই জেলা চ্যাম্পিয়ন। আর বাকি পাঁচটি টিম হল ছেলেদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ১৭, অনূর্ধ্ব ১৪ এবং মেয়েদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৭ এবং অনূর্ধ্ব ১৪। আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, ‘নেহরু হকির জেলা স্তরের ফাইনালের দিনই স্টেট হকির জন্য কলকাতার বিচারকদের উপস্থিতিতে ওই পাঁচটি দলের খেলোয়াড় বাছাই পর্ব হয়। একেকটি দলে খেলোয়াড় রয়েছে ১৬ জন করে। মোট সাতটি দলের ১১২ জনকে নিয়ে শনিবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেব।’

পলাশবাড়ি এবং ফালাকাটায় নিখরচায় হকির প্রশিক্ষণ দেন কোচ সরোজকুমার বসু এবং সহকারী কোচ সহদেব বিশ্বাস। তাঁরা জানান, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে এবারই প্রথম সাতটি টিমের হয়ে এতজন হকি খেলতে যাচ্ছে। এই খেলার প্রতি যে এলাকার পড়ুয়াদের আগ্রহ বেড়েছে, এটা তারই প্রমাণ। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের কয়েকজন পড়ুয়াও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বলেন, ‘পড়ুয়ারা রাজ্য স্তরে ভালোভাবে খেলে আসুক, আমরা এটাই চাই। এখানকার বাচ্চারা যে সুযোগ পেয়েছে, সেটাই গর্বের বিষয়।’

কর্মখালি

মহিলা সহায়ক চাই, দিনরাত্রির জন্য, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সঙ্গে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, সময় সীমিত 25 হইতে 35-এর মধ্যে হতে হবে,পড়াশোনা নিম্নতম মাধ্যমিক, বা উচ্চ মাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। যোগাযোগ - 94340-43593, শিলিগুড়ি, সেবক রোড। (C/112289)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dhiraj Roy ও Dhiraj Rai একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/112342)

শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকে ৬.৯.২৪-এর অ্যাফিডেভিট বলে লালদাস জোত, পোঃ লিচুপাকুরি, থানাঃ ফাঁসিদেওয়া,দার্জিলিং-এর Nikunja Singha, পিতা গণেশ সিংহ এবং Nikunja Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/112336)

আমি Chamiruddin Ahamed, S/o. Late Jamiruddin, গ্রাঃ উঃ মাটিয়ালী পোঃ লাটাগুড়ি থানাঃ মালবাজার, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫২১৯, জমির খতিয়ান নং ২১ জে.এল নং ৯১-এ পিতার নাম এবং খতিয়ান নং ৩৯ জে.এল নং ৯১ মাতার নাম ভুল থাকায়, গত ১৫.০৭.২৪-এ এলডি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Late Jamiruddin ও Kebu Mohammad এবং Macchiman Necha ও Ahiman Necha-কে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করলাম। (C/112334)

আমার পুত্র Arman Hassan-এর জন্ম শংসা পত্র নং- 04 dtd. 05-01-2016 আমার নাম, স্ত্রীর নাম এবং পুত্রের নাম ভুল থাকায় গত 30-08-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ejajul Haque-এবং Ajajul Hoque, পুত্র Arman Hassan এবং Arman Hossain, স্ত্রী Anjuwara Khatun এবং Anjuara Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ঃ কলাবাড়ি ঘাট, পোঃ D.K.D. Bash, P.S. কোতোয়ালি, Dist কোচবিহার। (C/111811)

আজ টিভিতে

হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সঙ্গে মন ভালো করা গান নিয়ে **সারেগামাপা**-য় দুর্দান্ত পর্ব। শনি ও রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ৮.০০ অরুন্ধতী, রাত ১০.৫৫ জানেমন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩৫ এই ঘর এই সংসার, বিকেল ৪.৫০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধ্যা ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চনমালা, সন্ধ্যা ৭.৩০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ নিশিপদ্ম

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

ছোট বউ সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

অন্যায় অত্যাচার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

বরেলি কি বরফি রাত ১০.২৭ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

পদক হাতে সাগর রায়। -সংবাদচিত্র

সাউথ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে সুযোগ

বিশ্বের দরবারে কামাতবিন্দির সাগর

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়ির ক্রীড়াজগৎ দারুণ খুশি। দেশের হয়ে খেলতে নামছে হলদিবাড়ির উঠতি খেলোয়াড় সাগর রায়। শুক্রবার সাউথ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের ভারতীয় দল ঘোষণা হয়। সেই তালিকায় পারমেখলিগঞ্জ এলাকার সাগর রায়ের নাম রয়েছে। সাগর হাইজাম্প ইভেন্টে সুযোগ পেয়েছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হতে চলেছে। ভারতের চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে খেলাগুলো হবে। প্লেয়ার অকশনের মাধ্যমে হলদিবাড়ির সাগর রায় জায়গা করে নিয়েছে। খবর জানাজানি হতেই পুজোর আগেই উৎসবের পরিবেশ হলদিবাড়িতে। সাগর বলল, ‘এতদিন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখে এসেছি। এবার নিজের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।’

সাগরের বাড়ি পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী কামাতবিন্দি এলাকায়। বাবা প্রদীপ রায় পেশায় কৃষক। মা সুশীলা রায় গৃহবধূ। সাগর দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার সাফল্যে খুশি এলাকার ক্রীড়াবিদ ও প্রাক্তন কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত ওরফে বাবাই। তিনি বললেন, ‘প্রতিভা থাকলে বিকাশ ঘটবেই। কোনও কিছুই প্রতিবন্ধকতা নয়। সাগর হলদিবাড়ির ক্রীড়াজগৎকে বিশ্বের মাঝে পৌঁছে দিল।’ জলপাইগুড়ি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) সেন্টারের অধিকর্তা ওয়াসিম আহমেদও সাগরের সাফল্যে খুশি। সাগর যে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেবে সে ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন বলে জানালেন।

হাইজাম্পে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে সাগর কঠোর পরিশ্রম করছে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে ১৯তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ২.০৬ মিটার লাফিয়ে হাইজাম্পে সাগর সোনা জেতে। গত বছর কলকাতায় সল্টলেকের সাই গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ৩৪তম ইস্ট জোন ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ১.৯৮ মিটার লাফিয়ে সে সোনার মেডেল জিতেছিল। এর আগে ৬৬তম জাতীয় স্কুল গেমস ২০২২-’২৩-এ রাজ্য দলে জায়গা করে নেয় সাগর। কিন্তু চতুর্থ স্থান অধিকার করে তাকে ফিরতে হয়। গত মাসে রাজ্যের সেরা সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসেবে ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব সাগরকে বেছে নিয়েছিল।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃষ : আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। কর্কট : গুরুজনের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। মায়ের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। সিংহ : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। কন্যা : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। তুলা : অফিসে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয়। পরিবার নিয়ে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। বৃশ্চিক : বন্ধুকে ঘরের কথা বলবেন না। ব্যবসার জন্যে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হবে। ধনু : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসান। মকর : কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে আজ ঠকাতে পারে। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা। হঠাৎ নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ। মীন : হাঁটুর সমস্যা ভোগাবে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৬ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২১ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৮। শনিবার, চতুর্থী দিবা ২।১৪। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১০।৪৯। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১০।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ২।১৪ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।৪৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ২।১৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৪২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও পঞ্চমীর সপিণ্ডন। দিবা ২।১৪ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে বরাদচতুর্থী। সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত। শ্রীশ্রী গণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T Memo No. 645/KCK-IIIPS Sl No- 01 to 18 & 646/KCK-IIIPS, SL no 1 to 12 only Dated 06-09-2024 invited by the E.O Kaliachak-III P.S from bonafide bidder. Last date of application on 13.09.2024 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app and portal Tender ID 2024_ZPHD_745961_1 to 18. and portal Tender ID 2024_ZPHD_746417_1 to 12

Sd/-
Executive Officer, Kaliachak-III
P.S, Baishnabnagar, Malda

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum NIT NO- TUFANGANJ/05/2024-25, Memo No- 889 Date- 06/09/2024 Tender ID : 2024_MAD_741776_1, ID : 2024_MAD_741776_2 & ID : 2024_MAD_741776_3, Description of the work:- i) illumination of street light, ii) fitting & fixing High Mast, iii) supply of LED street light Under Green City Mission. Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

Govt. Of West Bengal
Office of the District Magistrate
Disaster Management Section
E-tender Notice

On behalf of the District Magistrate, Darjeeling, E-tender has been invited vide E-Tender Reference No. 01 second/DMS/CLTH/2024-25 and Tender ID No. 2024_DMD_745538_1 dated 05/09/2024 for supply of warm clothes under MLA's fund of Darjeeling and Kurseong for Eid and Durga puja for FY 2024-25. Details can be had from E-Tender portal of District Website- www.darjeeling.gov.in or wbtenders portal- http://wbtenders.gov.in
Last date of submission of bid is 21/09/2024.

Sd/-
District Magistrate
Darjeeling

মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের একটি ট্রিপ বাতিল

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের ওয়ারাঙ্গল-কাজিপেট-বলহারশাহ শাখায় আসন্ন নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ০৩৪৩০ মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১০.২০২৪) এবং ০৩৪২৯ সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.১০.২০২৪) বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হোমি ভাভা কেন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং নবীন বিজ্ঞানের উপর

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই কার্যক্রমের অনুরূপ **ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি)** তত্ত্বাবধানে **জাতীয় মানদণ্ডের পরীক্ষা (এনএসইএস)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) যেটি **২০২৪ সালে ২৩ শে এবং ২৪ শে নভেম্বর** অনুষ্ঠিত হবে, সেই পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। এনএসইতে যোগ্য হওয়া এর অনুরূপ **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৫** কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হবে।
নথিভুক্ত করুন :
এনএসইএস : https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১-সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৪)
আরও বিশদ বিবরণের জন্য : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in

CBC - 48143/12/0009/2425

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
ROJI	24/08/2021	Female	HEIGHT - 84 cms WEIGHT - 10 Kg COMPLEXION - Fair EYE COLOR - Black HAIR COLOR - Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at G-SAA, Sahid Bandana Smriti Balika Abas, Coochbehar.
Any Legal claimant of the babies may contact within 120 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling Office of the District Magistrate Kutchery Compound, Darjeeling	Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division Government Children Home Nimtala, Matigara, Darjeeling

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র

আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?

আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সবাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?

আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে

jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬

আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অঙ্কিতাকে প্রার্থী করার দাবি

পরেশের উত্তরসূরি হিসেবে চাইছে তৃণমূল যুব

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : এসএসসি দুর্নীতিতে চাকরি হারিয়েছেন পরেশচন্দ্র অধিকারী কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। সেই তিনিই বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন! বিতর্ক হয়েছে, সরব হয়েছেন বিরোধীরা। মুখ খুলেছেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়। এবার তাঁকে বিধায়কের পদে দেখতে চাইছে তৃণমূল যুব। শুক্রবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবিই জানালেন তৃণমূল যুবর ব্লক সভাপতি জ্যোতিষ রায় এবং প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহিন সরকার। জ্যোতিষ বলেন, 'আগামী বিধানসভা ভোটে পরেশ অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। আবার অঙ্কিতা অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। বিধায়কের যা যা যোগ্যতা রয়েছে, তা অঙ্কিতার মধ্যে রয়েছে। সে উচ্চশিক্ষিত, তার মধ্যে নেতৃত্বগুণ রয়েছে।' এ বিষয়ে জানতে পরেশ অধিকারীকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বরখাস্ত শিক্ষিকা কী করে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে যেতে পারেন? বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার পর সব জায়গাতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। মেখলিগঞ্জ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার প্রধান অতিথি হিসাবে থাকায় কোনও সমস্যা নেই বলে জানান জ্যোতিষ। তাঁর সাফাই, 'অঙ্কিতা অধিকারী আমাদের জেলা তৃণমূলের সম্পাদক। সেই সূত্রে তাঁকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। এতে দোষের কিছু নেই।'

দেশের এবং রাজ্যের অনেক নেতা-নেত্রীই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। তাঁরা যদি রাজনীতি করতে পারেন, তাহলে অঙ্কিতা অধিকারী কেন রাজনীতি করতে পারবেন না? জ্যোতিষ বলেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে পরেশ অধিকারী তৃণমূলে গিয়ে যতদিন নেতৃত্বে ছিলেন, ততদিন মেখলিগঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে রয়েছে। মানুষ আপদে-বিপদে অধিকারী পরিবারকে পাশে পায়। মানুষের মধ্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, বিজেপির দধিরাম রায়ের মতো নেতারা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার আমন্ত্রণ পাওয়া নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত।

> আগামী বিধানসভা ভোটে পরেশ অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। আবার অঙ্কিতা অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। বিধায়কের যা যা যোগ্যতা রয়েছে, তা অঙ্কিতার মধ্যে রয়েছে। সে উচ্চশিক্ষিত, তার মধ্যে নেতৃত্বগুণ রয়েছে।
>
> **জ্যোতিষ রায়**
> ব্লক সভাপতি, তৃণমূল যুব

একই সুর শোনা গেল প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহিন সরকারের গলাতেও। দধিরামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'দধিরাম রায় মেখলিগঞ্জের একজন গুন্ডা। তাঁর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। একজন মেয়েকে নিয়ে বারবার কটূক্তি করছেন। আসলে বিজেপি নারীবিদ্বেষী।'

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পদে অঙ্কিতার নাম ওঠা নিয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'বিধানসভার টিকিট দল কাকে দেবে, সেটা দল ঠিক করবে। সাধারণ কর্মীরা এ নিয়ে কিছু বলতে পারেন না।' তবে মেখলিগঞ্জ কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার উপস্থিতি দোষের নয়, সেটা তিনিও বললেন।

এদিকে, অঙ্কিতাকে বিধায়ক হিসাবে চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন দধিরাম। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কাকে টিকিট দেবে সেটা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। শুধু অঙ্কিতা প্রসঙ্গে বলব, চোরের দলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বিধায়কের টিকিট পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। গোটা রাজ্যবাসী যার জন্য লজ্জিত। কিন্তু সে বা তার পরিবার বুঝতে পারছে না।'

জঙ্গলপথে ডাম্পার চলাচল সমস্যা মিটল

ওদলাবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : দরকষাকষির খেলায় শেষপর্যন্ত বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ ও ডাম্পার মালিকদের সংগঠন, দু-পক্ষই নমনীয় মনোভাব নেওয়ায় আপাতত জঙ্গলপথে বালি, পাথর বোঝাই ডাম্পার চলাচল নিয়ে সমস্যা মিটল।

গত ২৩ অগাস্ট বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম একটি ফরমান জারি করে ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা এবং ওদলাবাড়ি থেকে কাঠামবাড়ি, বন দপ্তরের এই দুটো চেকপোস্ট পেরোতে প্রতি ঘনমিটার হিসেবে ডাম্পারগুলি থেকে ৫০ টাকা লেভি আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত মানতে চায়নি ডাম্পার মালিকদের সংগঠন ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং গজলডোবা ডাম্পার মালিকদের সংগঠন। বন দপ্তরের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার দিন অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাম্পার চলাচল বন্ধ রেখে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন ডাম্পার মালিকরা। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম-কে নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও বিষয়টি বিহিত দাবি করতে থাকেন ডাম্পার মালিকরা।

চাপের মুখে অবশেষে মঙ্গলবার বন দপ্তরের সিসিএফ (নর্দার্ন সার্কেল) ভাস্কর জেভির চেম্বারে দু'পক্ষের আলোচনায় বরফ গলা শুরু হয়। বুধবার বিকেলে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও নতুন নির্দেশ জারি করে প্রতি ঘনমিটার ৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ২০ টাকা করেন। বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের স্বার্থে ডাম্পার মালিকরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাসেল সরকার, মুখ্য পরামর্শদাতা তমাল ঘোষ প্রমুখ। শনিবার থেকে পুনরায় ডাম্পার চলাচল শুরু করা হবে।

আব্দুলের স্ত্রীকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

অরুণ ঝা

সুজালি (ইসলামপুর), ৬ সেপ্টেম্বর : সম্ভাবনা ছিলই, তাতে সিলমোহর পড়ল। সুজালির ফেরার বাহুবলী নেতা আব্দুল হকের স্ত্রী তথা কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমকে দল থেকে বহিষ্কার করল ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। আর এই ঘোষণার পরই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। ফলে দলের ফাটল আরও চওড়া হয়েছে। অন্যদিকে, দল থেকে বহিষ্কার করলেও প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিতে নারাজ নুরি। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়েও চরম জটিলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হামিদুল বলছেন, 'ইসলামপুরে একনায়কতন্ত্র চলছে। শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টির উপর নজর রেখেছে। আমি নিজেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই মর্মে বিস্তারিত রিপোর্ট করব।' বহিষ্কারের পর নুরি নিজেকে হামিদুলের লোক বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'ব্লক নেতৃত্ব দল নিয়ে হঠকারিতা ও ছেলেখেলা করছে। আমি দিদির সৈনিক ছিলাম, আছি ও থাকব। স্থানীয় স্তরে আমি বিধায়ক হামিদুল সাহেবের লোক।'

ইসলামপুর ব্লকে থাকলেও বিধানসভার নিরিখে সুজালি চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। টানা দেড় দশক হামিদুলের 'ভাবশিষ্য' আব্দুল সুজালিতে রাজত্ব চালিয়েছেন। কয়েক মাস আগে সুজালি অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে ব্লক নেতৃত্ব আব্দুলকেও বহিষ্কার করেছিল। বিধায়কের অভিযোগকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন। জাকিরের কথায়, 'অঞ্চল কমিটির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে নুরি বেগমকে বহিষ্কারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি পাঁচ মাসের উপর পঞ্চায়েত অফিসেই আসতে পারছেন না। ফলে তিনি অফিসে না এসে পদ আঁকড়ে এলাকার উন্নয়ন কতদিন আটকে রাখবেন সেটি প্রশাসনিক ও আইনি বিষয়।'

গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সুজালিতে তোলাবাজির জেরে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনার পর সুজালি অঞ্চল কমিটির কনভেনার মহম্মদ মইনুদ্দিনকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিল ব্লক নেতৃত্ব। এদিন মইনুদ্দিনের সাসপেনশন তুলে নিয়েছে ব্লক নেতৃত্ব। সেই প্রসঙ্গে জাকিরের যুক্তি, 'মইনুদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে তাঁর সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জেলা সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে পাঠানো হয়েছে।'

গত ৩০ অগাস্ট ব্লক কমিটি নুরিকে সাতদিনের মধ্যে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। গত ৫ সেপ্টেম্বর সাতদিনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। এই সাতদিনের ভিতর নুরির বড় ছেলে আনসারুল গ্রেপ্তার হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেপাজতে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে সুজালি অঞ্চল কমিটি এবং ব্লক কমিটি বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই নুরিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার তাঁকে প্রধানের পদ থেকে সরাতে তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

এদিকে হামিদুল যেভাবে বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বের কানে তুলে পালটা বাজিমাত করতে চাইছেন, তাতে শেষ হাসি কে হাসবে সেই জল্পনা বাড়ছে সুজালিতে।

রুষ্ট হামিদুল, প্রধান পদে জটিলতা

কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দখল নিয়েই যাবতীয় বিরোধ।

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩১'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম ..... ঠিকানা .....

.....

যোগাযোগের প্রতিনিধি ..... ফোন ..... মোবাইল .....

পুজোর থিম (থাকলে) .....

মণ্ডপশিল্পী ..... প্রতিমাশিল্পী ..... আলোকশিল্পী .....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ.....

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

CBSE Affiliation No. 2430164

MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

আমার উত্তরবঙ্গ

4 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ J

স্বস্তি পেলেন পুর চেয়ারম্যান

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আদালত অবমাননা মামলায় সশরীরে উপস্থিতিতে ছাড় পেলেন মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের আদালতে এই রায় ঘোষণা হয়। পাশাপাশি ডিভিশন বেঞ্চে রিভিউ পিটিশনের প্রেক্ষিতে মাল পুরসভার ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়ালকে হাইমাস্ট আলোর প্রকল্পের কাজে দাবি করা অর্থের ৬০ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরসভার আইনজীবী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এ খবর জানিয়েছেন।

ওই মামলার এদিন হাইকোর্টে শুনানি হয়। মাল পুরসভায় কাজের ক্ষেত্রে ঠিকাদার এক কোটি টাকার বেশি মেটানের দাবি জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি পার্থসারথি সেন মাল পুরসভাকে অবিলম্বে ঠিকাদারকে ৬০ শতাংশ অর্থ মেটানোর নির্দেশ দেন। দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানান, ঠিকাদার শিবরতন আগরওয়ালকে ইতিমধ্যে পুরসভা ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

অন্ধ সুভেনের ঘরও অন্ধকার

রাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : সুভেন বিশ্বাসের ঘরে রাত মানে আতঙ্ক। কেরোসিন ফুরিয়ে গেলে তাঁর বাড়ি নিঝুম আঁধারে ডোবে। জন্মান্ধ সুভেনের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ নেই। রাজগঞ্জ ব্লকে সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়ায় এই বাসিন্দার আক্ষেপ, 'আবেদন করেও বিদ্যুৎ সংযোগ পাইনি।'

আশপাশের বাড়িতে বিদ্যুতের আলো জ্বললেও তাঁর বাড়ি অন্ধকারে থাকে। সুভেনের কথায়, 'আমার না হয় আলোর দরকার নেই। তাই বলে আমার পরিবারের সবাইকে কি অন্ধকারে থাকতে হবে?' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আলোমতী পাল অবশ্য যুক্তি দিচ্ছেন, 'সুভেন বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এখন চাইলে আমি সহযোগিতা করব।'

বৃদ্ধ মা, স্ত্রী, তিন সন্তান নিয়ে সুভেনের সংসার। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চলে কুপির আলোতেই। সুভেনের স্ত্রী সন্ধ্যার যাবতীয় কাজে ওই কুপিই ভরসা। সুভেন জানিয়েছেন, র‍্যাশন থেকে পাওয়া কেরোসিন দিয়ে মাস চলে না। বাচ্চাদের পড়াশোনার কথা ভেবে বাজার থেকে কেরোসিন কিনতে হয়। ছ'জনের খাবার জোগাড় করতেই হিমসিম অবস্থা, তার মধ্যে কেরোসিন কেনা পরিবারটির পক্ষে কঠিন।

পথবাতি সারাই প্রশাসনের

বেলাকোবা, ৬ সেপ্টেম্বর : কোথাও কোথাও পথবাতি নেই। আবার কোথাও থাকলেও তা বিকল। বেলাকোবার কলেজপাড়া, ডাক্তারপাড়া, স্টেশন কলোনির মতো জায়গাগুলিতে পথবাতির অবস্থা এরকমই। প্রধান রাস্তার অনেক জায়গাতেও একই ছবি। পথবাতি না থাকলে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য দেখা দেয়।

আলোর অভাব ছাড়াও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তবে এবার পথবাতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন। পানিকৌরির প্রধান পাপিয়া সরকার সম্প্রতি বিকল পথবাতি সারানো ও নতুন পথবাতি লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এলাকার কলেজ রোড থেকে শুক্রবার পথবাতির কাজ শুরু হয়েছে। এতে খুশি এলাকার মানুষজন।

পাপিয়ার বক্তব্য, 'বর্ষায় অনেক পথবাতি নষ্ট হয়েছে। খারাপ পথবাতি মেরামতের পাশাপাশি নতুন পথবাতি লাগানো নিয়ে ৫০টি পথবাতির কাজ করা হচ্ছে। নিরাপত্তার বিষয়টি এখন সর্বস্তরেই আলোচিত। এলাকার জনগণের নিরাপত্তা কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

ভগ্নপ্রায় সেতুর ওপর দিয়ে চলছে ট্রাক্টর।

ভাঙা সেতুতে ট্রলি চলাচল

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : ভাঙা সেতুর ওপরে চলছে দেদার ভারী যান চলাচল। যে কোনও সময়ে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। সমস্যাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের বাশিলারডাঙ্গা এলাকার। বাশিলারডাঙ্গার শৌলি নদীর ওপরের সেতুটির একাংশে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেতুর রেলিং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভেঙে পড়েছে চাঙড়। লোহার রডও বেরিয়ে গিয়েছে। আর তার ওপরেই চলছে বালিবোঝাই ট্রলির দাপাদাপি। নিয়মকে অগ্রাহ্য করেই ভাঙা সেতুর ওপরেই এক শ্রেণির মানুষ অবাধে ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে যাতায়াত করছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রলিগুলি তীব্রগতিতে সেতু দিয়ে চলাচল করে, যে কোনও সময় পথচারীরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, ওই ট্রলিগুলির অধিকাংশেরই নম্বর প্লেট নেই।

খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবলু রায় সেতু সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সেতুটির সংস্কারের বিষয়টি তালিকায় রেখেছি। শীঘ্রই জেলা পরিষদকে বিষয়টি জানাব।' এলাকার কিছুটা দূরে একটি সেতু তৈরি হওয়ায় এই সেতুর ওপর চাপ কিছুটা কমেছে। পাশাপাশি ট্রলি চলাচলের বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাশিলারডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন শৌলি নদীর ওপর রয়েছে একটি সেতু। জেলা পরিষদের তরফে বেশ কয়েক বছর আগে সেতুটি তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সেতুটি বর্তমানে প্রায় বেহাল। আর সেই ভাঙা সেতু সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পথচারীরা। স্থানীয় বাসিন্দা নিত্যানন্দ রায়, কমল সরকারদের অভিযোগ, সেতুটি দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় বেহাল হয়ে উঠেছে। তাঁরা দ্রুত সেতুটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

দিনভর সেতু দিয়ে একহালিয়ারবাড়ি, বাশিলারডাঙ্গা, ঝাঝাঙ্গি, সহ কয়েক গ্রামের মানুষ সাইকেল, বাইক, টোটোর পাশাপাশি ছোট গাড়ি নিয়েও যাতায়াত করেন। বালিবোঝাই ট্রলির অবাধ যাওয়া আসায় সেতুটি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এই মুহূর্তে বালি তোলার কাজ বন্ধ হয়েছে, তবুও নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দিনদুপুরে বালিবোঝাই ট্রলি যেতে দেখা যাচ্ছে। যা নিয়ে এলাকায় ছড়িয়েছে ক্ষোভ। স্থানীয়রা সেতুর মেরামত ও ট্র্যাক্টর-ট্রলির দৌরাত্ম্য বন্ধের দাবি তুলেছেন।

দুর্ঘটনার শঙ্কা

শৌলি নদীর ওপরের সেতুটির একাংশে ফাটল

রডও বেরিয়ে গিয়েছে

নিয়মকে অগ্রাহ্য করেই ভাঙা সেতু দিয়ে চলছে ট্র্যাক্টর-ট্রলি

ওই ট্রলিগুলির অধিকাংশেরই নম্বর প্লেট নেই

নথি জাল করে রেজিস্ট্রেশন

পুরসভায় বিক্ষোভ টোটো চালকদের

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : 'এক ব্যক্তি এক টোটো' পুরসভার তরফে ওই সিদ্ধান্তই হয়েছিল। তবে টোটোর রেজিস্ট্রেশন শুরু হতেই টোটো মালিকদের একাংশ সেই নিয়মের কোনও তোয়াক্কা করছে না। উঠে এসেছে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ। কোথাও রেজিস্ট্রেশন পেতে তৈরি হচ্ছে জাল নথি। আবার কোথাও রেজিস্ট্রেশনের টোকেন ১০০ থেকে ২০০ টাকায় দোকানে বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়। যাঁরা এতদিন ৫ থেকে ৬টি টোটো কিনে ব্যবসা করছিলেন তাঁরা রেজিস্ট্রেশন করাতে চালকদের নামে ভুয়ো কাগজ তৈরি করছেন বলে অভিযোগ। চালকদের একাংশ জানিয়েছেন, নথির গরমিল করে ওই পদ্ধতিতে অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়েছেন। এতে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ টোটোচালকরা। শুক্রবার নানা অভিযোগ তুলে পুরসভার সামনে বিক্ষোভে শামিল হয় সিটু অনুমোদিত ই-রিকশাচালক ইউনিয়ন। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের কাছে জাল নথি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ এসেছে। আমরা সেগুলো রিভিউ করছি। কিন্তু কারা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বা ভুয়ো বিক্রির কাগজ বানাচ্ছেন সেটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছি।'

> আমাদের কাছে জাল নথি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ এসেছে। সেগুলো রিভিউ করছি। কিন্তু কারা এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বা ভুয়ো বিক্রির কাগজ বানাচ্ছেন সেটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছি।
>
> **সৈকত চট্টোপাধ্যায়**
> **ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভা**

পুরসভার সামনে বিক্ষোভ সিটু অনুমোদিত ই-রিকশাচালক ইউনিয়নের। শুক্রবার।

তবে স্মারকলিপি দেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার তাঁদের নেই বলে জানিয়েছেন সৈকত। তিনি বলেন, 'টোটো চালনা নিয়ে পুরসভার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করে সভাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক শুভাশিস সরকার। ওই সভাতে নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল পুরসভার বাইরে পাহাড়পুর, পাতকাটা, অরবিন্দ এবং খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোচালকরা জলপাইগুড়ি শহরে টোটো চালাতে পারবেন। তবে এখন বাকি এলাকার টোটো ঢোকা নিয়েও দাবি জানাচ্ছেন।'

এদিকে, টোটোর রেজিস্ট্রেশন পেতে প্রয়োজন হচ্ছে টোটো কেনার বিল। তবে অসাধু টোটো ব্যবসায়ীদের একাংশ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভুয়ো বিল তৈরি করে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ সামনে আসছে। এ ব্যাপারে দীপ দাস নাম এক টোটোচালক বলেন, 'আমার মতো যার কাছে ১০ বছরের পুরোনো টোটো আছে এমন অনেকেরই টোটো কেনার সময়কার কাগজ নেই। আমরা আদালত থেকে হলফনামা তৈরি করে এনেছি। কিন্তু সেই হলফনামার ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে রেজিস্ট্রেশন পাব কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি মনে করি রেজিস্ট্রেশনের নিয়মে সরলীকরণ প্রয়োজন রয়েছে।'

শহরে টোটোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন চালকদের হয়রানির ছবি ফুটে উঠেছে তেমনি সামনে আসছে নানা অভিযোগ। প্রতিদিন কয়েকশো টোটোচালক রেজিস্ট্রেশনের টোকেন নিতে ভোর থেকে হাজির হচ্ছেন পুরসভায়। লাইনে দাঁড়িয়ে অনেকেই টোকেন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করছেন। ১০০ থেকে ২০০ টাকায় শহরের বিভিন্ন দোকানে রেজিস্ট্রেশন টোকেন বিক্রি হচ্ছে।

সিটুর টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক শুভাশিস সরকার বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি শহরের বহু দোকানে টোকেন বিক্রি হচ্ছে। কী কারণে ৫০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হচ্ছে আমার বোধগম্য হচ্ছে না। অনেকেই রয়েছে যাদের কাছে ১০ বছরের পুরোনো টোটো রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই চালকদের কাছে সেই সময়ে টোটো কেনার বিল থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। টোটো কেনার বিল ছাড়া রেজিস্ট্রেশন হবে না এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না হলে আন্দোলনে নামা হবে।'

টুকরো খবর

বিক্ষোভ

রাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে বঙ্গসেনার সদস্যরা বিক্ষোভ দেখালেন। শুক্রবার মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকিমারি রাসমেলার ময়দানে এক সমাবেশের ডাক দেন বঙ্গসেনা। সমাবেশে প্রায় ৪০০ বঙ্গসেনা উপস্থিত হন। সংগঠনের মুখপাত্র বিমল মাঝি বলেন, 'আন্তর্জাতিক সমস্ত সংগঠনের কাছে আমাদের আবেদন, বাংলাদেশের ছয়টি জেলাকে ভাগ করে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা হোক।'

আলোচনা

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন হিমঘরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা হল শুক্রবার। আইএনটিটিইউসির ইউনিয়নে যোগদানের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করেই যেসব ইউনিয়ন চলছিল সেগুলিকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত নতুন ইউনিয়ন রাজ্য ও জেলার ক্ষেত্রে হিমঘর কর্মচারী ইউনিয়ন হিসেবে কাজ করবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুজো বৈঠক

ক্রান্তি, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো নিয়ে যাবতীয় অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে শুক্রবার একটি বৈঠক হয়। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, জয়েন্ট বিডিও সুরদীপ বিশ্বাস, ক্রান্তি ট্রাফিক ওসি ফারুক আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা

চালসা, ৬ সেপ্টেম্বর : নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের মেটেলি ব্লক কমিটির তরফে পশ্চিমবঙ্গ নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ফরিদ আখতার গাজি ও সদস্য বাচ্চু প্রধানকে শুক্রবার সংবর্ধনা দেওয়া হল। ফরিদ বলেন, 'আগামীদিনে এই বোর্ডের মাধ্যমে ওই সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ আমাদের লক্ষ্য।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনসংগ্রাম ।। *হলদিবাড়িতে তিস্তা নদীতে। নারায়ণ দাসের ক্যামেরায়।*

টালবাহানার পর স্ত্রী পেলেন ক্ষতিপূরণ

নাগরাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : হাতির হামলায় মৃতের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির দাবিদার ছিলেন দুজন। ফাঁপরে পড়ে বন দপ্তর। অবশেষে প্রশাসনিক তদন্তের পর প্রকৃত উত্তরাধিকার হিসেবে স্ত্রীর হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। শুক্রবার বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের তরফে মেটেলির নাগেশ্বরী চা বাগানের মৃত কেলমিন ওরাওঁয়ের স্ত্রী পিংকির হাতে ওই চেক তুলে দেওয়া হয়। রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস বলেন, 'ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক দাবিদার ছিল। সেজন্য বানারহাট এবং মেটেলি ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। মেটেলির বিডিও আসল উত্তরাধিকার হিসেবে স্ত্রীর নামে শংসাপত্র দেন। তারপর সেইমতো এদিন মৃতের স্ত্রীর হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হয়।'

গত ৮ জুন লক্ষ্মীপাড়া চা বাগান লাগোয়া ডায়না বস্তিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে নাগেশ্বরী চা বাগানের কেলমিন হাতির হামলায় মারা যান। সেসময় ওই বাড়ির একজন নিজেকে কেলমিনের ছেলে হিসেবে দাবি করে ক্ষতিপূরণের টাকার জন্য আবেদন করে। অন্যদিকে পিংকি ওরাওঁয়ের দাবি ছিল, স্ত্রী হিসেবে তিনিই ওই টাকা পাওয়ার প্রকৃত দাবিদার। ফলে সমস্যায় পড়ে বন দপ্তর। এদিন পিংকির সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা সালমা ওরাওঁ। বন দপ্তর জানিয়েছে, সাধারণত লোকালয়ে চলে আসা বুনোদের হামলায় কারও মৃত্যু হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতিপূরণের টাকা সংশ্লিষ্ট পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার কারণে কিছুটা দেরি হল। তবে টাকা পাওয়ার পর সন্তুষ্ট পিংকি। তিনি বলেন, 'যাই হোক। অবশেষে সুবিচার পেলাম। এবারে আশা করছি, সরকারি নিয়ম অনুসারে পরিবারের একজনের জন্য দ্রুত চাকরিরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।'

ভুটানি মদ উদ্ধার

বানারহাট, ৬ সেপ্টেম্বর : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভুটানি মদ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার মাঝরাতে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার বান্দাপানি এলাকা থেকে এক ব্যক্তি একটি গাড়িতে বিপুল পরিমাণ ভুটানি মদ বানারহাটের কারবালা চা বাগান হয়ে পাচার করছিল। বানারহাট থানার অপরাধ দমনকারী শাখার একটি দল খবর পেয়ে কারবালা চা বাগানের মূল রাস্তায় গাড়িটিকে আটক করে। বানারহাট থানা সূত্রে খবর, 'এই মদের বাজার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। ঘটনায় জড়িত ইয়াস কিন্ডো নামের বান্দাপানি এলাকার এক ব্যক্তি ও একটি গাড়ি আটক করা হয়েছে।'

ধৃত ২

মেটেলি, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে মেটেলি থানার পুলিশ ক্ষুদিরামপল্লি এলাকা থেকে পাম্প সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি পাম্প পাওয়া গিয়েছে। ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় এক মাস ধরে বিভিন্ন বাড়ি থেকে পাম্প চুরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এলাকার এক বাসিন্দা অভিযোগ দায়ের করতেই পদক্ষেপ।

ন্যূনতম মজুরি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গে তিনশোর বেশি চা বাগানের শ্রমিকদের প্রত্যাশামাফিক মজুরি বাড়েনি। রাজ্যে বর্তমান তৃণমূল সরকারের জমানায় সব মিলিয়ে মোট ১৩ বার মজুরি বেড়েছে। এখন চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা। এর আগে কংগ্রেস বা বামফ্রন্ট আমলেও সেভাবে মজুরি বাড়েনি। মজুরি বৃদ্ধির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত কংগ্রেস আমলে মোট ন'দফায় মজুরি বেড়েছে। ১৯৭৭-এ রাজ্যে বামফ্রন্ট জমানা শুরু হয়। ওই বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২০১১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৩ বার মজুরি বেড়েছে। তবে ওই জমানাতেই ২০০৪ ও ২০০৫ সালে কোনও মজুরি বাড়েনি। এই পরিস্থিতিতে চা শ্রমিক ও তাঁদের সংগঠনগুলি ন্যূনতম মজুরি চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে সরব হয়েছেন।

এব্যাপারে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা চা শ্রমিক নেতা জন বারলা বলেন, 'কোনও সরকারের আমলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। উত্তরবঙ্গে তিন লক্ষ চা শ্রমিক এখন তীব্র আর্থিক সংকটে রয়েছেন। প্রায় প্রতিটি বাগান থেকেই পেটের টানে শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের আর্থিক সমস্যা সমাধানে ন্যূনতম মজুরি চুক্তি দ্রুত রূপায়ণ জরুরি।'

> কোনও সরকারের আমলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। উত্তরবঙ্গে তিন লক্ষ চা শ্রমিক এখন তীব্র আর্থিক সংকটে রয়েছেন। প্রায় প্রতিটি বাগান থেকেই পেটের টানে শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের আর্থিক সমস্যা সমাধানে ন্যূনতম মজুরি চুক্তি দ্রুত রূপায়ণ জরুরি।
>
> **জন বারলা**
> *চা শ্রমিক নেতা*

আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি তপন দে জানান, তৃণমূল জমানায় উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের মজুরি বেশি বেড়েছে। এই সরকার ন্যূনতম মজুরি চুক্তি রূপায়ণে আন্তরিক। ওই চুক্তি রূপায়িত হলে তাঁরা দৈনিক ৩৫০ টাকার বেশি মজুরি পাবেন। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি প্রবীর ভট্টাচার্য বলেন, 'বর্তমানে সরকার নির্দেশিত দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন চা শ্রমিকরা। চায়ের বাজার অত্যন্ত মন্দা। দৈনিক ওই টাকা মজুরি দিতে পরিচালকদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।'

ভিড় টানল সাদরি ভাষার সিনেমা

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রদীপ সাহা বহু বছর ঘুরে ঘুরে সিনেমার পোস্টার সাঁটেন মাল শহরে। সিনেমা হলে টিকিট চেকও করেন। শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর চোখেমুখে অনেকদিন পর খুশির ঝিলিক। সকালের শো-তে হল গমগম করছে। সাদরি ভাষার সিনেমা দেখতে প্রথম শোতেই উপচে পড়া ভিড়। শেষ কবে হলে এরকম ভিড় হয়েছিল, ভাবছিলেন সিনেমার সঙ্গে জড়িত অনেকে।

ডুয়ার্সের কলাকুশলীদের নিয়ে তৈরি এই সিনেমাটি শুক্রবার মাল শহরের একটি সিনেমা হলে দেখানো শুরু হয়েছে। হলের পাশে ছোট্ট দোকানের মালিক দিলীপ সরকার আবেগতাড়িত গলায় বলেন, 'এখন আর সিনেমা হলে লোক কই হয় বলুন? আমরা তবু এরকম দিনগুলোর আশায় অপেক্ষায় থাকি। সিনেমা হলে ভিড় হলে আমাদের বিক্রি বাড়ে। মাঝেমধ্যে কিছু সিনেমায় ভিড় হয় ঠিকই। যেমন এই সাদরি ভাষার সিনেমায় মানুষের ভালোবাসা অন্য ধরনের।'

৫০ বছরের বেশি সিনেমা হলে কর্মরত হারু দাসের কথায়, 'আঞ্চলিক ভাষার সিনেমাগুলি আমাদের এখন ভরসা জোগাচ্ছে। এর আগেও সাদরি ভাষার সিনেমা ভালো ভিড় টেনেছে।' সিনেমা হলের মালিক মণীন্দ্রনাথ ঘোষও আশান্বিত। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের সিনেমা নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা জোগায়। এখন তো মানুষ মোবাইলে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমা দেখে। মাঝেমধ্যে হতাশ হয়ে ভাবি, সিনেমা হলের ঝাঁপই বন্ধই করে দেব।' সাদরি ভাষার সিনেমাটির প্রযোজক নবারুণ মুখোপাধ্যায়, পৌষালী মুখোপাধ্যায়রা শুক্রবার প্রথম শোয়ে উপস্থিত ছিলেন। নবারুণের ভাষায়, 'সাদরি ডুয়ার্সের মানুষের নিজের ভাষা, প্রাণের ভাষা। আমরা আশাবাদী যে, এই সিনেমা হিট হবেই।' সিনেমাটির সাফল্য নিয়ে আশাবাদী পরিচালক অরজিৎ লোহরা। তাঁর কথায়, 'প্রথম দিনের লোকসমাগম আমাদের আশা জুগিয়েছে। বিভিন্ন সিনেমা হলে সিনেমাটি দেখানো হচ্ছে।'

সকালের শো-তে হল গমগম করছে মাল শহরের একটি হল।

এতদিন শিরদাঁড়া কোথায় ছিল : পুলিন

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে বর্তমানে 'শিরদাঁড়া'কে সামনে রেখে আন্দোলন চলছে জুনিয়ার ডাক্তারদের। সেই বিতর্ককে আরও উসকে দিলেন মালবাজার পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার পুলিন গোলদার। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'শিরদাঁড়া? ডাক্তারদের প্রতি বিনীত প্রশ্ন, হাসপাতাল, নার্সিংহোমে কী হয়, সবই তো জানতেন! সব জেনেও এতদিন নীরব ছিলেন কেন? চিকিৎসায় মানুষ নিঃস্ব হয়। একটু ভাবুন।'

পরে পুলিনের ব্যাখ্যা, চিকিৎসকদের আন্দোলনের প্রতি যদিও তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। দোষীদের ফাঁসি হোক, চাইছেন তাঁরাও। কিন্তু এত দুর্নীতি, অন্যায় হচ্ছে, অরাজকতা তৈরি হয়ে রয়েছে, একথা আগে তাঁরা জানালেন না কেন? তাঁর কথায়, 'সবাই মিলে রুখে দাঁড়ালেই তো সন্দীপ ঘোষ তৈরি হয় না। যে শিরদাঁড়ার কথা বলা হচ্ছে, তা কি কেবল ওনাদের আছে? তাহলে আগে দেখালেই তো ভালো হত।'

পুলিনের এহেন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ চিকিৎসকরা। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক পান্থ দাশগুপ্ত বলেন, 'যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে আন্দোলনের অভিমুখ অন্যদিকে পরিচালিত করার চেষ্টা ছাড়া এসব আর কিছুই নয়।'

চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগীরা যখন নিঃস্ব হয়ে যায়, তখন চিকিৎসকদের 'শিরদাঁড়া' কোথায় থাকে, প্রশ্ন তুললেন তিনি। তাঁর সংযোজন, 'হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে রোগীদের পরিবারের সঙ্গে রীতিমতো লুটপাট চালানো হয়। তারপর একশ্রেণির ডাক্তাররা যখন ওষুধ কোম্পানির কাছ থেকে কমিশন নেন, তখন শিরদাঁড়া কোথায় থাকে? আন্দোলন চলুক, তবে পরিষেবা বন্ধ রেখে নয়।' পান্থ দাশগুপ্ত এই অভিযোগেরও উত্তর দিয়েছেন। তিনি জানান, কোনও রোগীকে ফেরানো হচ্ছে না। জুনিয়ার ডাক্তাররা অভয়া ক্লিনিক চালু করেছেন। তৃণমূলের মাল শহরের সভাপতি অমিত দে বলেন, 'কারও ব্যক্তিগত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া দেব না। তবে দলগতভাবে একটাই কথা, আমরা বিচার চাই।' বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল বলেন, 'তৃণমূল একদিকে অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছে। আবার আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলছে। সমস্ত আন্দোলনকারীর পাশে আমরা রয়েছি।'

বাড়ির পথে খুনশুটি। ময়নাগুড়িতে অর্ঘ্য বিশ্বাসের তোলা ছবি।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও চশমা প্রদান করল জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল পরিবহণ কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাজিপাড়া ইউনিট।

শুক্রবারের এই শিবিরে প্রায় ২০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। শিবির থেকে ১২০ জনকে চশমা দেওয়া হয়েছে। এদিন শিবিরে ভালো সাড়া পরে বলে জানা গিয়েছে।

ভূমিকম্প

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরেও শুক্রবার রাত প্রায় ৭.৫৯ মিনিট নাগাদ মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ৪.১। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল বিন্নাগুড়ি থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে ভুটানের সামসী।

ভিনরাজ্যের ছাত্রীর মৃত্যু বিশ্বভারতীতে

বোলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে বিশ্বভারতীতে ভিনরাজ্যের আবাসিক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, আম্রপালি ছাত্রী নিবাসেই বিষ খেয়েছেন ছাত্রীটি। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তবে এই ঘটনায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ছাড়াই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ছাত্রী নিবাসে ঢোকে বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগে মধ্যরাত পর্যন্ত পুলিশকে ছাত্রী নিবাসে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীকে আরজি কর হতে দেব না' সহ তথ্য লোপাটের চেষ্টা চলছে বলেও স্লোগান ওঠে। যদিও বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দাবি, যাতে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ লোপাট না হয় তাই পুলিশ হস্টেলের ঘরটি তড়িঘড়ি সিল করেছে। বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী আদতে বারাণসীর বাসিন্দা।

হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন বাম সংগঠনের অভিযানের মুহূর্তে। শুক্রবার।

‘গণধর্ষণের প্রমাণ নেই’

সিবিআইয়ের চার্জশিট শীঘ্রই, সঞ্জয়ের জামিনে না

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে গণধর্ষণের অভিযোগ কার্যত ক্ষীণ হচ্ছে সিবিআইয়ের দাবিতে। কারণ, তাদের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, নিযাতিতা চিকিৎসককে গণধর্ষণের কোনও প্রমাণ মেলেনি। সমস্ত তথ্যপ্রমাণেই এই ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে সিবিআইয়ের সূত্র অনুযায়ী এমনটাই দাবি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত তারা চার্জশিট দাখিল করতে চলেছে। শুক্রবার সঞ্জয়কে জেল হেপাজত শেষে ভার্চুয়ালি শিয়ালদা কোর্টে হাজির করানো হয়। জামিনের জন্য রীতিমতো কান্নাকাটি করতে থাকে সঞ্জয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী সময়ে হাজির না হওয়ায় একসময় বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সঞ্জয়কে জামিন দিয়ে দেওয়া হবে কি না জানতে চান। শেষমেশ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আরজি করের ঘটনায় ক্রমশ রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ ও সিবিআইয়ের কাছে সঞ্জয়ের পৃথক বয়ান তদন্তের মোড় ঘুরিয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআই এখনও পর্যন্ত ১০০ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে। ১০টি পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছে। তার মধ্যে দুটি টেস্ট সন্দীপ ঘোষের। তদন্তের শেষ পর্যায়ে এসে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর সিবিআই তাদের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে বলে আশা করছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ও মেডিকেল রিপোর্ট দিল্লির এইমসের বিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে সিবিআই। সেখানে চিকিৎসকদের মতামত জানার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে তারা। হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর যদি সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেয় তখন এইসব তথ্য প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

জনরোষের আশঙ্কায় এদিন সঞ্জয়কে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদা কোর্টে ভার্চুয়ালি হাজির করানো হয়। কারণ, তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, আরজি করের ঘটনায় যে ক্ষোভ মানুষের মনে রয়েছে তাতে সশরীরে সঞ্জয়কে পেশ করা হলে হামলা হতে পারে। সন্দীপ ঘোষের ক্ষেত্রে তা দেখেছেন তদন্তকারীরা। এদিন ৪.১০ মিনিটে নিম্ন আদালতে শুনানি শুরু হয়। কান্নাকাটি করে জামিন চান সঞ্জয়। তবে সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসারের ওপর ক্ষুব্ধ হন বিচারক। কারণ, সাড়ে ৪টে বেজে গেলেও তাঁরা কেউ সময়মতো হাজির ছিলেন না। সঞ্জয়ের আইনজীবী কবিতা সরকার জানান, তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন, সে কিছু করেনি। উচ্চ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা পড়ে নেই। সিবিআই এতদিন ধরে তদন্ত করছে, কিন্তু তদন্তের কোনও অগ্রগতি হয়নি। সঞ্জয় অন্য কোনও অপরাধের সঙ্গেও জড়িত নয়। তাই জামিন পেতে বাধা নেই। তারপর সিবিআইকেও সওয়াল করতে বলেন বিচারক। কিন্তু সিবিআইয়ের আইনজীবী বা তদন্তকারী অফিসার হাজির না থাকায় সহকারী তদন্তকারী অফিসারকে বিচারক প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের আইনজীবী কোথায়?' সহকারী অফিসার জানান, তাঁরা রাস্তায় রয়েছেন। এজলাস থেকে বেরিয়ে তাঁদের ফোন করেন ওই অফিসার। তারপর তিনি জানান, আর কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিচারক বলেন, 'তাহলে এই কেসে জামিন দিয়ে দেব? এটা তো সিবিআইয়ের চরম গাফিলতি।' ৪০ মিনিট পর সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হন। অবশেষে সঞ্জয়কে পুনরায় ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়।

মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল, সরানো হল ৫২ জনকে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রোর সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় ফের বিপত্তি বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেনে। বৃহস্পতিবার রাতে নির্মীয়মাণ টানেলে জল ঢুকতে দেখা যায়। বিপদ এড়াতে শুক্রবার সকালে ওই এলাকার ১১টি বাড়ির ৫২ জনকে তড়িঘড়ি অন্যত্র পাঠানো হয়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। শুক্রবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে আসেন মেট্রো রেল আধিকারিকরা। স্থানীয় কাউন্সিলার ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। তখনই ১১টি বাড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়। স্থানীয় হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পর তাঁদের বাড়িতে ফেরানো হতে পারে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, কতদিন এই ভোগান্তি পোয়াতে হবে? ক্ষুব্ধ জনতা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান। কেএমআরসিএল-এর পক্ষে জানানো হয়, আশা করা হচ্ছে সমস্যার সমাধান হবে।

রাষ্ট্রপতিকে অপরাজিতা বিল পাঠালেন রাজ্যপাল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আগেই জানিয়েছিলেন, বিধানসভা থেকে টেকনিকাল রিপোর্ট পেলেই অপরাজিতা বিল নিয়ে তিনি যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবেন। সেই দাবি মেনে বিধানসভায় পাশ হওয়া ধর্ষণ দমনে রাজ্যের বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট শুক্রবার রাজভবনে পাঠাল বিধানসভা। ৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এই বিল পাশ হওয়ার পর তা রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই বিল নিয়ে বিধানসভায় যে বিতর্ক হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি পাননি এবং তাতে তিনি অখুশি।

রাজভবন সূত্রে খবর, বিধানসভায় পাশ হওয়া 'অপরাজিতা বিল'-এ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সংশোধনী খারিজ হওয়া নিয়ে সরকারের আইনি যুক্তি দেখে নিতে চান রাজ্যপাল। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার বিধানসভার কাছে বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষের চেম্বারে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। অধ্যক্ষ বলেন, 'রাজ্যপাল যে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তা এদিনই রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। আশা করি এবার তা খতিয়ে দেখে দ্রুত বিলে স্বাক্ষর করবেন।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটা রাজ্য সরকার ও রাজভবনের বিষয়। আমরা বিল সমর্থন করলেও, সেদিনই বলেছি বিলটি ত্রুটিপূর্ণ। আমার দেওয়া সংশোধনী খারিজ করা হয়েছে। রাজ্যপাল আইনগত দিক খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই এই বিলে স্বাক্ষর করবেন।'

টেকনিকাল রিপোর্ট হল, এক কথায় বিলের খুঁটিনাটি বিষয়। বিল পাশ বিতর্কে কতক্ষণ আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনায় শাসক ও বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল কি না, হলে তা গ্রহণ না খারিজ করা হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের বক্তব্য ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে মূলত শুভেন্দুর দেওয়া সংশোধনী খারিজের বিষয়টি মুখ্য বলেই মনে করছে বিধানসভা।

৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ধর্ষণ দমনে এই অপরাজিতা বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল। ওই বিলে মূলত ২টি সংশোধনী গ্রহণের দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। সংশোধনী ছিল তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী বয়ান বদল করলে সেক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় রাখতে হবে তাঁদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিজেপির সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

যাইহোক, বিলে অনুমোদন চেয়ে রাজভবনে বিল পাঠানোর সময় বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট কেন পাঠায়নি বিধানসভা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নবান্নে পরশু প্রশাসনিক সভা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যজুড়ে থমকে যাওয়া প্রশাসনিক কাজে গতি ফেরাতেই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠকে কড়া নির্দেশ জারি করবেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন যেভাবে বাড়ছে, তাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই আবহে সরকারের চলতি সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিও অল্পবিস্তর ব্যাহত হচ্ছে। এতে রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তার ওপর আঘাত আসতে পারে বলে আশঙ্কা নবান্ন প্রশাসনের।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রের খবর, অস্থির প্রশাসনিক কাজে উদ্ভূত এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতেই সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর তড়িঘড়ি এই বৈঠক ডাকার পিছনে শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সায় রয়েছে।

কলকাতায় নার্সদের মোমবাতি মিছিল

মেয়েদের ফের 'রাত দখলের' ডাক কাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ফের মেয়েদের 'রাত দখল'-এর ডাক। ৮ সেপ্টেম্বর রবিবারের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন গানের ভোর'। যত দিন যাচ্ছে, আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় ততই উঠছে। শুক্রবার হাওড়ায় বিক্ষোভ-মিছিলে শামিল হয় বামেরা। কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে মোমবাতি মিছিল করেন বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সরা। শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে 'সারা রাত মেয়েদের থিয়েটার' অনুষ্ঠিত হবে। কচিকাঁচাদের নিয়ে রাতভর হবে নানা থিয়েটার। ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওইদিন কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করবেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। বিকালে গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাবেন ৯-১০টি স্কুলের প্রাক্তনীরা।

আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৪ অগাস্ট 'মেয়েদের রাত দখল' নিয়ে সারা রাজ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোনও তুলনা নেই। ওই রাতে শুধু মহিলা নন, প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন পুরুষরাও। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী রিমঝিম সিংহ। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় একমাস। এখনও পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধী সাজা পায়নি। তার প্রতিবাদেই ফের মেয়েদের পথে নামার ডাক দিলেন রিমঝিমরা। শুক্রবার রিমঝিম জানান, ৮ সেপ্টেম্বর ফের রাত দখলে নামবেন রাজ্যের মেয়েরা। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' সিনেমায় যেমন রাজার ঘুম ভাঙাতে দরজায় ধাক্কা দিতে হয়েছিল, তেমনি সরকারের ঘুম ভাঙাতে আবারও রাত জাগবে মেয়েরা। রাজ্যজুড়ে এবারও এই কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া মিলবে বলে আশা।

ফের অভিযান ছাত্রসমাজের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানের ধাঁচে ফের বড় ধরনের অভিযানে নামতে চলেছে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'। পুজোর আগেই এই অভিযানের ডাক দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ছাত্রসমাজের অন্যতম নেতা শুভঙ্কর হালদার। আরজি কর কাণ্ডে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে নেমেছিল ছাত্রসমাজ। ওই অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ হয়েছিল আন্দোলনকারীদের। কয়েক হাজার মানুষ শামিল হয়েছিলেন সেদিনের আন্দোলনে। সেই সাফল্য দেখেই নতুন করে আন্দোলনে নামতে চলেছেন তাঁরা। তবে এবারের আন্দোলনে শুধু দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা নয়, সারা রাজ্য থেকে মানুষকে যোগদানের ডাক দেওয়া হবে। শুভঙ্কর বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।' তবে কবে আন্দোলন হবে, সেই দিন এখনও স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়নি।

শনিবার, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১১১ সংখ্যা

ধৈর্যের পরীক্ষা

আরজি করের চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের পর থেকে প্রায় একমাস কেটে গেল। অথচ বহুকাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার এখনও অধরা। প্রায় প্রতিদিন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। পাল্লা দিয়ে চলছে রাজনৈতিক আকচা-আকচি। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তেমন খবর নেই এখনও। সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন ঘটনাটি নিয়ে নতুন তথ্য আসছে। আরজি করের পাশাপাশি রাজ্যের অন্য মেডিকেল কলেজগুলিতে কুকর্মের নানা ঘটনাও সামনে আসছে।

কিন্তু চিকিৎসক মৃত্যুর তদন্ত চলছে আপন গতিতে। ওই ঘটনায় মূলত যাঁর দিকে আঙুল উঠেছিল, আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তও চলছে। ওই অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রাথমিক ঘটনাটির তদন্ত ঘিরে এখনও ধোঁয়াশাই আছে। বরং একের পর এক অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ঠেলায় ধর্ষণ, খুনের বিষয়টি ক্রমশ আড়ালে চলে যাচ্ছে যেন।

রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দল পরস্পরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি অপরাজিতা বিল অনুমোদন করিয়েছে বিধানসভায়। বিরোধী দল বিজেপি তাতে অনন্যোপায় হয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে তাদের সংশোধনী খারিজ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু আইন তৈরি করলেই অপরাধের কিনারা হয় না কিংবা অপরাধ দমন করা যায় না। এটা দেশের মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা সামলানোর ভার, সেই সরকারও তিলোত্তমার বিচার চাই দাবি তুলছে। গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিচারের দাবিতে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুতে দোষী খুঁজে বের করার কাজটিতে তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। মানুষ বিচার চাইছে। নিহতের পরিবার বিচার চাইছে। বিরোধীরা বিচার চাইছে। সরকারও চাইছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধর্ষণ, খুনের মতো জঘন্য অপরাধে কঠোর সাজা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। কেউ অপরাধীদের আড়াল করলে তার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু আরজি করে মূল দোষী কে, তাই এখনও জানা গেল না। সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করার পর গত একমাসে আর একজনও ধরা না পড়ায় তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঠিক পরদিনই আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই ঘটনাস্থল সেমিনার হলের পাশের ঘরটি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। যে বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক হাজির ছিলেন। এই তথ্য জনমানসে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে।

তদন্তে এই রহস্যের কিনারা হওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সন্দেহগুলির উত্তর মিলছে না কোনও স্তর থেকে। সরকার অপরাজিতা বিল অনুমোদনে অতিসক্রিয় হলেও খুন-ধর্ষণের তদন্তে অতিসক্রিয়তার অভাব আছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর সময় বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর যেন তদন্ত গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্যাঁচপয়জার বোঝে না। বুঝতেও চায় না। তারা শুধু সুবিচার চায়।

দিল্লিতে নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের পর দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। গুঁতো খেয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও দিল্লির সরকার তদন্তের গতি বাড়িয়েছিল এবং শেষমেশ সাজা হয়েছিল নির্ভয়ার খুনিদের। যদিও ওই ঘটনার পর দেশে মহিলা নির্যাতন বন্ধ তো দূরের কথা, কমেওনি। আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার ভবিষ্যৎও এখনও অজানা। আমজনতাকে শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কিন্তু আর কতদিন, তাও অজানা।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

অস্থিরতার জলছবিতে নিস্পৃহতার বৃত্ত

শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে জানতে বয়েই গিয়েছে! বাঙালির ভাবনা আজও কলকাতা নির্ভর।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই দিয়ে যদি এক অস্থিরতার জলছবি আঁকতে যাওয়া হয়, তা হলে এই মুহূর্তে ঘুরেফিরে আসতে পারে আমাদের উপমহাদেশের মানচিত্র। বারবার। প্রতিবার।

এক একটা সময় মনে হবে, গোটা দেশজুড়ে এত অস্থিরতা, এত বিতর্ক তৈরি হল কী করে? এর পিছনে কোনও অঙ্ক রয়েছে, নাকি সব শাসকই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো হয়ে উঠল একসঙ্গে?

আরও একটা ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা কি আর দেশ নিয়ে বেশি ভাবছি না? শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে ভাবতে, ভারত নিয়ে জানতে আমাদের বয়েই গিয়েছে! টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন কলতলার ঝগড়া আমাদের ভাবনাচিন্তা এবং বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে? আমরা আমাদের জানার পরিধি সমুদ্র থেকে নিয়ে ফেলছি ডোবায়। এবং কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বাইরে আমাদের আগ্রহের পরিধি বাড়ছে না।

এসবের মাঝে বিভিন্ন রাজ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে, যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

মণিপুরে মৃত্যুমিছিল, আগুন নিয়ে বিভাজনের খেলা চলছেই।

মহারাষ্ট্রে শিবাজির মূর্তি ভেঙে পড়ায় গোটা রাজ্যে তোলপাড়। থিতিয়ে এসেছে থানেতে স্কুল ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা।

কেরলে মালয়ালম সিনেমায় যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই। তার রেশ তেলেঙ্গানাতেও।

উত্তরপ্রদেশে অ্যাম্বুল্যান্সে স্ত্রীর যৌন হেনস্তার পর স্বামীকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তায়। নার্সারির বালককে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে স্রেফ ননভেজ বিরিয়ানি টিফিনের জন্য আনায়।

অসমে নগাঁওয়ের গণধর্ষণে থামল না বিতর্ক। ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিটেনশন ক্যাম্পে। ৮৯ বছরের পুরোনো মুসলিম বিবাহ বিল বদলে ফেলল সরকার।

রাজস্থানে কনস্টেবলের পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির মাঝে স্কুল ছাত্রীদের দেওয়া সাইকেলের রং করে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া।

বেঙ্গালুরুতে ওলার অটো ড্রাইভার থাপ্পড় মারে তরুণীকে। খুনের দায়ে জেলে থাকা নামী অভিনেতা দর্শনের বন্দি অবস্থায় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিয়ে শোরগোল।

ঝাড়খণ্ডে সরকার পালটানোর খেলার মধ্যে কনস্টেবল হওয়ার পরীক্ষায় দৌড়োতে গিয়ে মৃত ১১ জন।

তামিলনাড়ুতে এক আইপিএস অফিসার তাঁর লিভ ইন পার্টনারকে মারধর করে বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার।

নয়াদিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠানোর খেলা নিয়ে টানাপোড়েন।

ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় মাওবাদীদের হত্যার খেলা।

কাশ্মীরে ভোটকে কেন্দ্র করে চলছে নানা রকম রাজনৈতিক অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতির অঙ্ক।

হরিয়ানায় ধর্ষক রামরহিমকে ছ'বার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া কারা অফিসার ভোটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিজেপির হয়ে।

আরও দীর্ঘ হবে তালিকা। বিরক্তিকর। এখানেই থেমে যাওয়া ভালো।

এসব লিখতে লিখতে সবিস্ময় ভাবতে হয়, সব জায়গাতেই মানুষের প্রতিক্রিয়া। কেমন নিস্পৃহ সবাই। এমনিতেই মানুষ খুব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে সর্বত্র। কোথাও নিজের ভাগ্যের সুতোয় টান পড়লে, নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে জ্বলে ওঠে। বাকি সময় চুপ করে থাকে। বাংলা এ জায়গায় বরং ব্যতিক্রম। আরজি করের দুর্ভাগা মেয়েটি আমাদের বিবেকবোধ কিছুটা হলেও জাগিয়েছে। রাস্তায় নেমেছে জনতা। বাকি রাজ্যগুলোতে কোনও প্রতিবাদের কাহিনী নেই। বাঙালি বলতে পারে, আমরা কিছুক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে জানি। অন্য রাজ্যে সেটাও তো হচ্ছে না।

গুজরাটে গত মার্চে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে নমাজ পড়ছিলেন কয়েকজন বিদেশি ছাত্র। তাঁদের ঘরে ঢুকে চার-পাঁচজন হিন্দু মৌলবাদী আক্রমণ করে। প্রচণ্ড মারধর করে। ঘর ভেঙে দেয়। কোনও কারণ ছাড়াই। এ নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদ দূরে থাক, অনেক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনও সে সব খেয়াল করেনি।

নিস্পৃহতাই আমাদের বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। কলকাতার প্রতিবাদ মিছিলগুলোতে রাজনীতির নোংরা জল ঢুকে সেটাকে তছনছ করে দিল বলে। কিন্তু এটা অন্তত বোঝানো গিয়েছে, শাসক, তোমার দুর্নীতির দিকে আমাদের চোখ রয়েছে। ভোটে কী হবে জানি না, তবে সব জানি। সেই প্রতিবাদের রেশ তো দেশের আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আর আমরা বাঙালিরাও কলকাতার বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারছি না। আমরা জেলায় বসে কলকাতাকে গালাগাল দেব, অথচ আমাদের সব ভাবনা চক্কর খাবে কলকাতাকে ঘিরে।

বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মালদার মানিকচক ও রতুয়া। মানিকচকের ভূতনির হিরানন্দপুরে ২৫ বছরের বিউটি মণ্ডল আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন। রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল তাঁর। বন্যার জল পেরিয়ে যেতে হবে ব্রিজে। প্রশাসনের তরফে নৌকোর ব্যবস্থা না থাকায় অপেক্ষা করতে হয় চার ঘণ্টা। রক্তশূন্যতার শিকার বিউটি বাঁচেননি। বাঁচেনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও।

তাঁর কথা ভেবে ক'টা প্রতিবাদ সভা হল মালদা শহরে? রাজ্য ও কেন্দ্রের কানে খবরটা পৌঁছোনো হল?

মুর্শিদাবাদের এক ঝাঁক পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিনা, তাঁদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করেছে ওড়িশার কিছু লোকজন। প্রাণ হাতে করে ফিরলেন তাঁরা। ওদিকে সমস্যায় পড়ল মুর্শিদাবাদের পুলিশ। ফরাক্কা অঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় চাকরি করেন ওড়িশার লোকজন। মুর্শিদাবাদের প্রচুর লোকে দাবি শুরু করল, ওই লোকগুলোকেও ওড়িশায় তাড়াতে হবে। পুলিশ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি শান্ত করল।

বহরমপুরে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মেটাতে ক'টা আলোচনা সভা হল? জানানো হল কেন্দ্র বা রাজ্যকে?

উত্তরবঙ্গে আরজি করের ঘটনার পরেই বেশ কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটল। উত্তরের কোন শহরে প্রতিবাদের মোমবাতির আলোয় উঠে এল সেইসব নির্যাতিতার জন্য প্রতিবাদ? আমরাই আবার বলব, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, অবহেলিত।

সব জায়গাতে ঘুরেফিরে আসবে একটি শব্দ। নিস্পৃহতা।

এই নিরাসক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও অবশ্য ভয়ে।

অসমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তবু তেমন হইচই হল না রাজ্যে। নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ব্যাপারটা স্রেফ চেপে দেওয়া হল। ঝাড়খণ্ডে এতজন স্রেফ কনস্টেবল হতে গিয়ে মারা গেলেন, সেটা নিয়েও যেন কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

অসমের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শুনলাম, সেখানে অনেকেই অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আর রাজি নন। কথা বলবেন। কিন্তু নাম ব্যবহার করতে চাইবেন না। গণধর্ষণ নিয়ে পর্যন্ত কথা বলায় আপত্তি।

কারণটা কী? শুনলে বোঝা যায়, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেই ভয়। হিমন্ত মোটামুটি যোগী আদিত্যনাথ বা অমিত শা'র মতো ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন। সমালোচনা শুনতে পছন্দ করেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ।

কেন্দ্রের দৌলতে অনেকরকম কাজ আসছে অসমে। প্রচুর টাকার কাজ। সবাই সে টাকার বখরা নিতে চান। বাংলায় কুড়ি বছর আগে যা হয়েছে, এখন তা শুরু হয়েছে অসমে। দাদাগিরি। ডিটেনশন ক্যাম্পে ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠানোর খবর চাপাই ছিল। অনেক কাগজ ছাপায়নি, টিভি দেখায়নি। এর পিছনে মধুভাণ্ডের বখরা নিয়ে টানাটানি। গুয়াহাটিতে প্রচুর লোকের হাতে হঠাৎই প্রচুর টাকা। কেউ আর সরকারকে চটাতে চায় না। বিরোধী নেতারাও।

বাংলার অনেক শহরে যা হয়ে থাকে। এই যে আরজি কর মেডিকেল কলেজ বা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এত দুর্নীতি নিয়ে খবর বেরোচ্ছে, অন্য মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি হয় না বিশ্বাস করতে হবে? সবাই কিন্তু চুপ। নিজের স্বার্থেই চুপ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পড়ুয়াদের এতদিনে ঘুম ভেঙেছে। এতদিনে প্রতিবাদী হয়েছেন। অথচ মালদা, রায়গঞ্জে আবার প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্তি। আবার কোন কলেজে কোন সকালে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে পড়ুয়ারা, কে জানে!

উদাসীনতা সরিয়ে রেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অঙ্কে রাজনীতি মিশে গেলে সবচেয়ে ভয়ংকর। তা টের পাওয়া যায় পাশের বাংলাদেশকে দেখে। যত দিন যাচ্ছে, তত বোঝা যাচ্ছে ইউনূসের নয়া দেশে ভয়ংকর হয়ে উঠছে জামায়াতে। আওয়ামি লিগহীন দেশে দু'নম্বর দল বিএনপিকেও আজ ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহরের বাইরের গ্রামগুলো মৌলবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে। হিন্দুদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, বলার কিছু নেই। পুলিশে অভিযোগ জানালে হিতে বিপরীত হবে। এবার দুর্গাপুজোর সংখ্যাও অনেক কমে যাচ্ছে, গ্রামে এতটাই ভয়ংকর ভয়। হাসিনার পতনে যাঁরা খুশি হয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে তাঁদের গলাতেই হতাশার সুর।

আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা অধিকাংশই বন্দি বা পলাতক। আওয়ামি সমর্থক বুঝলেই তাঁদের আক্রমণ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লাইন প্রশাসনের বিরুদ্ধে লেখা হলে মেরে ফেলা হচ্ছে। মারা গিয়েছেন অজস্র পুলিশ। অথচ হাসিনাকে যাঁরা আর্মির হেলিকপ্টারে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, সেই সেনার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। সেনাপ্রধান আবার হাসিনার আত্মীয়। এখন বাংলাদেশের অনেককে বলতে শুনছি, ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে জামায়াতের হাত ছিল। কুমিল্লা, রাজশাহি, নোয়াখালি, খুলনা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রভাব মারাত্মক তাদের। কিন্তু অবাধ নির্বাচন হলে জিতবে খালেদা জিয়ার বিএনপি--তাই তাদেরও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

আমেরিকার হস্তক্ষেপেই বাংলাদেশে এই অবস্থা এবং হিলারি ক্লিন্টন বান্ধব ইউনূস ক্ষমতায়-এমন বিশ্বাস বাংলাদেশে অনেকের। তাঁরা মনেপ্রাণে চাইছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়। কেননা কমলা হ্যারিসের ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ হবে না। ইউনূস নিজে হিলারি ক্লিন্টন সহ ডেমোক্র্যাটদের খুব ঘনিষ্ঠ। ট্রাম্প হয়তো জামায়াতেকে ক্ষমতাবান হতে দেবেন না।

এত অঙ্কের মধ্যে বাস্তব সত্য হল একটাই। বাংলাদেশে আর প্রতিবাদের জায়গা নেই। পাকিস্তানেও নেই। ভারতে যেটা এখনও রয়েছে। এবং সেই স্বাধীনতারই অপব্যবহারে নেমেছে কিছু সরকার। থাকছে পরাধীনতা জালও। উত্তরপ্রদেশে যোগী রাজ্যে নতুন বিল এনেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দেশবিরোধী' ও 'অশালীন' মন্তব্য করলেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারের প্রচার করতে পারলে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের দেওয়া হবে প্রচুর টাকা।

লিখেছিলাম না শুরুতেই, অস্থিরতার জলছবি।

আজ

১৯৩৪

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের দিনে।

১৯৯৯

আজকের দিনে আত্মহত্যা করেছিলেন বিখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমাদের কারও দাবি করা উচিত নয় যে, আমরা ঈশ্বর হয়ে গিয়েছি। কাজের মাধ্যমেই লোকে একটা সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছোয়। তবে আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি কি না, সেটা ঠিক করবে অন্যরা। আমি নই।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

আমির খান-মাধুরী দীক্ষিতের সুপারহিট 'দিল' ছবির কিছু অংশ হয়েছিল যে বাড়িতে, সেই বাড়ি পরে কিনে নেন শাহরুখ খান। এখন সেটাই মান্নত। অনুপম খের সেই ছবির কিছু অংশ পোস্ট করেছেন, যা এখন ভাইরাল।

ভাইরাল/২

একটি বিশাল কুমির হাঁ করে এগিয়ে আসছে ছোট পুকুরের মধ্যে। বিশিষ্ট ওয়াইল্ডলাইফ বায়োলজিস্ট ক্রিস্টোফার জিলেট তাকে খালি হাতে মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন। ভিডিও দেখে শিহরিত নেটিজেনরা।

উত্তরের পাঁচালি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

পাকিস্তানি সেনারা বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় শেলিং করেছিল। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে (রথতলা) এমনই একটি শেলের অংশ আজও মাটির নীচে গেঁথে রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আঁকড়ে। শেলটির পাশ দিয়ে নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। সেটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী তা অনেকেরই জানা নেই। সালটা ১৯৭১। পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের আবহে তোলপাড়। সাহায্যে ভারতীয় সেনা। তারা বালুরঘাটের একাধিক জায়গায় বেস ক্যাম্প তৈরি করেছিল। সেগুলি লক্ষ করে পাকিস্তানি সেনারা বোমা ছোড়ার পাশাপাশি সমানে শেলিং চালায়। হিলি সহ বালুরঘাটের কাঁঠালপাড়া, সাহেব কাছারি সহ বিভিন্ন এলাকায় শেল পড়েছিল। বহু মানুষ তাতে প্রাণ হারান। বালুরঘাটের সকলের বাড়িতেই তখন বাংকার তৈরি হয়েছিল। সাইরেন বাজলেই সবাই সেই বাংকারে ঢুকে পড়তেন। ইতিহাস গবেষক সমিত ঘোষ জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা শুধু পাকিস্তানি বেস ক্যাম্পে শেলিং করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা বেস ক্যাম্পের পাশাপাশি জনবসতিতেও শেল ফেলেছিল। এলাকার বিশিষ্ট মানুষ তুলসী বক্সির সহোদর ক্ষুদিরাম মোড় এলাকায় শেলিংয়েই মারা গিয়েছিলেন। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে মাটিতে গেঁথে থাকা শেলটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করলে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে সমিতদের মতো অনেকেরই দাবি।

–পঙ্কজ মহন্ত

অবহেলায়।। বালুরঘাট শহরের রথতলায় পাকিস্তানি শেল।

সম্প্রীতির ধারকবাহক

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার পূর্বদিকে জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার। ২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন আইন অনুসারে ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পুরাকীর্তি ও প্রত্ন এলাকা ঘোষিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে। মাজারটি চাকচিক্যময় অবস্থায় থাকলেও পাশের পিরপুকুরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। বিদ্রোহী ফকিরদের অন্যতম নেতা হিসেবে পির বুরহান সঈদ রায়গঞ্জে পরিচিতিলাভ করেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত রায়গঞ্জের পিরপুকুর পাড়ের মাজার আজও সম্প্রীতির ধারকবাহক হয়ে অবস্থান করছে। এই মাজারটি কবে তৈরি হয়েছিল বা এটির ইতিহাসের বিষয়ে সেভাবে জানা যায় না। তবে দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত এখানে প্রতি বছর বড় করে পিরের মেলা বসত বলে স্থানীয়রা জানান। শিক্ষাবিদ শুভব্রত লাহিড়ির দাবি, 'হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত রায়গঞ্জে পিরপুকুর পাড়ে থাকা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রতীক এই পির বুরহান ফকিরের মাজারটির যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' একই দাবিতে সমসুর অনেকেই।

-সুকুমার বাড়ই

উজ্জ্বল।। রায়গঞ্জে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার।

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সুখটানের রূপকথায় চাপা যন্ত্রণার সমুদ্র

মুর্শিদাবাদের প্রচুর গ্রামে নারী স্বাধীনতার এক অন্য স্বাদ এনে দেয় বিড়ি বাঁধার কাজ। অনেক যন্ত্রণার মাঝেও তাই কাজ চলে।

শিমূল সরকার

ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। চরাচর দুধের চাদরে ঢাকা। স্কুল থেকে ফেরার পথে কেন রোজ বৃষ্টি নামে? আমিনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কেউ ছিল না। মুর্শিদবাদের ছাবঘাটির ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বৃষ্টি নামলেই তার ও মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। মায়ে-বেটিতে বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়। তাদের দু'কুলে কেউ দেখার নেই।

একজন নয়, এমন হাজারো আমিনা মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জ, জঙ্গিপুরে বাস করেন। তাদের মুখে ভাত ওঠে বিড়ি বেঁধে। কেউ বিড়ি বাঁধার প্রথাগত শিক্ষা দেয়নি। পেটের টানে পাশের বাড়ির ফুফা, খালা, দাদিদের কাছে শিখে নেয়। বসে টুকটুক করে হাত চলতে থাকে, কোলের কুলোতে আছে তাদের আশা।

এই বিড়ি বড় বিতর্কিত। বিড়ি থেকে দূষণ। বিড়ির জন্য তামাকঘটিত একাধিক রোগের কথা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এলাকাতেও এক সময়ে, এই বিড়ি বাঁধলে বুকে ক্ষয়রোগ হয়, এমন কথাও উঠেছিল। সেই বিড়ি শ্রমিকদের চাপে এক সময়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে হাসপাতালও হয়েছিল। আজ সেই হাসপাতাল উঠে যাবার মুখে।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি উৎপাদনের জন্য খ্যাত। অথচ এই জেলাতে না বিড়ি পাতার চাষ হয়, না তামাকের চাষ। এই বিড়ি স্থানীয় অর্থনীতিতে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নজরে না পড়লেও আমিনারা হাতেনাতে নিত্যদিন অনুভব করে। মজার কথা, বাংলাতে শহর বা গ্রামীণ নাগরিকরা বহুদিন বিড়িকে দুর ছাই করে বিলাতি সিগারেটের ধোঁয়াতে নেশার মৌতাত নিয়েছেন।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে ট্রাকের লম্বা সারি জানান দেয়, বিড়ি ভারতের অন্য প্রদেশে পাড়ি দেয়। সেই বিড়ি আকারে বড়। কান পাতলে শোনা যায়, চলে হিন্দি বলয়ে। কারণ বাঙালির পছন্দ ছোট বিড়ি! বাংলাদেশে কাগজে মোড়া বিড়িও চলত।

তবে ছোট লাল বা সবুজ সুতোর বিড়ি বাংলাতে আজও মাঠে-ঘাটে খাটা নাগরিকদের বড় শখের। সেই বিড়ি তৈরি হয় ছোট কারখানায়। এক সময় দিওয়ার সিনেমায় অমিতাভ বা কালাপাত্থরে শত্রুঘ্ন সিনহাকেও দেখেছে সারা ভারত বিড়ি মুখে। সুখটান দিলে মনে শান্তি!

আমিনারা অতশত জানে না। জানে বৃষ্টিতে স্কুলে আটকে থাকলে আগামীকাল সকালে মুন্সি এলে বিড়ি দিতে পারবে না। বরং মিইয়ে গেলে টাকা কাটা যাবে। তার পড়ার সময়ের বাইরে এটাই বিড়ি বাঁধার একমাত্র স্লট।

হাজার বিড়ির মশলা ও পাতা নিয়ে আসতে হয়। কোলে করে দু'হাতে ধরে পরম যত্নে নিয়ে আসা। বিপদ হচ্ছে ভিজে গেলে বা স্যাঁতসেঁতে হলে। কেউ কেউ নিজেদের জন্য খানিকটা মশলা ও পাতা বের করে রাখেন ওই হাজার বিড়ি বাঁধার পরেও।

এতে মহিলাদের কী উপকার হল? এখনও বুঝলেন না? পুরুষেরা রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে যান। রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজের মারাত্মক চাহিদা ভারতজুড়ে। বাড়িতে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বিড়ি বেঁধে। হাজারে একশো পঁচাত্তর টাকা, শহরে কিছু না হলেও দু'দিনে এক হাজার বাঁধলেও দিব্যি সংসার চলে যায়। বহু মেয়ে লেখাপড়ার খরচ এভাবেই তুলে নেয়। গহনাপটিতে শুনলাম আরেক উপাখ্যান। এই বিড়ি বাঁধার রোজে, কিস্তিতে বিয়ের গহনা গড়িয়ে নেয় মেয়েরা। স্বামী ছেড়ে দিলেও কিছু যায় আসে না। দু'হাতে বিড়ির পাতা ধরা থাকলেই হল।

নারী স্বাধীনতায় বিড়ির অবদান এক আষাঢ়ে গল্প নয়, এক কঠিন বাস্তব। এই এলাকায় নারীশিক্ষায় বড় অবদান বিড়ির আয়। তামাকের খারাপ প্রভাবের মাঝে নারী স্বাবলম্বীদের জন্য এক উপায় সেই তামাক।

(লেখক পুলিশ অফিসার। প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। পিরের পুত্র ৩। দেনাদার, জলাশয়, খাত, পরিখা ৫। পায়ে চুমু খেয়ে ও হাত দিয়ে প্রণাম করা ৭। আদরের সঙ্গে আহ্বান ৯। অদ্ভুত, অপূর্ব, আশ্চর্য ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। কপিল রংয়ের গাই, কামধেনু ১৫। পাতাল।

উপর-নীচ : ১। বাবার বোন, পিসি ২। অহংকার বা দেমাকে যার মাটিতে পা পড়ে না ৩। যে খেদমত বা সেবা করে, ভৃত্য, সহচর ৪। কলস,গাগরি, ছোট কলস ৬। দুর্গের প্রাচীর, চূড়ার মতো উঁচুঘর, গম্বুজ ৮। ভিড়,পাল, দল ১০। অনর্গল অর্থহীন কথাবলা, বাচালতা ১১। লিপিকর,চিত্রকর ১২। গোরুর ঘর, গোয়াল ১৩। নারী,পত্নী, স্ত্রী।

সমাধান ■ ৩৯৩১

পাশাপাশি : ১। জম্বুক ৩। দাপ ৫। দানা ৬। দশক ৮। দস্তুর ১০। বচসা ১২। ফারসি ১৪। নব ১৫। মউ ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। জনপদ ২। কদাচার ৪। পট্টিশ ৭। করী ৯। দফা ১০। বনিবনা ১১। সাধুবাদ ১৩। রক্তিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শাশুড়ি খুন, পলাতক জামাই

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৬ সেপ্টেম্বর : শাশুড়িকে দা দিয়ে কুপিয়ে খুনের পর পালিয়েছে জামাই। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের আনন্দপুর চা বাগানের বড়বাসা লাইনে ঘটেছে। স্থানীয়দের অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় শাশুড়ির সঙ্গে বচসার জেরেই এই খুন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নীলেশ শ্রীকান্ত গায়কোয়াড় জানিয়েছেন, দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীর খোঁজ চলছে। মৃত পুতলি ওরাওঁ আনন্দপুর চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বানারহাট ধুলাবাড়ির যুবক সুরজ সিংয়ের সঙ্গে আনন্দপুরের বাসিন্দা পুতলি ওরাওঁয়ের মেয়ে সোহাগি ওরাওঁয়ের বছর সাতেক আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে সুরজ শ্বশুরবাড়িতে থাকত। তাঁদের চার ও দুই বছর বয়সি দুই সন্তান রয়েছে। দুই সপ্তাহ আগে সোহাগি স্বামী ও মায়ের কাছে সন্তানদের রেখে ভিনরাজ্যে কাজে যান। অভিযুক্ত সুরজ কোনও কাজকর্ম করত না। সারাদিন নেশা করত। বিয়ের পর থেকে প্রায়দিনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রী ও শাশুড়ির সঙ্গে সুরজের মতবিরোধ হত। স্ত্রী কাজের জন্য বাইরে চলে যাওয়ার পরে সেই মতবিরোধ মাঝেমধ্যেই চরম আকার নিত।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার নেশা করে অনেকটা রাতে বাড়ি ফিরে শাশুড়ির সঙ্গে বচসা শুরু হয় সুরজের। বচসা ক্রমে চরম আকার নেয়। বচসার মাঝেই সুরজ শাশুড়িকে সামনে থাকা দা দিয়ে কোপ মারে। ওই রাতে পুতলির চিৎকারে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। তাঁরা এসে পুতলিকে ঘরে রক্তাক্ত ও মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। বিপদ বুঝে ততক্ষণে অভিযুক্ত সুরজ গা-ঢাকা দেয়। খবর পেয়ে আসে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। তারাই মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঘটনাক্রম

- অভিযুক্ত সুরজ কোনও কাজ করত না
- প্রায়দিনই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শাশুড়ির সঙ্গে সুরজের মতবিরোধ হত
- বৃহস্পতিবারও শাশুড়ির সঙ্গে বচসা হয় সুরজের
- বচসার মাঝেই সুরজ শাশুড়িকে কোপ মারে

শুনসান পুতলি ওরাওঁয়ের বাড়ি। শুক্রবার আনন্দপুর চা বাগানে।

প্রতিবেশী অমিত ওরাওঁ, চামেলি ওরাওঁদের কথায়, পুতলি খুবই মিশুকে ও হাসিখুশি ছিলেন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন। প্রতিবেশীর এই ধরনের পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। প্রশাসনের কাছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিয়েছেন মেয়ে সোহাগি।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পরিশ্রম চিকবড়াইকের বক্তব্য, নেশার জন্য এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ বাড়ছে। নেশার কারণে বাগানের অসংখ্য পরিবারে নিত্য অশান্তির ঘটনা ঘটছে। প্রশাসনের কাছে নেশা জাতীয় দ্রব্য বন্ধ করতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

শরতের আকাশে কাশের দোলা। শুক্রবার ময়নাগুড়িতে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

প্রশাসনের দ্বারস্থ জলপাইগুড়ি মেডিকেল

বেদখল সম্পত্তি ফিরে পেতে তৎপরতা

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : মেডিকেল কলেজের বেদখল হয়ে থাকা কিছু সম্পত্তি ফিরে পেতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হল কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার জেলা শাসকের দপ্তরে এক বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান।

মেডিকেল কলেজ সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন সময়ে কিছু সম্পত্তি চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। যার মধ্যে রয়েছে একটি রাত্রিনিবাস, শৌচালয়, ফোটোকপির দোকান এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম। যাঁরা এগুলো চালাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে তৎকালীন সময় জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কী চুক্তি হয়েছিল তার কোনও নথি বর্তমানে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। এমনকি এঁদের থেকে মেডিকেল কলেজ কোনও ভাড়া পায় না। মেডিকেল কলেজ তৈরি হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের তরফে এঁদের একাধিকবার নোটিশ করা হয়েছে। কিন্তু নোটিশ পাওয়ার পরেও কারও কোনও হেলদোল নেই। এইসব জায়গার মালিকানা ফিরে পেতে এবার জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

সমস্যা কোথায়

- জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন সময়ে কিছু সম্পত্তি চুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল
- এরমধ্যে রয়েছে রাত্রিনিবাস, শৌচালয়, ফোটোকপির দোকান এবং এটিএম
- এঁদের সঙ্গে চুক্তির কোনও নথি বর্তমান মেডিকেল কলেজের কাছে নেই
- এমনকি এঁদের থেকে মেডিকেল কলেজ ভাড়াও পায় না
- এঁদের একাধিকবার নোটিশ করা হলেও কোনও হেলদোল নেই

এমএসভিপির কথায়, 'আমি এদিনের বৈঠকে কলেজের বেদখল হয়ে থাকা সম্পত্তিগুলোর কথা জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি। খুব শীঘ্রই এই জায়গাগুলো নিজেদের দখলে নিতে আমরা জেলা প্রশাসন, পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালাব।'

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লাড ব্যাংকের পাশে একটি দোতলা রাত্রিনিবাস রয়েছে। জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন এই রাত্রিনিবাসটি কলকাতার একটি সংস্থা চালানোর জন্য দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছিল তার কোনও নথি বর্তমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। ফলে ওই রাত্রিনিবাস থেকে আয় হওয়া কোনও অর্থই মেডিকেল কলেজের ঘরে জমা পড়ছে না। একইভাবে মেডিকেল কলেজের জমিতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম রয়েছে। জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, যার নথিও মেডিকেল কলেজে কর্তৃপক্ষের হাতে নেই।

সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংককে একাধিকবার বিষয়টি লিখিত আকারে জানানোর পরেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। একইরকমভাবে মেডিকেল কলেজের পরিত্যক্ত একটি ঘরে জেলা হাসপাতাল থাকাকালীন সময় থেকে এক ব্যক্তি ফোটোকপির ব্যবসা করে আসছেন। তিনিও কোনও ভাড়া মেডিকেল কলেজকে দেন না।

ডামডিমে সচেতনতা শিবির

ডামডিম, ৬ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়া সচেতনতায় ডামডিম গজেন্দ্র বিদ্যামন্দির উচ্চবিদ্যালয়ে শুক্রবার এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বেসরকারি সংস্থা স্নেহ ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে শিবিরে চা বলয়ে বাল্যবিবাহ রোধ, অসুরক্ষিত গর্ভধারণ বন্ধ, সামাজিক অপরাধ সহ সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়। ফাউন্ডেশনের প্রধান অভিষেক ঘোষ বলেন, 'বর্তমানে অনলাইন প্রতারণা বেড়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারে যৌনতার হাতছানি রয়েছে। প্রতারণার ফাঁদে পড়ে অনেকের অ্যাকাউন্ট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এসব নিয়েই এদিন শিবিরে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া মানব, শিশু পাচার রোধ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, পকসো আইন, অপরাধ মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়। শিবিরে ভালো সাড়া মিলেছে।' এদিন পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা শিবিরে অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎস কর জানান, এমন শিবির পড়ুয়াদের জন্য খুবই উপযোগী। পড়ুয়া মৃণালী পাল, আরিফ হোসেনদের দাবি, শিবিরের মাধ্যমে তারা অনেকটাই সচেতন হতে পেরেছে।

দুর্ঘটনায় আহত

রাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক তরুণ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজগঞ্জ ব্লকের ৩১ ডি জাতীয় সড়কের জটিয়াকালী মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আহতের নাম মমিরুল হক। তাঁর বাড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাদলাগছ এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে মমিরুল ভুটকিহাট থেকে ফুলবাড়ি যাচ্ছিলেন। জটিয়াকালীতে খারাপ রাস্তার কারণে একটি মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন মমিরুল। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই আসে ফুলবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ।

কমিটি গঠন

বানারহাট, ৬ সেপ্টেম্বর : বানারহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে বানারহাটের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো ও মেলা আয়োজিত হয়। এদিন সন্ধ্যায় বানারহাট বলকা পরিমল হিন্দি হাইস্কুলের সভাকক্ষে নতুন কমিটি গঠিত হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে মানস দত্ত, নয়ন দত্ত ও অজয় পালকে নির্বাচন করা হল।

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের নয়া ভবন পড়েই

৬ মাসেও চালু হল না পরিষেবা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : ছয় মাস হয়ে গিয়েছে উদ্বোধনের। এখনও ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের ১০০ শয্যার চারতলা ভবনে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হল না। পরিষেবা কবে চালু হবে, সেটাও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না কেউই। বাধ্য হয়ে কয়েক দশকের পুরোনো বেহাল পরিকাঠামোর কাঠ ও টিনের তৈরি ঘরের মধ্যে থাকতে হচ্ছে রোগীদের। রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে নতুন ভবনটি চালুর দাবি উঠেছে। ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় মানিক বর্মনের অভিযোগ, 'রোগীদের থাকার জায়গাটা একেবারে খোলামেলা নয়। নতুন ভবনটি দ্রুত চালু হওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

'উদাসীনতা'র দায়

- এবছর ১৩ মার্চ ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে থাকা ১০০ শয্যার অতিরিক্ত ভবনটি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী
- ছয় মাস কেটে যাওয়ার পরেও নতুন ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় এখনও পরিষেবা চালু হয়নি
- কেন চালু হয়নি, কবে পরিষেবা চালু হবে, স্পষ্টভাবে জানা যায়নি

করোনার মোকাবিলায় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি ময়নাগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে একশো বেডের একটি কোভিড হাসপাতালের চারতলা ভবন তৈরি শুরু হয়। ভবনটি উদ্বোধনের আগে কোভিড হাসপাতালের নাম বদলে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় 'ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল'। চলতি বছরের ১৩ মার্চ হাসপাতালের সেই চারতলা ভবনটির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন ভবনের একতলায় বহির্বিভাগ, দোতলায় মহিলা ওয়ার্ড, তিনতলায় পুরুষ ওয়ার্ড এবং চারতলায় আইসিইউ চালুর কথা ছিল।

কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে ছ'টা মাস। এখনও সেই হাসপাতালে হাসপাতালের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট পরিষেবা চালু হল না। নতুন ভবনটিতে চিকিৎসা পরিষেবা চালু হলে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে মোট ১৬০টি শয্যা থাকত। আরও বেশি রোগী চিকিৎসা পেতেন এখান থেকে। তবে সেরকমটা হল না।

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের টিন ও কাঠের এই ঘরেই রোগীরা থাকেন।

১০০ শয্যার চারতলা ভবনের উদ্বোধন হলেও পরিষেবা চালু হয়নি।

ময়নাগুড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বর জানান, নতুন ভবন চালুর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ হবে। সেইসঙ্গে আরও কয়েকটি যন্ত্রপাতি আসার কথা। তাঁর কথায়, 'নতুন ভবনে কিছু কাজ বাকি আছে। কাজ হয়ে যাওয়ার পরেই ভবনটিতে পরিষেবা চালু হবে।' কবে নাগাদ ভবনটিতে পরিষেবা চালু হতে পারে? বলতে পারলেন না খোদ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। কেন এতদিনেও বাকি কাজ শেষ হল না? সেটারও উত্তর দিতে পারলেন না কেউ।

বর্তমানে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ৬০ শয্যার পরিষেবা চালু আছে। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ, রোগী দেখার ঘর এবং রোগীদের রাখার ঘরগুলি, দীর্ঘদিনের পুরোনো। কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরি ঘরগুলিতে সম্প্রতি নতুন টিন লাগানো হয়েছে। কিন্তু এখনও ইমার্জেন্সি সহ হাসপাতালের বেশ কয়েকটি ঘরে বৃষ্টির জল পড়ে বলে অভিযোগ। নতুন ভবনটির উদ্বোধনের সময় রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়পরিজনরা ভেবেছিলেন, এবার এই ভোগান্তির থেকে রেহাই মিলবে। কিন্তু রেহাই মিলল না। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত এ বিষয়ে প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

জমির নকশা পেশ

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : সীমান্ত নাগরিক সমিতি শুক্রবার ১৯১০ সালের জমির নকশা পেশ করে জমি জরিপের কাজের দাবি জানাল জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের কাছে।

এদিন দক্ষিণ বেরুবাড়ি থেকে সারদাপ্রসাদ দাস, জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায়, হরিশ্চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সহকারী ভূমি ও ভূমি রাজস্ব জেলা আধিকারিকের কাছে চিলাহাটি এক নম্বর ও দুই নম্বর সিট, বড় শশী, নাউতারি-দেবোত্তরের এক নম্বর এবং দুই নম্বর সিটের পাশাপাশি কাজলদিঘি-পরাণী গ্রামের চার নম্বর সিটের নকশা দেয়।

নকশা দেওয়ার পর প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, 'জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক আশ্বাস দিয়েছেন, বিষয়টি রাজ্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে জানানো হবে।' দ্রুত জমি জরিপের কাজ করার ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্টই আশাবাদী। এদিকে, নগর বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের সিঙ্গিমারি ও ক্ষুদিপাড়ার পাশাপাশি দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের নবাবগঞ্জের নকশা এখনও পাওয়া যায়নি। এইসব গ্রামের নকশা দ্রুত সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক, সীমান্ত নাগরিক সমিতির প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ করেছেন।

মৃত হোমগার্ড

রাজগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মী জামাদারগছ এলাকায় এক হোমগার্ডের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম জয়কুমার রায় (৫০)। অন্যান্য দিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে ঘুম ভাঙলে স্ত্রী জয়কে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। জয়ের স্ত্রী রজোদিনী জানিয়েছেন, তাঁদের পারিবারিক কোনও অশান্তি ছিল না। মৃত্যুর কারণ রজোদিনীর কাছেও স্পষ্ট নয়। জয় প্রাক্তন কেএলও ছিলেন। বছর আগে জয় হোমগার্ডের চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি শিলিগুড়ির জজ কোর্টে কর্মরত ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও দুই ছেলে রয়েছে।

জাওয়া রোপণ দিয়ে শুরু করম আবাহন

নাগরাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্সজুড়ে করমপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। শুক্রবার জাওয়া রোপণের মধ্য দিয়ে করম আবাহন শুরু হয়। জাওয়ার অর্থ শস্য রোপণ করা। নদীর ধারে বা নরম মাটিতে পুঁতে রাখা ওই শস্য অঙ্কুরিত হলে তা করম রাজার প্রতি নিবেদন করা হবে। প্রকৃতির উপাসক আদিবাসী সমাজ জানাচ্ছে, পুজোর নয়দিন আগে জাওয়া রোপণ শুরু হয়। এবার ১৪ সেপ্টেম্বর পুজো হবে। সেদিন ভাদ্র মাসের একাদশী তিথি। সেই হিসেবে শুক্রবার থেকে জাওয়া রোপণ করা হয়েছে। এদিন ধামসা-মাদল নিয়ে আদিবাসী সমাজ জাওয়া রোপণে মেতে ওঠে। করম গবেষক ও অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের অন্যতম নেতা তেজকুমার টোপ্পো বলেন, নয় ধরনের শস্য দিয়ে জাওয়া তৈরি হয়। ওই জাওয়া আবার দু'ধরনের। একটি ওহম জাওয়া। সেটা পুজোয় লাগে। আরেকটি সিঙ্গার জাওয়া। এটি রোপণের বাঁধাধরা কোনও সময় নেই। সিঙ্গার জাওয়া পুজোর সময় আদিবাসীরা সাজগোজের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেন। ওহম জাওয়ার ক্ষেত্রে নয় দিন সময়ের অর্থ, মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে নয় মাস সময় লাগে। ওই সময়ের মধ্যে জন্ম নেওয়া শিশু বলিষ্ঠ, সুস্থ ও সবল থাকে। বিজ্ঞানের সঙ্গে এভাবে প্রকৃতিকে মিশিয়ে দেওয়া আদিবাসীদের উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এদিন নাগরাকাটার সুলকাপাড়ার নয়া লাইনে জাওয়া রোপণকে ঘিরে উৎসবের মেজাজ ছিল। সেখানে সুখানি নদীর ধারে গিয়ে জাওয়া রোপণ করা হয়। কৃষ্ণা ওরাওঁ নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'করমপুজো মানে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস। প্রকৃতি দেবতার কাছে শস্যশ্যামলা পৃথিবীর আর্জি জানানোর লোকাচার।'

ছাত্রীদের নিয়ে বিজয়িনী কর্মসূচি

মেটেলি, ৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং মেটেলি থানার সহযোগিতায় শুক্রবার মেটেলি রাষ্ট্রভাষা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে দু'দিনব্যাপী বিজয়িনী কর্মসূচির সূচনা হল। কর্মসূচিতে ছিলেন সমাজকর্মী মেনুকা সাহা প্রধান, অর্জুন রাই সহ মেটেলি থানার পুলিশকর্মী ও অন্যরা। প্রধানত ছাত্রীরা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে কী করবে তাই নিয়ে এদিনের কর্মসূচিতে আলোচনা হয়। পড়ুয়াদের ক্যারাটের বিভিন্ন প্রাথমিক কৌশল শেখান ক্যারাটে শিক্ষক অর্জুন রাই। ইভটিজিং, নারী পাচার প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীদের সচেতন করেন সমাজকর্মী মেনুকা সাহা প্রধান। পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে ছাত্রীরা।

বিপজ্জনক বাঁকে যাত্রী ওঠানামা

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : বাস টার্মিনাস কিংবা যাত্রী প্রতীক্ষালয় কিছুই নেই গয়েরকাটা চৌপথি এলাকায়। রোদ, ঝড়-জল উপেক্ষা করে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই বাসের জন্য অপেক্ষা করেন যাত্রীরা। তবে সেটাকে একবারের জন্য মেনে নিলেও যাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকির আশঙ্কা কোনওভাবেই এড়ানো যায় না। বানারহাট থানার এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর ওপর বিপজ্জনক বাঁকে বাস থামিয়ে যাত্রী তোলা হয়। ওই রাস্তা দিয়ে দূরপাল্লার ট্রাকগুলিও যাতায়াত করে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাবাসী বাস টার্মিনাসের দাবি তুলেছেন। তাঁদের কথায়, এলাকায় বাস টার্মিনাস গড়ে তুললে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে এলাকাবাসীরা নির্দিষ্ট গন্তব্যের জন্য বাস ধরতে পারবেন। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা। এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮-এর প্রকল্প আধিকারিক জিতেন্দ্রকুমার প্যাটেল বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

দুর্ঘটনার আশঙ্কা গয়েরকাটায়

এভাবেই এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বাস দাঁড় করিয়ে তোলা হয় যাত্রী।

এদিকে, কয়েকদিন আগে সেখানে ধূপগুড়ি যাওয়ার রাস্তায় বানারহাট ট্রাফিক পুলিশের তরফে 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগিয়ে বাসগুলিকে দূরে দাঁড় করানো হলেও এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা যে কতটা কমবে তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

গয়েরকাটার ওপর দিয়ে যাওয়া এশিয়ান হাইওয়ে সবসময়ই দুর্ঘটনাপ্রবণ। বিশেষ করে চৌপথি এলাকায় প্রায়দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি ওই এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় এক তরুণ জখম হন। গত বছর ডাম্পারের ধাক্কায় এক ছাত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। তার ওপর এভাবে সংকীর্ণ বাঁকে বাসে যাত্রী তোলায় সবাই আতঙ্কে। গয়েরকাটা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের সহ সম্পাদক মনোরঞ্জন টোপ্পোর কথায়, 'গয়েরকাটা চৌপথির খুব কাছেই সরকারি জমি রয়েছে। যেখানে বাস টার্মিনাস তৈরি করা যেতে পারে। বাস টার্মিনাস তৈরি হলে একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে। এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। পাশাপাশি যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকাতেও যাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। সেই বিষয়েও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।' বানারহাট ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সেখানে দুর্ঘটনার মূল কারণ সংকীর্ণ রাস্তা। তবু গয়েরকাটা চৌপথি এলাকায় দুর্ঘটনা রোধের জন্য পুলিশের তরফে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবাশিস সরকার বলেন, 'এভাবে আর কতদিন চলবে। এতে আমাদের প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা উচিত।'

রংদার

অগ্নীশ্বর

সাদা অ্যাপ্রন পরা ওই মানুষগুলো অনেকের কাছেই ভগবান। বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' ও তারাশঙ্করের 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসে তাঁরা অমর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তাঁরাই বঙ্গ সমাজে প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁদের কথা। কলম ধরলেন চার বিশিষ্ট চিকিৎসক।

প্রচ্ছদ কাহিনী : শেখর চক্রবর্তী, অমিতাভ চন্দ, সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থসারথি ভট্টাচার্য

গল্প : যশোধরা রায়চৌধুরী

নিবন্ধ/১ : প্রয়াত সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তীকে নিয়ে শোভন তরফদার

নিবন্ধ/২ : প্রয়াত পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানিস্ট প্রতাপ রায়কে নিয়ে শান্তনু বসু

কবিতা : কৌশিকরঞ্জন খাঁ, উত্তম চৌধুরী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, অমিতাভ সরকার, সুজাতা চৌধুরী, ঝুটন দত্ত ও গৌতম বাড়ই

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

১৯১২। নিউ ইয়র্ক সিটির ফিফথ অ্যাভিনিউ। ভোটাধিকারের দাবিতে নারীদের মিছিল চলেছিল এগিয়ে। সেই সময় এলিজাবেথ আর্ডেন নামের এক প্রসাধনী বিশেষজ্ঞ লাল লিপস্টিককে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। আর্ডেন নারীদের সমর্থনে তাঁর নিজস্ব সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী নারীদের ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দেন। উপহার দেন লাল লিপস্টিক। তাঁর তৈরি 'রেড ডোর রেড' লিপস্টিকটি পরবর্তীকালে নারীদের জন্য আশা, শক্তি, ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে মার্কিন নারীরা অর্জন করেছিলেন তাঁদের ভোটাধিকার।

লাল লিপস্টিক

'আমার প্রতিবাদের ভাষা'

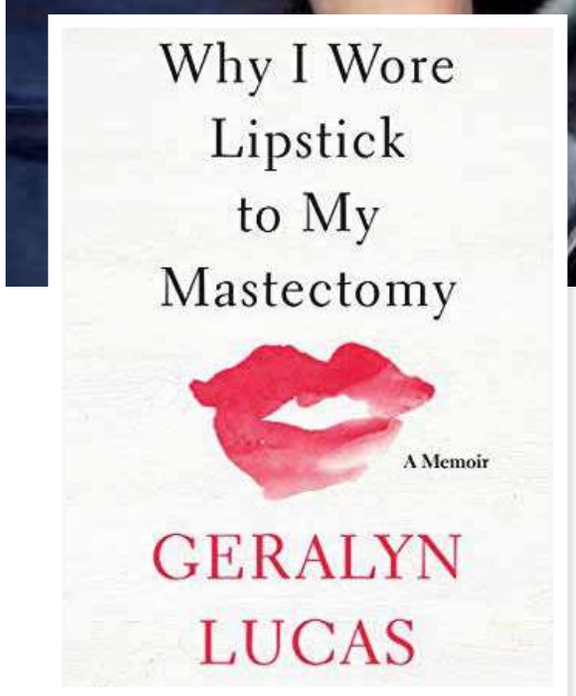

২০০৫। ক্যানসারজয়ী নারী পরিচালক জেরালিন লুকাস। তিনি তাঁর 'হোয়াই আই ওর লিপস্টিক টু মাই ম্যাসেকটমি' বইতে লাল লিপস্টিককে সাহসী নারীদের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বর্তমানে লাল লিপস্টিক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন ২০১৫ সালে মেসিডোনিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে এবং ২০১৮ সালে নিকারাগুয়ায় গ্রেপ্তারদের মুক্তির দাবিতে লাল লিপস্টিক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ভাষা।

মার্কিন নারীবাদী ব্লগার কেটি ভেলভেট। তিনি বলেন, লাল লিপস্টিক মাখলেই আমি সেইসব নারীদের কথা মনে করি, যারা একদিন ফিফথ এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকারের দাবি করেছিলেন। যাঁরা কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও লাল লিপস্টিক নারীদের স্বদেশপ্রেম এবং মনোবল জাগিয়ে তোলার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। লাল লিপস্টিককে ঘৃণা করতেন হিটলার। তাই মিত্রবাহিনীর দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লাল লিপস্টিক অন্যতম প্রতীক।

নারী। নাড়ির বন্ধনের মতো বিভিন্ন প্রসাধনী। প্রিয় প্রসাধনীগুলোর মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম। সৌন্দর্য-চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নানা প্রসাধনী আসা-যাওয়ার পরও লিপস্টিক তার স্বকীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। এর মধ্যে লাল লিপস্টিক নারীদের কাছে বিশেষ প্রিয়। ইতিহাসেও দেখা যায় লাল লিপস্টিকের বিশেষ গুরুত্ব। যেমন, প্রাচীন মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা লাল রঙে তাঁর ঠোঁট সাজাতেন।

২০১৯। দেশটার নাম চিলি। যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে নারীরা নেমেছিলেন রাস্তায়। তাঁদের ঠোঁটে ছিল লাল লিপস্টিক। হ্যাঁ, এভাবেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তাঁরা। রাচেল ফেল্ডার তাঁর বই 'রেড লিপস্টিক: অ্যান অডি টু আ বিউটি আইকন'-এ বলেন, লাল লিপস্টিক শুধু আত্মবিশ্বাসই বাড়ায় না, এটি একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক অস্ত্রও। 'দ্য লিপস্টিক এফেক্ট' নামে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বও আছে, যা মনকে জাগিয়ে তুলতে লিপস্টিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। যেমন, ২০০১ সালে নাইন-ইলেভেন হামলার পর আমেরিকায় লিপস্টিকের বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল।

নারীদের রাগ সামলাবে এআই

'রেগে আগুন তেলে বেগুন'। মাঝে মাঝে হয়তো তেড়েও আসেন। সত্যিই তাই। বউ কিংবা প্রেমিকা রেগে গেলেই বিপত্তি। তবে এই সঙ্গিনীদের সামলাতে 'অ্যাংরি জিএফ' নামে একটি এআই চ্যাটবট এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। আধুনিক যুগের সমস্যা সামলাতে হবে আধুনিক কায়দায়। একেবারে আধুনিক এআইভিত্তিক সমাধান। আসলে, এটি একটি মোবাইল অ্যাপ।

নারীর রাগ বা অভিমান হলে পুরুষ সঙ্গীরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না তাঁর রাগের কারণ। এরপর তাঁর ঠিক কী করা উচিত। নারীর রাগ আর অভিমান সামলানোর মতো প্রশিক্ষণ লাভ, সেও তো দুর্লভ। তাই এই অ্যাপটি আপনার কাজে এলেও আসতে পারে। এই চ্যাটবটের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলুন। রেগে থাকা সঙ্গিনীকে সামাল দেওয়ার বিষয়ে ট্রেনিং ও পরামর্শ পাবেন।

রিলেশনশিপ অ্যাসিস্ট্যান্ট

চ্যাটবটে একটি গেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন আপনি। 'সুদিং কমপ্যানিয়ন'-এর সঙ্গে আলাপ করুন। প্রশিক্ষণ নিলে আপনি পরে সত্যিকার অর্থেই আপনার খুব রেগে যাওয়া স্ত্রী বা প্রেমিকাকেও শান্ত করতে পারবেন। বলাইবাহুল্য এই অ্যাপের সঙ্গিনী পুরোপুরি এআই দিয়ে তৈরি, সত্যিকারের কেউ না।

নিজেকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন অ্যাপটি ডাউনলোড করে ভেতরে ভাঙা হৃদয় আকৃতির বাটন পাবেন। ট্যাপ করলেই মেনু খুঁজে পাবেন। এরপর সেখানে আপনার সঙ্গিনীর রেগে যাওয়ার কিছু সম্ভাব্য কারণ ক্লিক করার অপশন থাকব। এসব ক্ষেত্রভিত্তিক ক্ষেত্রে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারছেন। অ্যাপের ফ্রি ভার্সনে আপনি যেকোনও একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারেন। তবে এর জন্য কিছু খরচও করতে হবে আপনাকে। এই গেমে 'ফরগিভনেস বার' বা ক্ষমা নির্দেশক বারের মাধ্যমে আপনার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার জন্য স্কোর দেওয়া হয়।

এআই গার্লফ্রেন্ডকে ০ থেকে ১০০ শতাংশ খুশি করার অপশন আছে। ১০টি সঠিক কথা বলার মাধ্যমে তাকে খুশি করতে হবে, এটাই খেলার নিয়ম। সেই সঙ্গে পরিস্থিতি ও সঙ্গিনীর মেজাজ বুঝে পা ম্যাসাজ করা, ফুল কিনে দেওয়া বা রাতের খাবার রান্না করার মতো কাজ করার সুযোগ আছে এই অ্যাপে। অভিনব এই এআই অ্যাপ তৈরি করেছেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার এমিলিয়া। ইতিমধ্যে কয়েক হাজারের বেশি পুরুষ এই নতুন অ্যাপ অ্যাংরি জিএফ এর চ্যাটবট ডাউনলোড ও ব্যবহার করে ফেলেছেন।

পেশোয়ারি চাপালি কাবাব

যা যা লাগবে

মুরগির মাংস ১/২ কেজি, টমেটো পাতলা করে কাটা ১০ পিস, পেঁয়াজ কুচি ২টি, কাঁচালংকা কুচি ৫/৬টি, কালো গোলমরিচ ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, শুকনো লংকার ফালি ৪/৫টি, জিরেবাটা ২ চা-চামচ, রসুনকুচি ৪/৫ কোয়া, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতা কুচি ১/২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ডিম ১টি, ভাজার জন্য তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মুরগির মাংস (হাড় ছাড়া) ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে এক-এক করে সব মশলা দিয়ে খুব ভালো করে মেখে ঢেকে ১ থেকে ২ ঘন্টা মতো ফ্রিজে রাখুন। ২ ঘণ্টা পর বের করে চ্যাপটা মতো করে একপাশে টমেটোর টুকরো লাগিয়ে বানিয়ে নিন মুরগির চাপালি কাবাব। এবার একটি প্যানে তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে দুপাশ বাদামি করে ভেজে তুলুন মজাদার চাপালি কাবাব।

পথে ধর্ষণ, ক্যামেরাবন্দি পথচারীদের

উজ্জয়িনী, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা বাংলা। কলকাতা থেকে রাত দখলের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়। তবে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের খবরে যেন লাগাম পরানো যাচ্ছে না। যে তালিকায় নবতম সংযোজন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের ভিড় রাস্তায় ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষককে ঠেকানোর চেষ্টা করার বদলে পথচারীদের ঘটনার ছবি-ভিডিও তুলতে দেখা গিয়েছে। এই সমাজে বসবাসকারী একটা শ্রেণির মানসিকতা চমকে দিয়েছে মনোবিদদের। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে উজ্জয়িনীর ব্যস্ততম এলাকা কয়লা ফটকে।

ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম লোকেশ। যারা সেদিন ধর্ষণের ঘটনাটি ভিডিও করেছিল তাদের কয়েকজনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়ানোর কাজ করেন। লোকেশকে তিনি আগে থেকে চিনতেন। অভিযুক্ত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করেছে বলে নিগৃহীতা পুলিশকে জানিয়েছেন।

ধর্ষণের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরেই ঘটনার কথা জানতে পারে পুলিশ। ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় মধ্যপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি বলেন, 'পবিত্র শহর উজ্জয়িনী আবার কলঙ্কিত হল। মধ্যপ্রদেশের রাস্তায় এখন প্রকাশ্যে ধর্ষণ হচ্ছে। সরকার ও আইনের শাসন অবলুপ্ত হলেই এটা ঘটতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের শহরের যদি এই হাল হয় তাহলে রাজ্যের অবস্থা কেমন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।'

কংগ্রেসেই ভিনেশ-বজরং

নয়াদিল্লি ও চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : কুস্তির দঙ্গল থেকে পাকাপাকিভাবে রাজনীতির আখড়ায় নেমে পড়লেন পদকজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। যোগদানের আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন ভিনেশ এবং পুনিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালও।

আসন্ন হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে তাঁদের প্রার্থী করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ভিনেশ ফোগটকে চরকি দাদরি অথবা ঝুলানায় প্রার্থী করা হতে পারে। অপরদিকে বজরং পুনিয়াকে বদলি আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন দুই কুস্তিগির। তখন থেকেই তাঁদের কংগ্রেসে যোগদানের জল্পনা প্রবল হয়। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। ১২ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

তবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিন কংগ্রেসে যোগদানের আগে উত্তর রেলের ওএসডি পদে ইস্তফা দেন ভিনেশ এবং বজরং পুনিয়া দুজনেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেকথা জানিয়ে রেলে তাঁর কার্যকালকে স্মরণীয় এবং গর্বের সময় বলে আখ্যা দেন ভিনেশ। কিন্তু সূত্রের খবর, তাঁদের ইস্তফা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি রেল কর্তৃপক্ষ। কবে তা গ্রহণ করা হবে তা খোলসা করা হয়নি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে যতদিন পর্যন্ত না তা হচ্ছে ততদিন ভিনেশ এবং পুনিয়া কোনও দলে যোগ দিতে পারবেন না কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। রেলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতীয় রেল ভিনেশকে একটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। বেণুগোপাল বলেন, 'ভিনেশকে ভারতীয় রেল নোটিশ পাঠিয়েছে। ওঁদের অপরাধ কী? কারণ, ওঁরা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গোটা দেশ ওঁদের সঙ্গে রয়েছে।'

কংগ্রেসে যোগদানের আগে মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে ভিনেশ ফোগট ও বজরং পুনিয়া। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

এদিন যোগদানের পর ভিনেশ বলেন, 'সময় যখন খারাপ যায় তখনই বোঝা যায় কারা সঙ্গে রয়েছে। আমার কুস্তির কেরিয়ারে যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছি। যখন আমাদের রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বিজেপি বাদে বাকি সমস্ত দল আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের যন্ত্রণা এবং কান্না বুঝতে পেরেছিল।' তাঁর কথায়, 'কংগ্রেসের মতো একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। কারণ, তারা মহিলাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।'

অন্যদিকে বজরং পুনিয়াও ভিনেশের সুরে বিজেপিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি মহিলা কুস্তিগিরদের সঙ্গে অবিচার করেছে। বিজেপি আইটি সেলের একমাত্র লক্ষ্য রাজনীতি করা। আমরা তো বিজেপি এবং তাদের মহিলা সাংসদদের আমাদের প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। তখনও তাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়াননি। কিন্তু কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল।'

মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে ঢুকছেন দীপিকা পাড়কোন এবং তাঁর স্বামী রণবীর সিং। শুক্রবার। আর ক'দিন পরেই মা হচ্ছেন দীপিকা। রণবীর সাধারণ কুর্তা পরলেও দীপিকার পরনে ছিল সবুজ জমকালো বেনারসী। অভিনেতা-দম্পতির সঙ্গে ছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা।

পিএসি দ্রুত তলব করবে সেবি প্রধানকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) বৈঠকে তলব করা হতে পারে। সূত্রের খবর, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে সেবি এবং তার চেয়ারপার্সন মাধবীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবে পিএসি। অভিযোগ উঠেছে, ঘুরপথে আদানিদের থেকে সুবিধা পেয়েছেন সেবি প্রধান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ। পিএসির সামনে জোড়া অভিযোগের জবাব দিতে পারেন মাধবী।

২৯ অগাস্ট পিএসির বৈঠক হয়েছিল। কমিটির প্রধান কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেবির ভূমিকা পর্যালোচনার বিষয়টি কমিটির আলোচনার তালিকায় রাখতে চেয়েছেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, সেবির চেয়ারপার্সন থাকাকালীন আদানিদের শেল কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব ছিল মাধবীর। তাঁর স্বামীরও অংশীদারিত্ব ছিল ওই সংস্থায়।

এছাড়া ২০১৭ থেকে '২১ পর্যন্ত সেবির স্থায়ী সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে চার বছরে ১৬ কোটি টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করেছেন মাধবী। চলতি মাসেই অন্তত ২টি বৈঠক রয়েছে পিএসি'র। সেপ্টেম্বরেই তাই মাধবী পুরী বুচকে ডেকে তাঁর জবানবন্দি নিতে চায় কমিটি।

কমলার হাসিতে মুগ্ধ পুতিন

মস্কো, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গী কমলা হ্যারিসের হাসিতে মুগ্ধ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলাকেই জয়ী হিসেবে দেখতে চান তিনি। একসময়ের 'বন্ধু' ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবর্তে কমলাকে পছন্দের কারণ হিসেবে পুতিন বলেছেন, কমলার হাসির প্রকাশভঙ্গি সুন্দর। হেসে বুঝিয়ে দেন, সবকিছু ঠিক আছে। ৭১ বছরের ক্রেমলিন নেতা ভ্লাডিভোস্টকে আর্থিক ফোরামে বক্তব্য রাখার সময় কমলার নাম উল্লেখ করে বলেন, হ্যারিস তাঁর হাসি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হাসতে হাসতে পুতিন বলেছেন, 'আমরা তাঁকেই সমর্থন করব।'

পুতিন কমলার ইতিবাচক মানসিকতা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় ক্ষমতায় এলে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে বিরত থাকবেন কমলা। তবে শেষ রায় দেবেন মার্কিন জনগণ।' ট্রাম্পের আমলে রাশিয়ার ওপর প্রচুর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল, যা আগে আর কোনও প্রেসিডেন্ট করেননি বলেও মন্তব্য করেছেন পুতিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় কমলা হ্যারিস এগিয়ে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, সেজন্য কমলাকে চাইছেন পুতিন। চলতি বছরের প্রথমদিকে পুতিন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার কারণে বাইডেনকেই ফের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে চেয়েছিলেন।

টিফিনে আমিষ, শিশুকে ঘাড়ধাক্কা

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর : টিফিন বাক্সে আমিষ বিরিয়ানি নিয়ে যাওয়ার 'অপরাধে' স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এক বছর সাতেকের পড়ুয়াকে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার।

তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রের মা এই নিয়ে কথা বলতে গেলে বেসরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁকে স্পষ্ট বলেন, 'আমি এমন পড়ুয়াদের স্কুলে রাখতে পারব না, যারা বড় হয়ে মন্দির ভাঙতে পারে।' সেই জন্যই স্কুলের রেজিস্টার থেকে ওই ছাত্রের নাম কেটে দেওয়ার কথা তিনি জানিয়ে দেন।

ঘটনাটি গত সপ্তাহের হলেও ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়ায় শিক্ষক দিবসে (৫ সেপ্টেম্বর)। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রিন্সিপাল বলছেন, স্কুলে আমিষ খাওয়ার মতো 'কুশিক্ষা' ছড়াতে চান না তিনি। ভিডিওতে 'অভিযুক্ত' শিশু সম্পর্কে একাধিক অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেও শোনা গিয়েছে তাঁকে।

যোগীর রাজ্যে এক স্কুলের ঘটনা

প্রিন্সিপালের অভিযোগ, শিশুটি নাকি মাঝেমধ্যেই স্কুলে বিরিয়ানি নিয়ে আসত এবং তা ভাগ করে দিত সহপাঠীদের মধ্যে। এছাড়া বন্ধুদের নাকি সে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিত! তাঁর আরও অভিযোগ, শিশুটিকে নিয়ে না কি অন্য অভিভাবকদের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে শিশুর মায়ের দাবি, স্কুলে প্রায়ই শিশুটিকে মারধর ও হেনস্তা করা হত। অনেক কুকথা বলা হত, যা শিশুটির বোধগম্য হত না।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। দাবি উঠেছে ওই প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের। প্রিন্সিপালের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে আমরোহা মুসলিম কমিটি স্মারকলিপি দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। ইতিমধ্যে আমরোহার জেলা শাসকের নির্দেশে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

ব্যাট করছেন 'গণেশ'। কিপারও তিনি। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

স্থিতিশীল ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দল। সিপিএম পলিটব্যুরোর এক সদস্যের কথায়, 'সীতারাম আগের চেয়ে ভালো আছেন। তাঁর ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।' ১৯ অগাস্ট থেকে ইয়েচুরি এইমসে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ২২ অগাস্ট প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভায় তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

মণিপুরে রকেট হামলায় মৃত্যু

ইম্ফল, ৬ সেপ্টেম্বর : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাংয়ে শুক্রবার রকেট হামলায় এক বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন তিনি। জখম হয়েছেন পাঁচজন। সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ রকেটটি ছুড়েছে। রকেটটি এসে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাইরেমবাম কোইরেং-এর বাসভবন চত্বরে। তাতেই মারা গিয়েছেন আরকে রাবেই সিং নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। আহতদের একজন নাবালক।

সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল সন্দীপের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও আবেদন করার অধিকারই নেই অভিযুক্তের।

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সন্দীপ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, হাইকোর্ট তাঁর বক্তব্য না শুনেই একতরফা রায় দিয়েছে। শুক্রবার সন্দীপের আবেদন খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। সিবিআই তদন্তের ওপর এখনই তারা হস্তক্ষেপ করছে না। এই ঘটনার তদন্ত যে স্বচ্ছভাবে হচ্ছে, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টকে।

সন্দীপের আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরা বলেন, 'আমার মক্কেল তদন্তের বিরোধী নন। কিন্তু আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে আমার মক্কেলের কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু দুর্নীতির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তাহলে জনস্বার্থ মামলায় কেন তাঁর নাম এল? কর্তব্যে গাফিলতি এবং আর্থিক দুর্নীতির দুটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলাদাভাবে তদন্ত করা উচিত সিবিআইয়ের।'

সুপ্রিম রায়

- একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার
- সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। এখনই তদন্তে হস্তক্ষেপ নয়
- কলকাতা হাইকোর্ট প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে
- আখতার আলিকে আদালত ক্লিনচিট দেয়নি

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার।'

এদিন হাইকোর্টের কিছু মন্তব্যকে 'ক্ষতিকারক' বলে অভিযোগ করেন সন্দীপের আইনজীবী। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। হাইকোর্ট শুধু তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে।

সন্দীপের বিরুদ্ধে হাসপাতালের জৈব বর্জ্য নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আদালতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে চন্দ্রচূড় বলেন, আখতারকেও আদালত ক্লিনচিট দেয়নি।

সন্দীপের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করার পরেই এক্স পোস্টে তাঁকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় লেখেন, 'জনস্বার্থ মামলায় নাক গলানোর কোনও অধিকার অভিযুক্তের নেই। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই হেপাজতে থাকা সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।'

৩৭০ ধারা অতীত, কাশ্মীরে বার্তা শা-র

শ্রীনগর, ৬ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল কনফারেন্স সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনার কথা বলে ভোটে নামলেও তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার তিনি সাফ বলেছেন, 'আমি গোটা দেশের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ এখন ইতিহাস। আর কখনও ওই অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে না।' জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেন শা। তাতে পাঁচ লক্ষ চাকরি, নতুন পর্যটন হাবের মতো একাধিক রঙিন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যখনই ভারত এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা হবে, তখন ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে।'

ন্যাশনাল কনফারেন্সের নির্বাচনি ইস্তাহারকে নিশানা করে শা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল ওইরকম নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং কীভাবে কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় দল সেটিকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করতে পারে? রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্সের অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন করে কি না সেটা স্পষ্ট করার জন্য আমি ওঁর কাছে আর্জি জানাচ্ছি।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য দায়ী বলেও তোপ দেগেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর তিন দফায় বিধানসভা ভোট।

ভোটে জিততে রঙিন প্রতিশ্রুতির বন্যা বিজেপির

এদিন শা বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ১৯৪৭ সাল থেকেই আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে রয়েছে। এই অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং থাকবে।'

টিকিট না পেয়ে কান্না বিজেপি নেতাদের

চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে একজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অপর ব্যক্তির ব্যবহারে ফুটে উঠল অভিমান। প্রথমজন হরিয়ানার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শশীরঞ্জন পারমার। দ্বিতীয় ব্যক্তি করণদেব কামবোজ। শশীরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'এখন আমার কী হবে। এমনটা হবে আমি কল্পনাও করিনি।'

অন্যদিকে ক্ষুব্ধ করণদেব মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির সঙ্গে হাত মেলালেন না। কয়েকটি ভিডিওতে এমন ছবি দেখা গিয়েছে। হরিয়ানায় বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অনেক নেতার নাম নেই। টিকিট না পেয়ে কেউ প্রকাশ্যে কেউ ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। করণেদেব বিজেপি ওবিসি মোর্চার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নির্বাচন ৫ অক্টোবর। সবমিলিয়ে হরিয়ানার রাজনীতি জমজমাট।

ওনাম উৎসবের শুরুতে পুলিক্কালি নৃত্য পরিবেশনে ব্যস্ত শিল্পীরা। শুক্রবার কোচিতে।

মোদিকে পরোক্ষে কটাক্ষ ভাগবতের

পুনে, ৬ সেপ্টেম্বর : লোকসভা ভোটের প্রচারে নিজেকে ভগবানের পাঠানো দূত বলে দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জন্ম জৈবিকভাবে হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।' তারপর থেকেই রাহুল গান্ধি, জয়রাম রমেশের মতো কংগ্রেস নেতারা মোদিকে নিশানা করতে গিয়ে 'অজৈবিক প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করছেন। এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। বুধবার পুনেতে বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী শংকর দিনকর কানের স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেননি ভাগবত। সংঘপ্রধানের 'বার্তা' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে নানা মহলে।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'আমরা ভগবান হব কি না সেই সিদ্ধান্ত জনগণই নেবে। আমাদের নিজেদের ঈশ্বর ঘোষণা করা উচিত নয়।' তিনি আরও বলেন, 'কিছু লোক মনে করেন শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের বজ্রপাতের মতো আলোকিত হওয়া উচিত। কিন্তু বজ্রপাতের পর অন্ধকার আগের থেকে গাঢ় হয়ে যায়। তাই কর্মীদের প্রদীপের মতো জ্বলে থাকতে হবে।' ১৯৭১ পর্যন্ত মণিপুরে শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন শংকর দিনকর কানে। মণিপুরি পড়ুয়াদের মহারাষ্ট্রে নিয়ে এসে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

'ঈশ্বর কে, ঠিক করবে জনতা'

কানের অবদানের কথা বলতে গিয়ে মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাগবত। তাঁর কথায়, 'মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই জটিল। নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি নেই। বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যাঁরা ব্যবসা বা সামাজিক কাজের সূত্রে সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন। সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন, পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।'

বিজেপিকে কোভিড তির সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে পালটা দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল কর্ণাটকের রাজনীতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মুডা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিল পদ্ম শিবির। জবাবে করোনা মোকাবিলার জন্য পাঠানো কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে তুলল কংগ্রেস। শুক্রবার বিচারপতি জন মাইকেল ডিকুনহার একটি প্রিলিমিনারি রিপোর্ট রাজ্য মন্ত্রীসভায় খতিয়ে দেখা হয়। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, বিএস ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন করোনা তহবিলে বিপুল দুর্নীতি হয়েছিল। রাজ্যে সেইসময় ১৩০০০ কোটি টাকার তহবিল পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে কোভিডকালে একাধিক নথি উধাও বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

নারীবিদ্বেষ আমার ঘরে

প্রথম পাতার পর

সবাই বলছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। নির্ভয়ার ধর্ষণ-খুনে অপরাধীদের ফাঁসি তো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই ছিল। তার পরেও কলকাতার অভয়া খুন-ধর্ষণের শিকার হলেন। নির্ভয়া আইন ছিল, তারপরেও রাজ্যে অপরাজিতা বিল গ্রহণ করল বিধানসভা। সেটা যথেষ্ট তো? আমরা কি নিশ্চিন্ত, আমাদের আর কোনও সন্তানকে এই নৃশংস অপরাধের বলি হতে হবে না?

'কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার/ এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?'

শত্রু আসলে আমাদের ঘরে। ধর্ষণের অপরাধীরা ভিনগ্রহের কেউ নয়। তারা আমাদের কারও প্রতিবেশী, কারও আত্মীয়। এই দুষ্কৃতীদের নিকেশ করার দায়িত্ব আমাদের, সমাজের। একদিন-দু'দিন-তিনদিন রাত দখলে নারীর প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। দুর্বৃত্তদের যে তাতে কিছু আসে যায় না, ইতিমধ্যে তা স্পষ্ট। দানব যে আমাদের ঘরেই।

রাত দখল থেকে কি পথ চলার পরবর্তী কর্মসূচি হতে পারে না, ...প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,/ দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে। নারী তুমি অর্ধেক আকাশ বলে শুধু কাব্য করে লাভ নেই। লিঙ্গ পরিচয় ছাপিয়ে যতক্ষণ নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করা যাবে, ততক্ষণ বৃথা নারীশক্তির পুজো। দুর্গা অসুর নিধন করেন। দানবকে উৎপাটিত করার ধারণা, বিশ্বাস মনের গভীরে প্রোথিত করার দায় সমাজেরই।

সেই উৎপাটন নিশ্চিত হলে কোনও সরকার, কোনও ক্ষমতাবানের মুরোদ হবে না ধর্ষককে আড়াল করার। ধর্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে না। সেদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অধ্যক্ষের কাছে এক ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলুন না, শুনে কান্না দলা পাকিয়ে যায় না গলায়! কে দেবে ওই ছাত্রীকে জাস্টিস? সরকার, প্রশাসনের নীরবতা অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু নিজের কাছেও জাস্টিস চাওয়ার দিন আজ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায়, 'টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার/ অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।' আমাদের মাঝে লুকিয়ে যে নারীবিদ্বেষ, নারীর প্রতি অসাম্যের মনোভাব, তার বিনাশ করতে না পারলে আমরা জাস্টিস চেয়েই যাব। কিন্তু নিষ্ফল হবে সব। ঘটা করে দুর্গার পুজো করব আর পুজোর মেলায় বেড়াতে গিয়ে শ্লীলতাহানি হবে আমার সন্তানের।

যতই কড়া আইন থাক, পুলিশ যতই তৎপর থাক, সমাজের আনাচে-কানাচে গেড়ে বসে থাকা নারীকে মাংসপিণ্ড ভাবার ভাবনাকে নির্মূল করতে না পারলে সব বিফল। সরকারকে জন আন্দোলনে বাধ্য করা যায়।

বাংলাদেশ বাধ্য করেছে শেখ হাসিনাকে সরে যেতে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জমে থাকা অন্যায়ের নিকেশ দরকার সর্বাগ্রে। জাস্টিস চাই স্লোগানের সঙ্গে তাই আজ বড় দরকার সেই প্রত্যয়, 'আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়...।'

ডেরা বিরূপাক্ষের

প্রথম পাতার পর

মদন মিত্র একাধিকবার ফোন করে ওদের ঝামেলা মেটাতে বলেছিলেন।' বিরূপাক্ষর বাড়ির সমস্যা মেটাতে ফোন আসত দলের ছাত্র নেতাদের কাছেও। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, তাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া জোগাড় করে দেওয়ার জন্য দলের ছাত্র নেতাদের ফোন করে চাপ দিতেন বিরূপাক্ষ। সূত্রের খবর, কয়েকমাস আগে মাটিগাড়ার একটি হোটেলে শিলিগুড়ির প্রভাবশালী এক ব্যক্তির আত্মীয়কে মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য বৈঠক করেছিলেন বিরূপাক্ষ। সেখানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের দুই পদস্থ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তিতে আপত্তি রাজ্যের

তিস্তার জল নিয়ে কথা চান ইউনূস

ঢাকা ও কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : বন্যা থেকে বাণিজ্য, নানা ইস্যুতে ভারত-বিরোধী জিগির তোলা বাংলাদেশে নতুন নয়। ঢাকায় পালাবদলের পর সেই প্রবণতা আরও তীব্র হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতকে 'কড়া বার্তা' দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের একাধিক উপদেষ্টা ইতিমধ্যে ভারত-বিরোধী বয়ান জারি করেছেন। এবার ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় ভারতের সামনে জোরালো ভাবে দাবি-দাওয়া পেশের কথা জানিয়েছেন খোদ ইউনূস।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুইয়া বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিস্তার জল বন্টন হলে উত্তরবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্যের ক্ষতি করে কোনওভাবেই এই চুক্তি হতে দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সেই কথা জানিয়ে দিয়েছি।'

সম্প্রতি ভারতের এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তিস্তা জলচুক্তি নিয়ে সরব হয়েছেন। ইউনূস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।' তিস্তা জলচুক্তি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় কোনও পক্ষের লাভ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ইউনূস। দিনকয়েক আগে বাংলাদেশের জলসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছিলেন, 'তিস্তা চুক্তির জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন তাঁরা। নিম্ন প্রবাহের দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক নীতি মেনে জলের দাবি জানাবে ঢাকা।' তিস্তা নিয়ে আলোচনার কথা বললেও হাসানের 'চাপ সৃষ্টি' শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে গিয়েছেন ইউনূস।

তাঁর কথায়, 'চাপ শব্দটি একটি ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। আমি এটা ব্যবহার করছি না। আমরা আলোচনা করব। একসঙ্গে বসে এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজব।'

২০১১-য় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় তিস্তা জলচুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুক্তি নিয়ে আপত্তি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, বছরের অনেক সময় তিস্তায় এমনিতেই জলের পরিমাণ কম থাকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ জল সরবরাহের বাধ্যবাধকতা থাকলে উত্তরবঙ্গে জলসংকট দেখা দেবে। কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি এখানকার জেলাগুলিতে পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের আপত্তি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পথে হাঁটেনি তৎকালীন ইউপিএ সরকার। ২০১৪

> দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।
>
> মুহাম্মদ ইউনূস

সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হলেও তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

সেদিকে ইঙ্গিত করে ইউনূস বলেন, 'এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। অনেক পুরোনো ব্যাপার। আমরা বিভিন্ন সময় এই নিয়ে কথা বলেছি। আমরা চুক্তি করতে রাজি ছিলাম। ভারত সরকারও তৈরি ছিল। কিন্তু সেইসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুক্তির বিষয়ে সম্মতি দেয়নি। আমাদের এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

প্রায় প্রত্যেক বন্যায় বাংলাদেশে ভারতকে দায়ী করার প্রবণতা দেখা গেলেও ইউনূসের বক্তব্যে তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্রদূত যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলাম, বন্যা পরিস্থিতিকে কী করে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই ব্যাপারে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আলাদা করে কোনও চুক্তির দরকার নেই।'

বামেরা যাবে লালবাজারে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : বিজেপি, জুনিয়ার ডাক্তারদের পর লালবাজার অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। ১২ সেপ্টেম্বর ওই অভিযানের সিদ্ধান্ত শুক্রবার রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে গৃহীত হয়।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর প্রথম রাস্তায় সিপিএমের যুব বাহিনী প্রতিবাদ করলেও বিজেপি ধীরে ধীরে আন্দোলনের রাশ হাতে নেয়। বিরোধী পরিসরে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে বামেরা এই কর্মসূচি নিল।

শুক্রবারের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, লালবাজার অভিযানে পুলিশ বাধা দিলে জুনিয়ার ডাক্তারদের কায়দায় রাতভর রাস্তায় বসে থাকবে বামফ্রন্ট। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর সিপিএম এককভাবে লালবাজার অভিযান করবে।

বিজেপির চাক্কা জ্যামে যানজট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৬ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নয়, বাড়ির মা-বোনেদের সম্মান বাঁচানোর লড়াই করছে বিজেপি। আরজি কর কাণ্ডে নৃশংসভাবে অত্যাচারিত হয়ে খুন হওয়া চিকিৎসকের ন্যায়বিচার চাই। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। জলপাইগুড়ি জুড়ে এমন দাবিতে শুক্রবার বিজেপির চাক্কা জ্যাম করা হয়। যার জেরে কিছুটা ভুগতে হল পথচলতি মানুষকে। বহু জায়গায় রাস্তার দু'দিকে সার দিয়ে একের পর এক ছোট-বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়।

কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে এক শিক্ষানবিশ মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ির মাঝে ৩১ডি জাতীয় সড়ক থেকে এশিয়ান হাইওয়ে ও ডুয়ার্সেও ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের নানা অংশে বিজেপি এই কর্মসূচি পালন করে। রাজগঞ্জের বেলাকোবার বটতলায়ও বিজেপি চাক্কা জ্যাম করে। রাস্তায় টায়ার ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা হলে পুলিশ বাধা দেয়। ধূপগুড়ি শহরের চৌপথি মোড়ে এশিয়ান হাইওয়েতেও রাস্তা আটকায় বিজেপি। ধূপগুড়ির মিলপাড়ায় দলীয় দপ্তর থেকে মিছিল করে চৌপথি মোড়ে চাক্কা জ্যামে অংশ নেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। এদিন দুপুরে পদ্ম শিবিরের মাদারিহাট ৪ মণ্ডল কমিটি গয়েরকাটা চৌপথিতে এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮ অবরোধ করে। ফলে, আটকে পড়ে বহু দূরপাল্লার ট্রাক। ১৫ মিনিট ধরে অবরোধ চলে।

জলপাইগুড়ির আসাম মোড়ে বিজেপির অবরোধ। সামাল দিতে হাজির পুলিশ।

ধূপগুড়ি শহরেও চৌপথি মোড়ে এশিয়ান হাইওয়েতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শালবাড়িতেও ওই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বিজেপি নেতৃত্ব নতুন শালবাড়িতে ধূপগুড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে প্রায় এক ঘণ্টা এশিয়ান হাইওয়ে অবরুদ্ধ থাকে। ময়নাগুড়ির টেকাটুলিতে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরও প্রায় আধঘণ্টা বন্ধ ছিল। ময়নাগুড়ি ওভারব্রিজ, দোমোহনি মোড়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছিল। ময়নাগুড়ি ও ধূপগুড়ির মাঝে টেকাটুলিতেও বিজেপি কর্মীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। মাল ব্লকের কিছু জায়গায়ও অবরোধ করা হয়। জলপাইগুড়ি শহরতলির আসাম মোড়ে ৩১-ডি জাতীয় সড়ক আধঘণ্টা অবরুদ্ধ ছিল। কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। দলের জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী জানান, জেলার ২১ জায়গায় এদিন অবরোধ করা হয়েছিল। সন্ধ্যায় শহরের কদমতলায় প্রস্তাবিত অবরোধ অজ্ঞাত কারণে বাতিল করে দেয় বিজেপি। এদিন রাস্তা অবরোধ ঘিরে অবশ্য জেলার কোথাও কোনও অশান্তির খবর নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ভর্তি নিল না আরজি কর, মৃত্যু তরুণের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজ জানিয়ে দিল, চিকিৎসক নেই। ভর্তি করা যাবে না। দুর্ঘটনায় জখম রোগী ততক্ষণে প্রবল রক্তক্ষরণে ঝিমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে বলা হল, অন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসার আর সুযোগই মিলল না। সকাল ৯টা থেকে আরজি করের সামনে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে দুপুর ১২টায় মৃত্যু হল ওই তরুণের।

শুক্রবার ভোরে কোন্নগরের বেঙ্গল ফাইন মোড়ে পায়ের ওপর দিয়ে লরি চলে যাওয়ায় জখম হয়েছিলেন তিনি। বিক্রম ভট্টাচার্য নামে ওই তরুণকে প্রথমে শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন সেখানকার চিকিৎসকরা। পরিবার এরপর বিক্রমকে আরজি করে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, একবার আউটডোর, আরেকবার ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয় ওই তরুণকে। কিন্তু ভর্তি নেওয়া হয়নি। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ওভাবেই পড়েছিলেন তিনি। হাসপাতালের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও চিকিৎসক না থাকায় ভর্তি করা যাবে না। শেষপর্যন্ত ক্রমাগত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় ২৮ বছরের তরুণের। বিবেকনগরের দ্বারিক জঙ্গল বাই লেনে মা ও দিদিমার সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ওই তরুণ। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর ন্যায়বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে আরজি করে। রোগী পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। চিকিৎসকদের আবারকাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

খোঁজ সন্দীপের

প্রথম পাতার পর

সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে ৩ ঘণ্টা পর সন্দীপের স্ত্রী দরজা খুলে দেন ইডিকে। সন্দীপের স্ত্রী পরে বলেন, 'তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সবরকম সাহায্য করছি। কাগজপত্র কিছু পায়নি। পাওয়া যাবেও না। উনি কিছু করেননি। সমস্ত মিথ্যা। প্রমাণের আগেই কাউকে ভিলেন বানিয়ে দেবেন না, এটা আমার অনুরোধ।' সন্দীপের শ্বশুরবাড়িতে অবশ্য ডাকাডাকি করে কারও সাড়া পায়নি ইডি। এছাড়া বৈদ্যবাটীতে কুণাল রায়, মাদুরদহে লঙ্ড্রি ব্যবসায়ী অঙ্কুর রায়, দমদমের মিলনপল্লিতে সন্দীপের শ্যালিকা, সল্টলেকের বিই ব্লকে স্বপন সাহার বাড়িতে তল্লাশি হয়। স্বপন সাহা ও কুণাল রায় অনেকগুলি সংস্থার ডিরেক্টর। যে সব সংস্থার মাধ্যমে আরজি করের বায়োমেডিকেল বর্জ্য বেচাকেনা হত। এঁদের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও তল্লাশি চলে। তবে ক্যানিংয়ে সন্দীপের বাংলোটি চমকে দিয়েছে অনেককে। বাংলোর সুবিশাল গেট। সবুজে ঘেরা বাগান। ৪০ কাঠা জমিতে চোখধাঁধানো বাংলো। রয়েছে সুইমিং পুল।

সিকিমের 'স্বাস্থ্যে' কেন্দ্রের নজর

মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দ ১৭০ কোটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আগামী বছরই গ্যাংটকে চালু হবে সিকিম মেডিকেল কলেজ। নতুন মেডিকেল কলেজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করছে ১৭০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, মংগন এবং নামচিতেও অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠবে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে পাশে বসিয়ে শুক্রবার এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ি রাজ্যটির পুনর্গঠনেও কেন্দ্র সবরকম সাহায্য করছে বলেও তিনি দাবি করেন। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে মোদি সরকার উদ্যোগী দাবি করে জানান, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এখানকার রাজ্যগুলির জন্য শিল্প সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দেশ-বিদেশের শিল্পোদ্যোগীদের উপস্থিতিতে নর্থ-ইস্ট সামিট হবে নয়াদিল্লিতে। জ্যোতিরাদিত্যের ঘোষণা এবং আশ্বাসে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং।

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেই স্বাস্থ্যে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সিকিমে মেডিকেল কলেজ তৈরির জন্য তিনি দ্বারস্থ হন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শুক্রবার তাঁর ইচ্ছে পূরণের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, মেডিকেল কলেজের জন্য ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিলে কাজ শুরুর প্রতীক্ষায় ছিল রাজ্য সরকার। অনুমোদন শুধু নয়, অর্থবরাদ্দের কথাও এদিন ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের জন্য শিল্প সম্মেলনের কথা তিনি যেমন জানান, তেমনই দাবি করেন মোদি জমানায় এখানকার রাজ্যগুলির উন্নয়ন ঘটেছে ঝড়ের গতিতে। তাঁর হিসেব, 'ইউপিএ জমানার দশ বছরে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হত এখানকার আটটি রাজ্যের জন্য। কিন্তু এনডিএ'র আমলে বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। রেলে দুই হাজার কোটি টাকা বাজেট হত, সেখানে এখন হচ্ছে প্রত্যেক বছর ১০ হাজার কোটি টাকা।

সড়ক যোগাযোগ ব্যবসায় প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে দাবি করে জ্যোতিরাদিত্য বলেন, 'সিকিমে একসময় ছিল ১৪০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক। এখন সবমিলিয়ে তা ৭০৯ কিলোমিটার। আগামী বছর অগাস্টের মধ্যে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালু হয়ে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সিকিম অন্যান্য রাজ্যগুলিকে টেক্কা দেবে।'

সিকিমের পাকিয়ং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের আশ্বাস যেমন তিনি দিয়েছেন, তেমনই বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাজ শুরু হবে বলেও জানান জ্যোতিরাদিত্য। তবে প্রধানমন্ত্রী কবে আসছেন শিলিগুড়িতে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

নয়া উদ্যোগ

- মেডিকেল কলেজের জন্য ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত হয়েছে
- অর্থবরাদ্দের কথাও এদিন ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী
- মংগন এবং নামচিতেও অত্যাধুনিক হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য

রংবাহারি তিজ।। মূলত বাড়ি বাড়ি তিজ উৎসব পালনের রেওয়াজ থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সে সর্বজনীনভাবে এই লোকাচারটি পালিত হচ্ছে। শুক্রবার বানারহাট লাগোয়া ডায়না নদীর ঘাট, লুকসানের নির্মীয়মাণ পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ সহ আরও অনেক স্থানে ওই উৎসবটি পালিত হয়। বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান থেকে পূর্ণিমা ছেত্রী নামে এক শিক্ষিকা ডায়নার ঘাটে তিজ উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিজ উৎসবে চা বাগান সহ সরকারি অফিস কাছারিতে ডুয়ার্সের মহিলাদের তরফে ছুটির দাবি উঠল। তথ্য ও ছবি- শুভজিৎ দত্ত

অভিভাবকত্ব অস্বীকার মেডিকেলে

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে হুমকি প্রথায় যে অভীক দে নামে চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছে তিনি জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার সহ সভাপতি। অথচ এই অভীক কোনওদিনই জলপাইগুড়িতে ছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠায় কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে রয়েছেন জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখার সদস্যরা। চিকিৎসকদের অভিযোগ, করোনাকালে অভীককে জলপাইগুড়ি আইএমএ শাখায় পদ দেওয়ার পেছনে সুশান্ত রায়ের হাত রয়েছে।

নেই 'অশরীরী' গ্রাম

প্রথম পাতার পর

ছিটমহলের খোলস থেকে বের হতে পারেনি।'

একসময় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের রাজারা হাতির পিঠে করে এসে তেলধারের জঙ্গলে শিকার করতেন। অতীতে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের অংশ ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন সরকারের বাড়ির জমিতে দেখা গেল, ৭৭ বছরের পুরোনো ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্দেশক সীমান্ত পিলার। পিলারের একপাশে বি অর্থাৎ ভারত, অন্য পাশে পি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান লেখা ছিল। লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেলেও পিলার এখনও রয়েছে।

এখানকার বাসিন্দা বিমান মোহন্ত বলেন, 'এখানে যাঁরা বসবাস করছেন দেশভাগের আগে থেকে তাঁরা সকলেই ভারতীয়। কিন্তু জমির কাগজে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ রয়েছে। আমরা চাই, আমাদের নামে ভারতীয় জমির দলিল করে দেওয়া হোক।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমির সমস্যা নিয়ে সীমান্ত নাগরিক সমিতি আন্দোলন করছে। সেই সূত্রেই বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। সমিতির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস দাবি করেন, 'আমরা চাই দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমিজটের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভারতীয় নাগরিকদের জমির অধিকার দেওয়া হোক।' বৈকুণ্ঠপুর তেলধার ছিটমহলের বাসিন্দা যতীন সরকারের দাবি, 'আমরা ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরিক হিসাবে ভারতে ভোট দিয়ে আসছি। ভারতের স্কুলে চাকরিও করেছি। কিন্তু আমাদের জমির নথি পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার মধ্যে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরেও আমাদের অবস্থা একই থেকে যায়। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বিন্নাগুড়ি ও সাকাতি গ্রাম দুটিকে জমির নকশায় ভারতের দক্ষিণ বেরুবাড়ি মৌজায় দেখানো হলেও এখনও বৈকুণ্ঠপুর তেলধার পূর্ব পাকিস্তানে দেখানো আছে। সেই নথিই আমাদের কাছে আছে।'

গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৯৬৩-'৬৪ সালে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমানা জরিপের সময় এলাকায় সীমান্ত পিলার বসানো হয়েছিল। ১৯৮৬-'৮৭ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এই এলাকায় সীমানা জরিপ করা হলেও নতুন পিলার বসানো হয়নি। গ্রামের জমির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া কোনওদিনই দেওয়া হয়নি। ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

জলপাইগুড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে কোনও গ্রামের নথি জেলা প্রশাসনের কাছে নেই। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দারা তাঁদের এলাকার চারটি গ্রামের জমিজট সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে আরও কোনও এলাকায় জমিজট আছে কি না তা খোঁজ না নিয়ে বলা যাবে না। দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমির সমস্যার বিষয়ে সমীক্ষা করার প্রস্তাব রাজ্যকে জানানো হয়েছে।'

কাঞ্চনের কথায় সায় নেই সোহমের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমি লজ্জিত। শুধু বাংলা নয়, এই কাণ্ড নিয়ে গোটা বিশ্ব এক হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমিও আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই রয়েছি। দ্রুত দোষীদের ফাঁসিও চাই। ডুয়ার্সে নিজের সিনেমার শুটিংয়ে এসে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেতা তথা চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।

গত কয়েকদিন ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে আকাশ মালাকার নির্দেশিত বহুরূপ সিনেমার শুটিং করতে ব্যস্ত রয়েছেন সোহম। এদিন মেটেলি ব্লকের বনাঞ্চলে শুটিং ছিল ওই সিনেমার। সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ' শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে নয়, গোটা বিশ্বে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। এই আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই রয়েছি। ফাঁসির পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি আমি।' তিনি দাবি করেন, সিবিআই হোক বাংলার পুলিশ হোক দ্রুত যাতে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয় সেটাই একমাত্র কাম্য।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের আরেক অভিনেতা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়েও এদিন মুখ খোলেন সোহম। তিনি বলেন, 'কাঞ্চন মল্লিক যে মন্তব্য করেছেন সেটা তাঁর একেবারে ব্যক্তিগত মন্তব্য। ব্যক্তিগত মতামত তিনি অভিব্যক্ত করেছেন। তবে যেটা কাঞ্চন বলেছেন সেটা বিবেচনা করে ভেবে বলা উচিত ছিল।' একইসঙ্গে তিনি কাঞ্চনের পক্ষ নিয়ে জানান, ওঁর ওই বক্তব্যের পর কাঞ্চনকে যেভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তাকে তিনি সমর্থন করেন না।

ডুয়ার্সে সিনেমার শুটিংয়ে চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।

জেলার খেলা

সেমিতে ভৌমিক

মালবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এফসি-র ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ভৌমিক ওয়ারিয়র। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-১ গোলে সুকনার ট্রাইবাল ইউনাইটেডকে হারিয়েছে।

ফাইনালে ডাবগ্রাম

ক্রান্তি, ৬ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তি প্রগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের ডুয়ার্স ফুটবলে ফাইনালে ডাবগ্রাম আর্মড পুলিশ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে জিতেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিরুদ্ধে। রবিবার ফাইনালে ডাবগ্রামের মুখোমুখি হবে জলপাইগুড়ি পুলিশ।

ফুটবল

বেলাকোবা, ৬ সেপ্টেম্বর : ঠাকুর শ্রীশ্রী পঞ্চানন বর্মার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোমবার বণিজ্যের হাট ফুটবল অ্যাকাডেমি ও বণিজ্যের হাট মিতালি সংঘ ও পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে দিবারাত্রি ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে।

জয়ী সিঙ্গুর

বেলাকোবা, ৬ সেপ্টেম্বর : বেলাকোবা যুবশক্তি অ্যাসোসিয়েশনের রণজিৎ চন্দ্র দে, মহিতোষ পাল, খগেন রায়, কেশবরঞ্জন চন্দ্র, প্রভাবতী পালচৌধুরী, কালু রায় ও রামকমল রায় ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে হুগলির সিঙ্গুর ক্লাব ১ - ০ গোলে রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ারকে হারিয়েছে।

জিতল প্রীতম

চালসা, ৬ সেপ্টেম্বর : কিলকোট চা বাগানের মহাত্মা গান্ধি স্পোর্টিং ক্লাবের জাক্রু মাহালি ও বাহুরান তিরকি ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার প্রীতম একাদশ টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জিতেছে বীর বিরসা মুন্ডা ক্লাবের বিরুদ্ধে।

জোড়া গোল

চালসা, ৬ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের গুণবালা রায় ও ফুচু সোরেন ট্রফির প্রীতি মহিলা ফুটবলে জলপাইগুড়ি মোহিতনগর ৫-০ গোলে হারিয়েছে ডালিমকোটের ডুয়ার্স একাদশকে। সঞ্জনা কেরকেট্টা জোড়া গোল করেন।

আজ শুরু

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পল্টু মোদক-রজত ঘোষ ট্রফি রানার্স ৮ দলীয় ফুটবল শনিবার শুরু হচ্ছে।

ফাইনালে বুবাই

ময়নাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে ফাইনালে উঠল দক্ষিণ মৌয়ামারি বুবাই একাদশ।

গানের গরিমায়

স্বমহিমায়।। গান গাইছেন প্রজয় ঠাটাল।

কারও কাছে প্যাশন। কেউ আবার কবে থেকে যে পেশাই করে নিয়েছেন ভুলে গিয়েছেন বিলকুল। ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে শুধু যে ফ্যাক্টরির সাইরেনের শব্দই ভেসে আসে তা কিন্তু নয়। মন উথালপাতাল করা সুরের মূর্ছনাও মিশে থাকে চায়ের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে। লিখলেন শুভজিৎ দত্ত

এখানে বঞ্চনা হাজারও। অপ্রাপ্তির ভাণ্ডারও যেন ফুরোনোর নয়। নিকষ কালো সেই সব অন্ধকারের বুক চিরে এখানে হাজার ওয়াটের দ্যুতিও ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে। সংগীতকে সাধনা হিসেবে বেছে নিয়ে সুরের মায়া মূর্ছনায় মুগ্ধ করে চলেন অগণিত শিল্পী। ডুয়ার্সের চা বলয়ের কিংবদন্তি গায়ক ইন্দ্রজিৎ মিজার, ফৌদা সিং, অমর নায়েক, সঞ্জয় টোপ্পো, সুরেশ টোপ্পোদের উত্তরাধিকারদের কিন্তু অভাব নেই দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে। ঐতিহ্য বহনের পিলসুজ হয়ে শত বাধাবিপত্তির মাঝেও আলো ছড়াচ্ছেন তাঁরা।

এই যেমন গ্রাসমোড় চা বাগানের শিল্পী শ্যামশ্রী সরকার। চা বলয় ছাপিয়ে তাঁর সুরের জাদুর ব্যাপ্তি এখন বহুদূর। গান শেখার শুরুটা শুনে শুনে। অদম্য ইচ্ছে ও প্রতিভা দেখে এরপর হাল ধরেন কাকা প্রণয়কুমার সরকার। সেই হিসেবে ওই বাগান কন্যার জীবনের প্রথম সংগীতগুরু তিনিই। গানচর্চায় শ্যামশ্রীর বাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য বহু পুরোনো। সেই ধারা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে। ধ্রুপদি ও রবীন্দ্রসংগীতই শ্যামশ্রীর প্রিয়। এর বাইরে নজরুলগীতি থেকে শুরু করে তাঁর গাওয়া যে কোনও ধরনের গানই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে দর্শক শ্রোতাদের। বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ থেকে রবীন্দ্রসংগীতে সংগীত বিশারদ, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ থেকে নজরুলগীতিতে সংগীত বিশারদ ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর হাতেগড়া প্রতিষ্ঠান শ্রুতিনন্দনের

(বাঁদিক থেকে) এরিনা ওরাওঁ শ্যামশ্রী সরকার। চা বলয়ে গানের অন্যতম ধারকবাহক।

সংগীতগুরু ও লাটাগুড়ির ভূমিপুত্র কৌশিক গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নিয়ে তিনি সংগীত প্রবীণ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শ্যামশ্রী বিভিন্ন ব্যান্ডের সঙ্গে গান গাইলেও মূলত তাঁর পারফরমেন্স আমন্ত্রণমূলক একক সংগীতশিল্পী হিসেবে। গান গেয়েছেন আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব, কল্যাণী বইমেলা, কলকাতার চিন্তক সাহিত্য পত্রিকার অনুষ্ঠান সহ আরও বহু বড় মঞ্চের আসরেও। শ্যামশ্রীর কথায়, 'আসল কথা হল সুরের সাধনা। সেটা ফুটপাথে বসে বা মিছিল থেকেও হতে পারে।' চা বাগানের নতুন প্রজন্মের মধ্যে গানচর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি অক্লান্ত পথিক। অনলাইন কিংবা অফলাইন দুই মাধ্যমেই বেশ কিছু কচিকাঁচাদের তালিম দিয়ে চলেছেন তিনি।

সামসিং চা বাগানের লোয়ার লাইনের শ্রমিক পরিবারের এরিনা ওরাওঁ এর প্রথাগত সংগীতশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নেই। তাঁর শেখা পুরোটাই শুনে শুনে। বর্তমানে ডুয়ার্সের গানবাজনার আসরে এরিনা যেন অটোম্যাটিক চয়েস। অবলীলায় গাইতে পারেন তাঁর মাতৃভাষা সাদরি ছাড়াও বাংলা, নেপালি গান। বিভিন্ন ব্যান্ড ও অর্কেস্ট্রায় লিড গায়িকা হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে অহরহ। সাদরি সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবেও নাম কুড়িয়েছেন ইতিমধ্যেই। গানই এখন পেশা ওই তরুণীর। করমপুজো, দুর্গাপুজো, গণেশ চতুর্থী থেকে শুরু করে যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে এরিনার গান মানেই যেন অন্য মাত্রা। চালসার সংগীতগুরু দেবকুমার দে'র বহু অবদান রয়েছে এরিনার পথ চলায়। ওই কন্যা বলছেন, 'মানুষের আশীর্বাদকে পাথেয় করে চলেছি। বাড়িতে বাবা-মায়ের উৎসাহে অন্ত নেই।'

চ্যাংমারি চা বাগানের ভুটান সীমান্তের ২৭ বছরের তরুণ প্রজয় ঠাটালের কাহিনী তো রীতিমতো সিনেমার মতোই। গান গাইতে হারমোনিয়াম কেনার জন্য ছাত্র অবস্থাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সিকিমে। সেখানে শ্রমিকের কাজ করে যা আয় হয়েছিল তা দিয়ে ওই বাদ্যযন্ত্র কিনে তবেই বাগানে ফেরেন। কুমার শানুর একনিষ্ঠ ভক্ত প্রজয়ও ব্যান্ডের গায়ক। ক্যাসেট, রেকর্ডারি, মোবাইলে শুনে শুনেই যাবতীয় গান রপ্ত করা। শুধু নেপালিই নয়। গাইতে পারেন যে কোনও ভাষার গান। মিউজিক কম্পোজেও জুড়ি মেলা ভার। রয়েছে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল। গান গাওয়ার পাশাপাশি নিজেই বাজান কিবোর্ড, গিটার, ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র। লুকসান এলাকায় ছোটদের গান শেখানোর একটি স্কুলও চালু করেছেন কিছুদিন আগে।

চা বলয়ের গান এভাবেই টিকে রয়েছে। স্বমহিমায়।

নাট্যকর্মীর খোঁজ

জমজমাট।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ঋত্বিকের প্রযোজনা 'বাকি ইতিহাস' নাটকের একটি মুহূর্ত।

উত্তরবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় অমল চক্রবর্তী এবং মলয় ঘোষদের মতো ফুলটাইম নাটকের লোকের বড়ই অভাব। শিলিগুড়ির নট, নাট্যকার ও পরিচালক প্রয়াত মলয় ঘোষের স্বপ্ন সৃষ্টির মন্দির ঋত্বিকের মহলা কক্ষে এখনও যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা এটা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। সেজন্য শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ঋত্বিক উৎসব ২০২৪-এর শেষ দিনের সকালে রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে এক আলোচনার আসর বসেছিল। বিষয়বস্তু ছিল 'গ্রুপ থিয়েটারে এখন বেশি প্রয়োজন, নাট্যকর্মী না অভিনেতা'।

ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহায়তায় ঋত্বিকের পাঁচদিনের নাট্য উৎসবে এবার অংশ নিয়েছিল আগরতলার নাট্যভূমি, কালিয়াগঞ্জের সুচেতা কলাকেন্দ্র, গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন এবং বহরমপুরের ঋত্বিক, কোচবিহারের কম্পাস ও শিলিগুড়ির আয়োজক সংস্থা ঋত্বিক। উৎসবের উদ্বোধনী দিনে মঞ্চে শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে মলয় স্মরণ নাট্য সম্মাননা দেওয়া হয়। সংস্থার সভাপতি রতন নন্দীর সঙ্গে মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন উত্তাল-এর পরিচালক পলক চক্রবর্তী এবং কোচবিহার কম্পাসের পরিচালক দেবব্রত আচার্য।

এই উৎসবে কোচবিহার কম্পাসের প্রযোজনা ছিল 'ঘাতক @ গড়িয়াহাট'। নাট্যরূপ আবহ ও পরিচালনা দেবব্রত আচার্য। সামাজিক মাধ্যমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া জীবনে এখন মানুষ বেশি ভাবতে চায় না, অথবা শর্টকাটে ভাবে। কিন্তু দেবব্রত তাঁর নাটকে মানুষকে গভীরভাবে ভাবাতে চান। এবার তিনি এই নাটকে ৯১টি খুনের আসামির অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরে আমাদের নিজেদের ভেতরে তাকাতে বলেছেন। শক্তিশালী দলগত অভিনয়ে ঝকঝকে প্রযোজনা। মঞ্চে পরিচালক ছাড়াও অন্য শিল্পীরা ছিলেন সুব্রত গোস্বামী, বিপ্লব মিত্র, অজয়ানন্দ সরকার, গীতা আচার্য, বাপ্পাদিত্য ঘোষ, সুজয় ঘোষ, অনল চক্রবর্তী, সজল দে, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, নিরুপম নন্দী ও কাজল দে।

ঋত্বিক উৎসব

স্থবির মানসিকতার বিরুদ্ধে, এখন যা চলছে চলুক, এই ভাবনাকে খুব জোর ধাক্কা দিয়েছে 'বাকি ইতিহাস'-ও। বাদল সরকারের কালজয়ী এই নাটক নিয়ে শিলিগুড়ি ঋত্বিকের প্রযোজনাটির পরিচালনা করেছেন শুভঙ্কর গোস্বামী। বাংলায় বহু অভিনীত হয়েছে এই নাটক। এটি ছিল নাট্যকারের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রযোজনা। তাঁদের প্রযোজনাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন পরিচালক। দলগত অভিনয় ছিল বেশ ভালো। পরিচালক ছাড়াও অভিনয়ে মঞ্চে ছিলেন প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, অনুপ দাস, সুচরিতা ঘোষ, শুভ্রান্দু সিনহা, স্বরূপ দত্ত, শাশ্বতরঞ্জন মৈত্র, সব্যসাচী বাগচী ও গৌতম লাহা।

নাটকে বার্তার চেয়ে বিনোদনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা এক কীর্তনিয়াকে নিয়ে মাটির গন্ধমাখা প্রযোজনায় নজর কেড়েছে কালিয়াগঞ্জ সুচেতা কলাকেন্দ্রের 'বসন্ত শেষে'। নাটক পত্রাবলি চক্রবর্তীর এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তামসরঞ্জন ব্যানার্জি। ভালো নাটক করার সুনাম রয়েছে বহরমপুর ঋত্বিক এবং গোবরডাঙ্গার শিল্পায়নের। দুটো দলই তাদের প্রযোজনায় নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছে। শিল্পায়নের প্রযোজনা ছিল আশিস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'। দৃষ্টিনন্দন আন্তরিক উপস্থাপনা। আর 'চম্পাবতী'র জন্য বাহবা পেতে পারেন বহরমপুর ঋত্বিকের পরিচালক বিপ্লব দে। এই উৎসবের সবচেয়ে স্মার্ট এবং ঝকঝকে প্রযোজনা নাট্যভূমি আগরতলার 'মানিব্যাগ'। প্রচেত গুপ্তর গল্পকে খুব সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক সঞ্জয় কর। পরিচালনাও তাঁরই।

উৎসবের শেষ দিন সকালে নাট্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের নাট্যকার ও পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর ঋত্বিকের নির্দেশক মোহিতবন্ধু অধিকারী, শিলিগুড়ির উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী ও সৃজনসেনার নাট্যকার ও নির্দেশক পার্থপ্রতিম মিত্র। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ঋত্বিকের নিজস্ব গবেষণাধর্মী 'ঋত্বিক নাট্য পত্রিকা'-র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

-ছন্দা দে মাহাতো

আবৃত্তির জন্য

আবৃত্তি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি বাচিকশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ। সম্প্রতি পরিষদের দিনাজপুর মালদা জোন কমিটি পরিচালিত স্বাধীনতার আলোকে সুকান্ত-নজরুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরিতে। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তাপস দাস। আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক প্রয়াসের বিষয়টি মনে করিয়ে দেন সম্পাদক মিঠুন দত্ত। সমবেত আবৃত্তি পরিবেশনায় ছিলেন আবৃত্তি পরিষদের শিল্পীরা। নির্দেশনায় অনিন্দিতা বিশ্বাস। সুশান্ত নন্দীর নির্দেশনায় সমবেত প্রয়াসে অবুঝ সবুজ আবৃত্তি শিক্ষায়তনের শিল্পীরা অংশ নেয়।

শ্রুতিনাটক পরিবেশনায় ছিলেন আকাশ পাল চৌধুরী, অনীতা পাল চৌধুরী। একক কবিতাপাঠে ছিলেন লতিকা দাস বর্ধন, বিভাস দাস। ছিল সম্পা সাহা ও সহ শিল্পীদের উপস্থাপনাও। উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উত্তর ধ্বনির বজ্রকণ্ঠে আয়োজিত ধিক্কারে মিঠুন দত্তের কণ্ঠে ও দেবশ্রী সাহার নৃত্যে উঠে আসে সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদ। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকাশ পাল চৌধুরী, সুশান্ত গুহ, অনীতা পাল চৌধুরী এবং অরুণাভ ঘোষ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই মানপত্র দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সৌমিত্র চক্রবর্তী।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

সমবেত প্রয়াস

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাগডোগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও ঘোষপুকুর বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর কলেজে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, আবৃত্তি ও প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী মোট পাঁচটি প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৮৭ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। ঘোষপুকুরের মতো প্রান্তিক অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে এত বড় মাপের অনুষ্ঠান এই প্রথম। সফলদের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষপুকুর কলেজেই পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগডোগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক মনোময় পাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রাজেশ দাস, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক দেবর্ষি ভট্টাচার্য, আকাশবাণী শিলিগুড়ির অনামিকা সরকার, শাঁওলি মিত্র প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

ছড়াল ফুলের সুবাস

উজ্জ্বল।। চারুকৃতি নৃত্য মহাবিদ্যালয়ের কুঁড়ি বাডস ফেস্টিভাল। জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র মঞ্চে।

অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম ছিল কুঁড়ি বাডস ফেস্টিভাল। আসলে কিন্তু ফুল হয়ে সুবাস ছড়াল কচিকাঁচাদের দল। হাজারো অন্ধকারের মাঝেও খুদেদের মন ভালো করে দেওয়া তাক লাগানো উপস্থাপন বয়ে নিয়ে এল হাজার ওয়াটের রোশনাই। শিক্ষা-সংস্কৃতির শহর জলপাইগুড়ি দেখাল জেনারেশন জেড-ও তৈরি হচ্ছে তাঁদের মতো করে।

জলপাইগুড়ির সংস্কৃতি অঙ্গনে সুপরিচিত নাম চারুকৃতি নৃত্য মহাবিদ্যালয়। ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্প্রতি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল রঙিন অনুষ্ঠানটি। খুদে শিল্পীদের কৃষ্ণা এবং মঙ্গলম নাচের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা। বিভিন্ন নৃত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৬ থেকে ১৬ বছর বয়স শিল্পীদের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় আইকন অফ নর্থবেঙ্গল পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্র জৈনর হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। রূপসা দে এবং কৌশানী পালের যুগ্ম পরিবেশনায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর সুরমূর্ছনা ফুটে ওঠে। ডঃ শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোরিওগ্রাফিতে উদ্দিপ্তা সান্যালের রবীন্দ্রনৃত্য 'নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি'-র পরিবেশন ছিল নজরকাড়া। একক নৃত্যে খুদে শিল্পী অরোরা চক্রবর্তী-র পারফরমেন্স এককথায় মনোমুগ্ধকর। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অরোরাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। নৃত্য পরিবেশন করে খেয়া দাস, শ্রেয়সী চৌধুরী, সৃজা ভট্টাচার্য, শ্রেয়া চৌরাসিয়া, শ্রেয়সী চৌধুরী, দেবাঙ্গনা মল্লিক ও দীপ্তাংশী মল্লিক। উৎসবে সেরা গ্রুপের সম্মান পায় মঞ্জরি ডান্স অ্যাকাডেমি। চারুকৃতির কর্ণধার ও উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্যশিল্পী দেবদত্তা লাহিড়ি জানান, এবার সংস্থা দশম বর্ষে পা দিল। এই জাতীয় অনুষ্ঠান জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রথম। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ও সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এমন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

কলকাতা গুরুকুল সংস্থার ওডিশি নৃত্যশিল্পী ও গুরু মোনালিসা ঘোষ, ডাঃ কুমার অতনু, আশালতা বসু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা রাখি শর্মা আইচ, কবি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমাজের নানা ক্ষেত্রের কৃতীরা অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করেন।

-জ্যোতি সরকার

বাঁধ ভাঙল আবেগ

ইন্দ্রায়ুধ পায়ে পায়ে পূর্ণ করল ৫০ বছর। এই উপলক্ষ্যে কোচবিহার সুকান্ত মঞ্চে কিছুদিন আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় উদ্বোধনী সংগীতে অংশ নেন সংস্থা-সদস্যরা। সংগীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, সপ্রতিভ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাময় মজুমদার। নৃত্য পরিবেশন করেন দেবস্মিতা ঘোষ, আরএস ক্রিয়েটিভ ডান্স অ্যাকাডেমি, আত্রেয়ী মজুমদার। আবৃত্তিতে মঞ্চ মাতান অরুন্ধতী ভৌমিক, প্রদীপ দে। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন সন্দীপা ঈশোর। যৌথ সংগীত পরিবেশন করেন হেভেন্স মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গ্রুপের সদস্যরা। তবলা সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী।

এরপর আন্তঃবিদ্যালয় অণুনাটক উৎসব মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রায়ুধ অণুনাটক উৎসব-২০২৪। কোচবিহার আইপিএ প্রযোজিত স্নেহাশিস চৌধুরী নির্দেশিত 'সম্পর্ক', কোচবিহার অনাসৃষ্টি প্রযোজিত সুমন্ত সাহা নির্দেশিত 'আজনবী', ছায়ানীড় প্রযোজিত স্বাগত পাল নির্দেশিত 'কামড়', সংশপ্তক প্রযোজিত নির্মল দে নির্দেশিত 'আপনার কথা ভেবেই', মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত পূর্বাচল দাশগুপ্ত নির্দেশিত 'বুমেরাং', অগ্নি নাট্য সংস্থা প্রযোজিত অর্ণব মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'সোঁদর বনের পাঁচালী', ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত অমিত ঘোষ নির্দেশিত 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র', বর্ণনা প্রযোজিত বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত 'সন্ন্যাসী', বৈঠকী প্রযোজিত শুভব্রত সেনগুপ্ত নির্দেশিত '৪৫৪৫', অনুভব কোচবিহার প্রযোজিত অশোক ব্রহ্ম নির্দেশিত 'স্বার্থপর', ব্রাত্যসেনা কোচবিহার প্রযোজিত তমোজিৎ রায় নির্দেশিত 'সঞ্জয় উবাচ', কম্পাস প্রযোজিত দেবব্রত আচার্য নির্দেশিত 'স্মৃতিভ্রম', অভিব্যক্তি প্রযোজিত বহ্নিশিখা দেব নির্দেশিত 'সত্যকুল', স্বপ্ন উড়ান প্রযোজিত মানস নন্দন চক্রবর্তী নির্দেশিত 'হাতছাপ' সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সঞ্চালনায় ছিলেন অনুপ মজুমদার, অরুন্ধতী ভৌমিক এবং নীলাদ্রি দেব।

-নীলাদ্রি বিশ্বাস

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হরিদাস পালের 'উঠোনে জাগে শস্যদানা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হল। কিছুদিন আগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে 'অঙ্কুরোদ্গম শারদীয়া সংখ্যা-২০২৪' প্রকাশের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ হয়। 'অঙ্কুরোদগম' প্রকাশনী গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।

তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হরিদাসের এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কোচবিহারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

-শিবশংকর সূত্রধর

গান ও কবিতার যুগলবন্দি

সমবেত।। দীনবন্ধু মঞ্চে গান পরিবেশনে পূবালী দেবনাথ।

নাবুঝে আবৃত্তি বা মুখস্থ বলাকে বৈদিক ঋক মন্ত্রে চন্দন কাঠের ভারবাহী গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে মনে রেখে শিলিগুড়িতে নিভৃতে আবৃত্তি শিল্পসাধনার গুরুকুল হল 'কণ্ঠস্বর'। সম্প্রতি এই সংস্থা দ্বাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করল দীনবন্ধু মঞ্চে। বাচিকশিল্প জগতের এ শহরের নক্ষত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন পীযূষ ঘটক, নারায়ণ মিত্র, পাঞ্চালি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় দত্ত, স্বপন চক্রবর্তী, স্বর্ণকমল চট্টোপাধ্যায়। এদিন মঞ্চে তাঁদের প্রতিকৃতি পরম মমতায় সাজিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গুরুবন্দনা করলেন কণ্ঠস্বরের কর্ণধার নির্বিরোধী এবং আত্মপ্রচারবিমুখ বাচিকশিল্পী শান্তনু আচার্য। আর উপস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানকে কণ্ঠ মাধুর্যে ভরিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান বাচিকশিল্পী মুক্তি চন্দ। কণ্ঠস্বরের এই অনুষ্ঠান ছিল মূলত গান এবং কবিতার যুগলবন্দি। সঙ্গে ছিল ভাবনৃত্যও। সিসিএনের ডিরেক্টর কল্যাণ মিত্রকে এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বাগত নৃত্য দিয়ে।

আমন্ত্রিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী পূবালী দেবনাথের গানে মেঘ ও বৃষ্টির আবহেও ছিল ঝড়ের আভাস। আর রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী নৈঋতা করণ আর রবীন্দ্রগানে শ্যামল সুন্দরকে আহ্বান জানিয়ে এবং স্বাতী পাল প্রেম পর্যায়ে 'আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি' প্রতীক্ষার অর্ঘ্য সাজিয়ে পরিবেশকে খানিকটা স্নিগ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। গান সহ সমগ্র অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন রানা সরকার, অনির্বাণ দাস ও বুলবুল বোস। সুপর্ণা মজুমদার রবীন্দ্রকবিতার যথাযথ ভাব বজায় রেখে তার আবৃত্তি পরিবেশনে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবাই ফুল ফোটাতে পারে না, যে পারে সে আপনি পারে। আর সেটাই করে দেখিয়েছেন নাট্যকার পরিচালক পার্থপ্রতিম মিত্র। অনুষ্ঠান ছিল ঋত্বিক ঘটক জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'ঋত্বিক ১০০' শিরোনামে কবিতা আলেখ্য রচনা ও নির্দেশনা পার্থপ্রতিম মিত্র, কণ্ঠে ছিলেন শান্তনু আচার্য, মিহির বসু, অরুণাভ ভট্টাচার্য, জয়ব্রত দাস, অমৃতা রায়, অরুণিতা ভট্টাচার্য, পিয়ালি দাস, বর্ণালি, রুমা, মনীষা মিঞ্জ ও অসীম ঘোষ। এছাড়া ভালো লেগেছে শান্তনু আচার্যের পরিচালনায় ছোটদের কবিতার কোলাজ 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' সহ আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান।

- ছন্দা দে মাহাতো

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

পাশে আছি স্বপ্ন দ্যাখো
কেরিয়ার প্ল্যান

রবীন্দ্রভারতীতে সংগীত, নাটক, নৃত্যে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভর্তির বিষয়: ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টসে যেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়া যাবে সেগুলি হল--রবীন্দ্রসংগীত, ভোকাল মিউজিক, নৃত্য, নাটক, সংগীতবিদ্যা, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, পারকাশন এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীত (ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক) বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে।

ভর্তির শর্তাদি: ২০২২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে স্নাতক উত্তীর্ণরা শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরে ভর্তি হতে পারবেন। দু'বছরে মোট চারটি সিমেস্টার।

ভর্তির শর্তাদি: শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

আবেদন করতে চাইলে: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইট দেখুন https://www.rbu.ac.in/

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

এইমস কল্যাণীতে দুটি ডিপ্লোমা কোর্স

১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে

কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)। এই প্রতিষ্ঠানে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ও অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।

কোর্স : এমসে ডেন্টিস্ট্রি বা দন্ত চিকিৎসা বিভাগের দু'টি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে-- ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল হাইজিন এবং ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল মেকানিক্স।

কোর্সের মেয়াদ: দুটি ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। প্রতিটি কোর্সে শূন্য আসন ২টি করে।

প্রতি বছরই এখানে জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয়।

কোর্স ফি: ২০০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদন করতে চাইলে দ্বাদশের পরীক্ষায় জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ইংরেজি-র মতো বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

ভর্তি পরীক্ষা: প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

দুঘণ্টার পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে এমসিকিউধর্মী। মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষায় ৫০ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণরা কোর্সগুলিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদনমূল্য বাবদ যথাক্রমে ২৫০ এবং ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://aiimskalyani.edu.in/

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, কমার্স অ্যান্ড ল, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে ভর্তি নেওয়া হবে: বাংলা, কমার্স, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, ভূগোল, দর্শন, সংস্কৃত, সমাজবিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করা যাবে।

ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অধীনে প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, মাইক্রোবায়োলজি, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যায় ভর্তি হওয়াযাবে।

আবেদন করতে হলে: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকারীকে স্নাতক হতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।

ভর্তি হতে হলে: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://raiganjuniversity.ac.in/

কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন, অফলাইন দুভাবেই আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

মোট আসন সংখ্যা: ৫টি।

ভর্তি হতে হলে: বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। তবে যাঁরা ইউজিসি নেট/ সিএসআইআর নেট/ সেট/ স্লেট/ গেট উত্তীর্ণ বা জাতীয় স্তরের কোনও ফেলোশিপ প্রাপক বা যাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমই বা এমটেক ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদের শুধু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

লিখিতপরীক্ষা: ২৩ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা। ইন্টারভিউ ৩০ সেপ্টেম্বর।

যোগ্যতা: আবেদনকারীর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল বিষয়ে এমটেক/ এমই/ বিটেক/ বিই অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি অথবা বিই/ বিটেক-এর পর এমসিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আগ্রহীদের প্রথমে অনলাইনে ১০০ টাকা আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে অন্যান্য। নথি সহ জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.caluniv.ac.in/

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স সহ বিভিন্ন সেলফ ফিন্যান্সিং কোর্স ও অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির সুযোগ।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে পড়া যাবে: বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এডুকেশন, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, আইন, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশন, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ভর্তি হওয়া যাবে।

আইন ও হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশনের এলএলএম কোর্স এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের বিএলআইএস ও এমএলআইএস-এর কোর্সেও ভর্তি হওয়া যাবে। এর জন্য আলাদা যোগ্যতা প্রয়োজন। বিশদে জানতে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট।

মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি।

আবেদনের শেষ তারিখ: আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://cbpbu.ac.in/

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আগ্রহী প্রার্থীরা এখনই আবেদন করুন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের পাশাপাশি আইন বিষয়েও ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

যেসব কোর্সে আবেদন: মাস্টার অফ সায়েন্স/ মাস্টার অফ আর্টস, মাস্টার অফ কমার্স এবং ব্যাচেলর অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, মাস্টার্স অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, এলএলএম-এ ভর্তির আবেদন প্রায় শেষের পথে।

আইন বিভাগে আসন মোট ৪১টি।

আবেদন করতে হলে: যে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য বিভাগে ভর্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে এখনই দেখুন ওয়েবসাইট।

আবেদন করতে চাইলে: যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.nbu.ac.in/

রেলে স্টেশনমাস্টার, ক্লার্ক সহ বিভিন্ন পদে ১১,৫৫৮

আবেদন করা যাবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত

রেলের চাকরিতে চাকরিপ্রার্থী মাত্রেই পাখির চোখ। অধিকাংশ কর্মপ্রার্থী রেলের চাকরি এই কারণে পছন্দ করেন যে, রেলে বেতন যেমন বেশি তেমনি অন্যান্য সুবিধেও অনেকটাই। নেই চাকরির বাজারে তাই রেলে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার চাকরির খবর অনেকখানি আশার আলো।

কোথায় নিয়োগ: ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

কী ধরনের নিয়োগ: নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে অ্যাকাউন্টস কাম টিকিট ক্লার্ক, জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ক্লার্ক পদে ৩৪৪৫ কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় গুডস ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৮১১টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

রেলে নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় এইসব পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নিয়োগ

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নেওয়া হবে যেসব পদে সে সম্বন্ধে জানানো হল। আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

স্টেশন মাস্টার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদে আবেদন করতে পারেন।

বয়স : প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2. বেসিক পে ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ ৯৯৪টি।

জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৫০৭টি।

সিনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। ব

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭৩২টি।

গুডস ট্রেন ম্যানেজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2.
বেসিক পে: ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩১৪৪টি।

চিফ কমার্সিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: আবেদনকারীর দৃষ্টিশক্তি দরকার B-2.
বেসিক পে: ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৭৩৬টি।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় নিয়োগ

আবেদনপত্র নেওয়া হবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩৬১টি।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৯৯০টি।

ট্রেন্স ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-3.
বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭২টি।

উল্লিখিত সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হিসাব করতে হবে ০১-০১-২০২৫ তারিখের হিসাবে।

তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলি হলে ৪০, ওবিসি হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক-টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দুটি পর্যায়ের অনলাইন সিবিটি টেস্ট হবে।

প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্টে ১০০ নম্বররে ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে।

৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০ শতাংশ, ওবিসিরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি জাতির প্রার্থীরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির প্রার্থীরা ২৫ শতাংশ নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টের জন্য ডাক পাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্তিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে।

বাংলায় প্রশ্ন: কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, রাঁচি ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে স্টেশন মাস্টার পদের বেলায় কম্পিউটার বেসড স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, সনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

ট্রেন্স ক্লার্ক, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, গুডস ট্রেন্স ম্যানেজার পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, যাঁরা যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে আবেদন করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে আবেদন করবেন। এজন্য আবেদনকারীর বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে ও সাক্ষর ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফোটো স্ক্যান করবেন সেই ফোটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য এগুলি কাজে লাগবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করবেন। তখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন।

এরপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০০ টাকা (তপশিলি, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সাধারণ প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফি থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন ব্যাংক চার্জ কেটে।

কোনও ভুল হয়ে থাকলে তা পুনরায় ঠিক করে নিতে পারবেন।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কোন ওয়েবসাইট তা বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট। কলকাতা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbsiliguri.org

কেন্দ্রীয় ৮ বাহিনীতে কয়েক হাজার কনস্টেবল

আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি মানেই তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই বেশি মাইনে। কনস্টেবল পদে কয়েক হাজার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে এখনই আবেদন করুন।

কোন পদে নিয়োগ: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট, সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে আর আসাম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

কমপক্ষে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০২-০১-২০০২ থেকে ০১-০১-২০০৭-এর মধ্যে।

ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলিরা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৬৫ সেমি আর ত্রিপুরা ও সিকিমের নকশাল অধ্যুষিত প্রার্থীদের বেলায় ১৬০ সেমি) আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (পার্বত্য এলাকার হলে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি)।

মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৫৫ সেমি)।

দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় একচোখে ৬/৬ এবং অন্য চোখে ৬/৯। কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 এবং খারাপ চোখে N9. ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, ট্যারা দৃষ্টি, শুধুমাত্র বাঁ চোখ বোজানোয় অক্ষমতা, আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করায় অক্ষমতা, শিরাস্ফীতি, অন্য কোনও শারীরিক ত্রুটি, চোখে চশমা বা কন্ট্যাক্ট লেন্স কিংবা বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না।

মূল মাইনে: ২১৭০০-৬৯১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই: যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন 'কনস্টেবল (জিডি) ইন সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (সিএপিএফএস), এসএসএফ, রাইফেলম্যান (জিডি) ইন আসাম রাইফেলস এগজামিনেশন, ২০২৫-এর পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (সিবিই) হবে আগামী বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ।

প্রশ্নপত্র হবে বাংলাতেও: এই পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বাংলা ভাষা সহ সারা রাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়।

কোন মানের প্রশ্ন: মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে।

কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (পিএসটি) ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (PET) জন্য ডাকা হবে। সেই সময় যাবতীয় সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই ওয়েবসাইটে www.ssc.gov.in

স্টেট ব্যাংকে ৫৮ পদে

আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্পেশালিস্ট ক্যাডার পদে কর্মী নিয়োগ করবে। এটি অফিসার পদমর্যাদার।

যেসব পদে নিয়োগ: ব্যাংকে নিয়োগ হবে ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্ল্যাটফর্ম ওনার), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ক্লাউড অপারেশন্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইউএক্স লিড, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (সিকিউরিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (আইটি-আর্কিটেক্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড অপারেশন্স), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড সিকিউরিটি), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ডেটা সেন্টার অপারেশন্স) এবং সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (প্রোকিয়োরমেন্ট অ্যানালিস্ট) পদে।

মোট শূন্যপদ: ৫৮।

নিয়োগ চুক্তির ভিত্তিতে: উল্লিখিত পদগুলিতে প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে কর্মীদের। এরপর আরও দু'বছর বাড়ানো হতে পারে চুক্তির মেয়াদ।

প্রার্থীর বয়স: ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বয়স যথাক্রমে ৩১-৪৫ বছর, ২৯-৪২ বছর এবং ২৭-৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তদের জন্য থাকছে ছাড়। ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে নিযুক্তদের সর্বাধিক বার্ষিক পারিশ্রমিক হবে যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ। বিভিন্ন পদে আবেদনের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাদারি অভিজ্ঞতা পৃথক। বিশদে জানতে দেখুন মূল বিজ্ঞপ্তি। প্রাথমিক বাছাইয়ের পরে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: ব্যাংকের ওয়েবসাইটে (https://sbi.co.in/web/careers) গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবেদনমূল্য বাবদ ৭৫০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনমূল্যে ছাড় পাবেন সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তরা। এর পর সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ দিন: আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

সন্ধ্যা হতেই প্যান্ডেলে দর্শনার্থীরা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : সেপ্টেম্বর মানেই উৎসবের মরশুম শুরু। আর শুরুটা হয় গণেশপুজো দিয়ে। অন্যান্য জায়গার মতো ময়নাগুড়িতেও এবার ধুমধাম করে গণপতি বন্দনা হবে। এখানকার উল্লেখযোগ্য গণেশপুজোগুলির মধ্যে ইনফিনিটি বয়েজ, ময়নাগুড়ি রোড ওয়েসিস ক্লাব ও ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার শিব-শনি মন্দির গণেশপুজো কমিটির পুজো অন্যতম। শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে একাধিক প্যান্ডেলে প্রতিমা চলে এসেছে। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শনার্থীরা ভিড় করতে শুরু করেছেন।

জাগৃতি মোড় লাগোয়া স্টেশন রোডের পাশে রয়েছে ইনিফিটি বয়েজের গণেশপুজোর প্যান্ডেল। এবছর তাদের পুজোর দ্বিতীয় বর্ষ। স্থানীয় শিল্পী বৃষ্ণা দেবগুপ্ত বাঁশ ও প্লাইউড দিয়ে প্যান্ডেলটি তৈরি করেছেন। শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী শ্যামল পাল ১৩ ফুট উচ্চতার গণেশমূর্তি তৈরি করেছেন।

শুক্রবার গণেশমূর্তি নিয়ে আসার সময় জমকালো শোভাযাত্রা বের করেন কমিটির সদস্যরা। ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক তীর্থ বণিক ও সোহান সাহা জানান, ৮ অগাস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কলকাতার ডেকার্স লেনের অরুণ পাল খিচুড়ি রান্না করবেন। কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে সেই খিচুড়ি বিতরণ করা হবে। কমিটির সভাপতি ছোট বণিক জানান, গণেশপুজোর দিন বিতরণ হবে কয়েক হাজার লাড্ডু ও মোদক।

পুজোর অষ্টম বর্ষে ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার শিব-শনি মন্দির গণেশপুজো কমিটির তরফেও পুজো হচ্ছে। পুজো কমিটির কর্তা সুশান্ত শূর জানান, পুজোর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

ময়নাগুড়ি রোড ওয়েসিস ক্লাবের গণেশপুজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। থাকছে সুদৃশ্য প্যান্ডেল ও আলোকসজ্জা। পুজো কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ রায় ও সভাপতি অম্বরীশ দাস জানান, চারদিন ধরে কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।

ময়নাগুড়ির একটি গণেশপুজো মণ্ডপ। শুক্রবার অভিরূপ দে'র ক্যামেরায়।

আজ শহরে

■ ময়নাগুড়ি বিজলী সংঘের ৪৫তম রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণে ত্রয়ী প্রণাম উৎসব শনিবার থেকে শুরু হবে। শহরের দুর্গাবাড়ি মোড়ে ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠান চলবে সোমবার পর্যন্ত। শনিবার বসে আঁকো, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও সংগীত প্রতিযোগিতা দুটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে।

■ জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ময়নাগুড়ি শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৮৫৯৭২৫৮৬৯৭ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	৩
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৬
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৪
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৭
ও নেগেটিভ	–	০

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	১০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	১৭
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৮
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৯
এবি নেগেটিভ	–	০

■ এফএফপি

এ পজিটিভ	–	২৫
এ -নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২৬
ও পজিটিভ	–	৩০
এবি পজিটিভ	–	২০

■ প্লেটলেট

এ পজিটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১

প্রতিবাদ অব্যাহত

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ যানজটের মধ্যেও চলল আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন কর্মসূচি। রাস্তায় ছিল না পর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থা। একদিকে যানজটে নাকাল হল শহরের মানুষ। আর অন্যদিকে রাস্তাজুড়ে চলল মিছিল, পথসভা। রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির জলপাইগুড়ি শাখার তরফে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। মাথায় কালো ফেট্টি বেঁধে পোস্ট অফিস মোড় থেকে কদমতলা পর্যন্ত যান সদস্যরা। এরপর কদমতলা মোড়ে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। গান, আবৃত্তি এবং বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়।

কদমতলার অপরদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফণীন্দ্রদেব ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তনীরা এক প্রতিবাদী সভার আয়োজন করেন। ১৯৮২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় সব ব্যাচের ছাত্ররা এই প্রতিবাদী সভায় অংশ নেন। এছাড়াও পান্ডাপাড়ার এক সর্বজনীন পুজো কমিটির তরফে গণেশমূর্তি আনার শোভাযাত্রায় আরজি কর কাণ্ডে বিচারের দাবি জানানো হয়। কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের হাতে ব্যানার এবং মোমবাতি নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়। মাইকে প্রচারের মাধ্যমে সকল শহরবাসীকে জানানো হয় আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এবছর কমিটির সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের খবর। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বিচার চেয়ে এদিন সন্ধ্যায় পান্ডাপাড়া পার্ক মোড় নারীশক্তির তরফে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। পার্কের মোড় থেকে বেগুনটারি মোড় পর্যন্ত গিয়ে মিছিলটি ফের একই পথে ফিরে আসে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি পুরসভার দেশবন্ধুপাড়া এলাকায় কুয়ো থেকে পুলিশ একটি দেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম প্রসেনজিৎ সাহা (৫৩)। এদিন সকালে প্রসেনজিৎকে বাড়ির কুয়োতে ভাসতে দেখা যায়। মৃতের পরিবার জানিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরেই নিজের মুদি দোকান ভালো না চলায় প্রসেনজিৎ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁদের অনুমান প্রসেনজিৎ আত্মহত্যা করেছেন। মৃতের ভাই অভিজিৎ সাহা বলেন, 'প্রতিদিনই দাদা কুয়োর পাড়ে যেতেন। বৃহস্পতিবার রাতে অসুস্থ হয়ে কুয়োতে পড়ে গেলেন নাকি আত্মহত্যা করলেন সেটা স্পষ্ট নয়।' পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বড়ুয়াপাড়া এলাকাতে এক মহিলার ট্রেনে কাটা দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম অনতা রায় (৩৫)। ময়নাগুড়ির জিআরপি দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেলে নিয়ে যায়। মৃতার স্বামী দিলীপ রায় বলেন, 'আমার স্ত্রী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। আমি বাড়িতে না থাকায় অনতা কখন বাড়ির পাশের রেললাইনে চলে যায় বুঝতে পারিনি।'

চাঁদার জুলুম

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পণ্য পরিবহণের কাজে বেসরকারি নির্মাণ সংস্থার গাড়িচালকরা জুলুমের শিকার হচ্ছেন বলে ওই সংস্থার পরিচালন কর্তৃপক্ষের অভিযোগ। বিশ্বকর্মাপুজোর চাঁদার জন্য প্রতি গাড়ি থেকে ৫০০ টাকা করে চাঁদা তোলা হচ্ছে। এতে চালকরা বিপাকে পড়ছেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

১০১ কেজি লাড্ডু তৈরি করছেন কারিগর। -সংবাদচিত্র

৪০ হাজার টাকায় ১০১ কেজির লাড্ডু

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : দেশের বড় শহরগুলির মতোই জলপাইগুড়ি শহরেও গণেশ চতুর্থী নিয়ে উন্মাদনার পারদ চড়েছে। সিদ্ধিদাতার আরাধনায় পুজো কমিটিগুলি বাজেট, জৌলুসে শহরবাসীকে তাক লাগিয়েছে। ১৬ ফুটের গণেশ থেকে মণ্ডপসজ্জায় রকমারি লাইটের পাশাপশি পান্ডাপাড়া সর্বজনীন গণেশপুজো কমিটি গণেশের ভোগ হিসেবে ১০১ কেজি ওজনের বিশাল লাড্ডু তৈরি করছে। পুজো কমিটির পরিচালন সমিতির সদস্য শ্যাম সাহার বক্তব্য, 'পুজো শেষে ওই লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হবে।'

পুজোর মণ্ডপে ১০১ কেজির একটি লাড্ডু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে জয়নগরের শিল্পী খোকন নস্করকে ওই লাড্ডু বানানোর বরাত দেওয়া হয়েছে। জয়নগর থেকে জলপাইগুড়িতে এসে কাজ শুরু করেছেন খোকন। খোকন জানিয়েছেন, কাজু, কিশমিশ, বাদাম, চেরি প্রভৃতি দিয়ে লাড্ডুটি বানানো হয়েছে। খোকন বলেন, 'এত বড় লাড্ডু আগে বানাইনি। ১০১ কেজির লাড্ডু বানাতে হবে শুনে কিছুটা ইতস্তত হলেও পরে হ্যাঁ করে দিই। সাতদিন ধরে একেকটা স্তর করে লাড্ডুটা বানাচ্ছি।'

এমন বিশালাকার লাড্ডু বানিয়ে গণেশকে ভোগ দেওয়ার শুরু কীভাবে হল তা শোনালেন পুজো কমিটির পরিচালন সমিতির সদস্য শ্যাম সাহা। তিনি জানান, তাঁদের পুজো কমিটি শহরের গণেশপুজোয় নতুন কিছু করার উদ্যোগ নেয়। মুম্বইয়ের গণেশ পুজোগুলিতে বড় বড় লাড্ডু দিয়ে সিদ্ধিবিনায়কের আরাধনা করার প্রবণতা দেখে গতবছর থেকে তাঁরাও বড় লাড্ডু বানিয়ে গণেশকে ভোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৫১ কেজি ওজনের লাড্ডু বানানোর প্রস্তাব নিয়ে বেশ কয়েকটি মিষ্টির দোকানে যান। কিন্তু শহরের মিষ্টির কারিগররা এত বড় কাজের ঝুঁকি নেননি। শ্যাম বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে জয়নগর থেকে লাড্ডুর কারিগর খোকন নস্করকে নিয়ে আসি। গতবার ৫১ কেজির লাড্ডুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আমাদের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। ব্যাপক জনসমাগম দেখে, এবার আমরা ১০১ কেজি ওজনের লাড্ডু বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ১০১ কেজি লাড্ডু মণ্ডপে আনা হয়েছে কি না বৃহস্পতিবার থেকে সেই খবর নিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই। উদ্যোক্তাদের আশা শনিবার গণেশের পাশে লাড্ডুটি রাখা হলে দর্শনার্থীদের ভিড় গতবারের জনসমাগমকে ছাপিয়ে যাবে।

করলার পাড়ে অসামাজিক কাজ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : লক্ষ লক্ষ টাকা খরচে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে করলা নদীপাড়ের সৌন্দর্যায়ন হয়। সেই এলাকাটি এখন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সন্ধ্যা হওয়ামাত্রই অন্ধকারে ঢেকে যায় এই নদীপাড় এলাকাটি। মুক্ত বাতাস নিতে সকাল সন্ধ্যায় এখন আর কেউই নদীপাড়ে আসেন না। বেঞ্চ থেকে পথবাতি সবকিছুই ভেঙে পড়ছে। সেগুলির একাংশ খুলে নিয়ে দুষ্কৃতীরা বিক্রি করে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় মহলে। রাত হলেই বিশ্ব বাংলার সামনে বসছে নেশার আসর। পাশাপাশি, করলার দু'পাড় ঘন ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গিয়েছে। বেড়েছে সাপের উপদ্রব। এলাকাবাসীও ভয়ে আর এমুখো হন না।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে খবর, সৌন্দর্যায়নের কাজ উদ্বোধনের পর জলপাইগুড়ি পুরসভাকে এটির দেখভালের জন্য বলা হয়েছিল। যদিও পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের পালটা জবাব, 'এমন কোনও চুক্তি বা নির্দেশিকা আমাদের ছিল না।'

শহরের জুবিলি পার্ক, চিলড্রেন পার্কের মতো বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের সামনে গড়ে ওঠা করলা নদীর দু'পাড়ের সৌন্দর্যায়ন হওয়ায় এটিও শহরবাসীর দু'দণ্ড আরাম করার জায়গা হয়ে উঠেছিল। সেখানকার ২০টি শৌখিন পথবাতির মধ্যে দুটি মাত্র এখন টিমটিম করে জ্বলে। সমসংখ্যক বেঞ্চের মধ্যেও দু'তিনটে পড়ে রয়েছে। পথবাতির পোস্টটিকেই উপড়ে নিয়ে গিয়েছে কেউ।

স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন বসুর আক্ষেপ, 'সরকারি অর্থ খরচে এত সুন্দর জায়গা তৈরি হয়েছিল। সকাল সন্ধ্যায় আমরা বয়স্করা এখানে এসে বসতাম, আড্ডা দিতাম। এখন বেঞ্চ নেই, চারিদিক অন্ধকারে ডুবে থাকে। সুস্থ পরিবেশও একেবারে নষ্ট হয়েছে গিয়েছে।'

অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আসর বসায় প্রশাসনের দ্রুত এব্যাপারে পদক্ষেপ করা এবং পুনরায় আগের সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনা উচিত বলে দাবি করলেন জীবিতেশ সরকার নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা।

বাড়িতে গণেশপুজোর হিড়িক

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরে বারোয়ারির পাশাপাশি বাড়িতে বাড়িতেও গণেশপুজোর হিড়িক দেখা যাচ্ছে। শহরের মৃৎশিল্পীদের গণেশমূর্তি তৈরির অর্ডার দিচ্ছেন শহরবাসী।

শহরে ঘুরে দেখা গেল ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবার বড় পুজো ছাড়াও প্রায় ১০-১২টা বারোয়ারি পুজো রয়েছে। আর মৃৎশিল্পীদের বরাত বিচার করলে বাড়ি ও দোকানের পুজো মিলে শতাধিক পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে এবার জলপাইগুড়ি শহরে। পান্ডাপাড়া ১২ মোড় বয়েজ গণেশপুজো কমিটি এবার তৃতীয় বর্ষে পড়ল। রাহুল রায় বলেন, 'বন্ধুরা ঠিক করেছিলাম গণেশপুজো করব। সেই থেকে শুরু। তারপর আরও অনেকেই যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে।'

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত শহরে বারোয়ারি গণেশ চতুর্থী পুজো হত হাতেগোনা বাড়িতে বা দোকানে। এসময় তো গণেশপুজো হতই না বললেই চলে। বাঙালিদের গণেশপুজো মানে পয়লা বৈশাখ। আর কিছু ক্ষেত্রে অক্ষয় তৃতীয়ায়। কিন্তু শেষ তিন বছর ধরে শহরে বেড়েছে গণেশ চতুর্থী পুজো। বারোয়ারির সঙ্গে বাড়িতেও বাড়ছে গণেশপুজো। চঞ্চল পাল নামে এক মৃৎশিল্পীর কথায়, 'আগে আমরা কেউ একটা, কেউবা দুটো বারোয়ারি গণেশমূর্তি বানাতাম। কিন্তু এবছর ছোট গণেশমূর্তি বাড়িতে পুজোর জন্য অনেকে কিনছেন। আমাদের তো গণেশ চতুর্থী উৎসবই না। তাও ভালোই অর্ডার পাচ্ছি। গণেশপুজোর জন্য বিশ্বকর্মা এবং দুর্গাপুজোর প্রতিমা গড়ার কাজ একটু দেরি হচ্ছে।'

একই সুর শোনা আরেক মৃৎশিল্পী মাধব শীলের গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'বাঙালিরা সহজেই অন্যদের আস্থা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করে। তাই ইদানীং বিভিন্ন প্রদেশের নানা জাতির উৎসবকে নিজের করে নিয়েছে তাঁরা।' শুধু চঞ্চল বা মাধবই নন, অর্ডার নেওয়ার গণেশমূর্তি বানাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছেন জীবন পাল, রাকেশ পাল, সুদীপ বর্মনের মতো শিল্পীরা। তাঁদের কথায়, 'হঠাৎ করেই জলপাইগুড়িতে বারোয়ারির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেও গণেশ চতুর্থী পালনের হিড়িক বেড়েছে। আগে হয়তো আমরা দু'একটা গণপতির প্রতিমা বানাতাম। সেখানে এবার কেউ দশটা, কেউ আটটা, কেউ আবার ১২টা করে প্রতিমা বানাচ্ছি।'

আচমকা গণেশ চতুর্থী পালনের প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন করতে ব্যবসায়ী সজীব রায় বললেন, 'পয়লা বৈশাখে কাজের চাপ থাকে। এখন চাপ একটু কম। তাই ঠিক করলাম এই সময়ে পুজো করার। পয়লা বৈশাখের পুজোয় পুরোহিত পাওয়া মুশকিল হত। সব কথা ভেবেই এসময় পুজোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শহরের গৃহিণী প্রতিমা চক্রবর্তী গণেশ চতুর্থীতে পুজোর হিড়িক নিয়ে বলেন, 'ছেলে নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। সে বলল গণেশ চতুর্থীতে পুজো করবে। সেই থেকে মূর্তি এনে গত তিন বছর আমরা পুজো করছি।' পয়লা বৈশাখ বাদে গণেশ চতুর্থী কেন? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'এখনকার ছেলেমেয়েদের চিন্তাভাবনা এবং দর্শন আলাদা। বাংলায় মিশ্র সংস্কৃতির আর একটি নতুন নজির হয়ে উঠছে গণেশ চতুর্থী।'

চক্রবর্তী পরিবারের পুজো

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি শহরে উন্মাদনা বাড়ছে। শহর লাগোয়া পান্ডাপাড়ার চক্রবর্তী পরিবারের গণেশপুজোর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সারা। মূলত পারিবারিক পুজো হলেও চক্রবর্তী পরিবারের গণেশ আরাধনায় জনসাধারণের উপস্থিতি নজর কাড়ে। চক্রবর্তী পরিবারের বরিষ্ঠ সদস্য জিতেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমাদের বাড়িতে এই পুজো হচ্ছে। পুজোর দিন সন্ধ্যার পরে চক্রবর্তীবাড়ির সামনে মাঠে সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হবে।' গণেশপুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরে থানা মোড়ে মূর্তি আনা হয়। শহরের ৪ নম্বর গুমটি এলাকার গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারও আগেভাগেই সাড়া পড়েছে।

যাত্রী কমছে রিকশায়

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : একসময় যেখানে রিকশার দাপটই ছিল সবথেকে বেশি, আজ সেই রিকশা বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে ধূপগুড়ি শহরজুড়ে মাত্র গোটা ছয়েক রিকশা চলে। টোটোর ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে সেগুলি। চার্জিংয়ে বিশেষ খরচ নেই, পরিশ্রম সাপেক্ষে আয় অনেকটাই বেশি। টোটোর এসব সুবিধার জন্যই অনেকে টোটোচালক হতে চান। অনেক রিকশাচালকও পেশা বদল করে টোটো চালাচ্ছেন। বেকার তরুণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ দলে দলে টোটোচালক হয়ে যাওয়ায় শহরগুলির রাস্তা কার্যত টোটোর দখলে চলে গিয়েছে। যার সমাধানে প্রশাসনকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এদিকে, যাঁরা নানা কারণে সেই পেশায় যেতে পারেননি, তাঁরা রিকশাতেই আটকে আছেন। সারাদিনে গুটিকয়েক যাত্রী জুটছে তাঁদের।

এমনই এক রিকশাচালক মনা সাহা বলেন, 'স্ত্রী-পুত্র বা পরিবার বলতে কেউ নেই। থাকলে রিকশা চালিয়ে সংসার চালানো চাপের হয়ে যেত। বর্তমানে শহরজুড়ে মাত্র ছয়টি রিকশা চলে। সারাদিনে কখনও ৫০, কখনও বা ১০০ টাকা আসে। পুজোর সময় একটু বেশি আয় হয়। বাকি সময় ওইটুকু আয়েই চলতে হয়।' ধূপগুড়ির রিকশাচালক হরিপদ রায় পেশা বদল করে টোটো কিনে চালাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে, তাই রিকশা ছেড়ে টোটো কিনেছি।' এই টোটোর দাপটে শুধু রিকশা নয়, ছোট রুটের অটো, ভ্যানগুলিও পেশা নিয়ে বিপদে রয়েছে।

ধূপগুড়ি শহরের এক বাসিন্দা মণীশ বসাক বলেন, 'রিকশাচালকদের অনেকেই পেশা বদলে টোটো চালাচ্ছেন। তবে এখনও রিকশা হারিয়ে যায়নি। শহরে কয়েকটি রিকশা এখনও দেখা যায়। বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকেই রিকশায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।'

তবে এটাও ঠিক, শুধু টোটো কিনলেই হল না, টোটো চালানোয় বেশ কিছু নিয়ম-নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলি মেনে চলা দরকার। বিভিন্ন পুরসভা শহরে অত্যধিক টোটোর কারণে বেশ কিছু নিয়ম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্দেশ্য টোটোর ভিড় কমানো। কিন্তু, ব্যতিক্রম ধূপগুড়ি পুরসভা। তারা এখনও তেমন কোনও উদ্যোগ নিতে পারেনি। ধূপগুড়ির বাসিন্দা রূপা সরকার বলেন, 'একসময় রিকশাই কম খরচে যাতায়াতের মূল উপায় ছিল। এখন টোটো এসেছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে টোটোকেই সকলে বেছে নিচ্ছেন। তবে এটাও ঠিক যে, টোটো চলাচলে একাধিক নিয়ম, নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেগুলি কার্যকরী হওয়া দরকার। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।'

এনিয়ে ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'টোটো নিয়ে পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশ এসেছে। সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

ভাড়া না পেয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রিকশাচালক। -সংবাদচিত্র

নেশাগ্রস্তদের দাপট বাড়ছে মাল নদীর ঘাটে

সন্তু চৌধুরী

মালবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল মাল নদীর ঘাট। পাকা সিঁড়ি, র‍্যাম্প সহ পেভার্স ব্লকের বড় অংশ ঘাটের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিল কয়েকগুণ। কিন্তু নদীর পাড়ের এই মনোরম পরিবেশে ক্রমাগত বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের আনাগোনা। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে বা মাঝে মাঝে আলোর নীচেই নেশার আসর নিয়ে বসছে নানা বয়সি। মদ, গাঁজা কোনওটাই বাদ যাচ্ছে না। নেশাগ্রস্তদের দাপট এতটাই বেশি যে, চোখের সামনে দেখেও পরে সমস্যা হতে পারে বুঝে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কোনওরকম প্রতিবাদে যেতে চাইছেন না।

মালবাজারে ঘুরে ঘুরে পরিবর্তিত হয় নেশাগ্রস্তদের নেশা করার জায়গা। হঠাৎ হঠাৎ পুলিশের তৎপরতা বাড়লে গতি কিছুটা হ্রাস পেলেও পুরোপুরি সমূলে উচ্ছেদ করা যায়নি শহরের নেশার প্রবণতাকে। চা বাগানে ঘেরা শহরের প্রান্তগুলিতে নেশা করার 'আদর্শ' জায়গার অভাব নেই। মাল নদীর ঘাটের অংশটি শহরের মূল অংশ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। ওই এলাকার আশপাশে খুব বেশি জনবসতিও নেই। গ্যারাজ ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল ওই এলাকার ব্যবসাও সন্ধ্যার পরে প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। এই সমস্ত বিষয়ের সুযোগ নিয়েই ক্রমাগত মাল নদীর ব্রিজ সংলগ্ন নদীর পাড়ের এলাকায় দিন-দিন নেশাগ্রস্তদের জমায়েত বাড়ছে। নেশার এই ঘটনা নিয়ে চিন্তা সহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। তিনি বলেন, 'প্রশাসন কড়া হাতে ব্যবস্থা নিক।'

মাল নদীর পাড় ছাড়াও শহর ঘেঁষা ভাঙা পাহাড়, গুড়জংঝোরা রেলগেটের পার্শ্ববর্তী এলাকা, পুষ্পিকা বালিকা বিদ্যালয় লাগোয়া চা বাগান এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে নেশার আসর বসে। বড় আসর বসে ওল্ড মাল এলাকা থেকে তেশিমলা পর্যন্ত বিস্তৃত রেললাইনের দু'পাশে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরে বেশ কিছু জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়ে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, মূলত নেশার টাকা জোগাড় করতে স্থানীয় একশ্রেণির মানুষই এই চুরির সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ অবশ্য এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু শহরে যেভাবে নেশার কারবারিদের দাপট বাড়ছে তাতে শহরের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মাল নদীর এই ঘাটে সন্ধ্যার পর বসছে নেশার আসর।

লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

মালবাজার, ৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ও শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে মাল আদর্শ বিদ্যাভবনে শুক্রবার ব্লকস্তরীয় স্কুলভিত্তিক লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা হল। সর্বশিক্ষা মিশন এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (ডায়েট) তত্ত্বাবধানে ওই প্রতিযোগিতাটিতে মাল ব্লকের ১৩টি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় পুষ্পিকা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সেরা হয়েছে। পাতিবাড়ি উচ্চবিদ্যালয় এবং ওদলাবাড়ির আদর্শ হিন্দি উচ্চবিদ্যালয় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বিজয়ী ওই তিনটি স্কুল ১২ সেপ্টেম্বর বেলাকোবায় জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ডায়েটের অধ্যাপক মোঃ ওয়ারিস, অতিরিক্ত জেলা প্রোজেক্ট অফিসার রাজীব চক্রবর্তী, মালের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বনশ্রী দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৯০০ গোলের শিখরে সিআর সেভেন

পরিসংখ্যানে রোনাল্ডো

পর্তুগাল ১৩১
স্পোর্টিং লিসবন ৫
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১৪৫
রিয়াল মাদ্রিদ ৪৫০
জুভেন্তাস ১০১
আল নাসের ৬৮

পেনাল্টি থেকে গোল ১৬৪
ফ্রি কিক থেকে গোল ৬৪
হ্যাটট্রিক ৬৬

লিসবন, ৬ সেপ্টেম্বর : ২০০২ সালের ১৪ অগাস্ট। ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল এক রোগাপাতলা চেহারার ১৭ বছর বয়সি ফুটবলারের। তারপর কেটে গিয়েছে ২২ বছর। সেই রোগাপাতলা চেহারার ফুটবলারই সর্বকালের সেরাদের একজন। গত দুই দশক যিনি মাতিয়ে রেখেছেন বিশ্ব ফুটবলকে। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন তাঁর মজ্জাগত। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নজির। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীররাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।

এদনি ম্যাচের ৭ মিনিটে ডিয়েগো ডালটের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ৩৪ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। নুনো মেন্ডেজের ক্রস থেকে গোল করেন সিআর সেভেন। গোলের পর চিরাচরিত সেলিব্রেশনের পরিবর্তে হাঁটু মুড়ে মাঠে বসে পড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা। কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নজির গড়েও কিছুটা সংযমী তিনি। এমনিতে রোনাল্ডো মানেই আগ্রাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন। অনন্য কীর্তি গড়ার পর রোনাল্ডো বলেছেন, ‘এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।’

রোনাল্ডোর পরবর্তী লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। তিনি বলেন, ‘১০০০ গোল করতে চাই। যদি আমি কোনও বড় চোট না পাই তাহলে এটাই আমার মূল লক্ষ্য হবে।’ কেরিয়ারের ক্লাব ফুটবলে সম্ভাব্য সকল ট্রফি জিতলেও দেশের জার্সিতে অধরা রয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপ নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভাবছেন না রোনাল্ডো। বরং ইউরো জয়টা তাঁর কাছে বিশ্বজয়ের সমান। তিনি বলেন, ‘পর্তুগালের হয়ে ইউরো জয়টা আমার কাছে বিশ্বকাপ জেতার সমান। আমি পর্তুগালের হয়ে ইতিমধ্যে দুটি ট্রফি জিতেছি।’

২০০২ সালের ৭ অক্টোবর কেরিয়ারের প্রথম গোল করে জানান দিয়েছিলেন ফুটবল বিশ্বকে শাসন করতে এসে গিয়েছেন। সেইসময় অবশ্য তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির অন্যতম সেরা প্রতিভা। তখন পেশাদার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি।

কেরিয়ারের ৯০০ গোলের মধ্যে ৭৬৯টি গোল ক্লাবের হয়ে এবং ১৩১টি গোল দেশের জার্সিতে করেছেন রোনাল্ডো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে বিশ্ব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পেলেও কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের শ্বেতশুভ্র জার্সিতে ৪৫০টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেশি ৬৯টি গোল করেছেন ২০১১-’১২ মরশুমে। সেটাও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের হয়ে খেলা ৯টি মরশুমের ৮টিতেই গোলের হাফ সেঞ্চুরি করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডো।

এক ঝলকে

স্পেন ০-০ সার্বিয়া
পোল্যান্ড ৩-২ স্কটল্যান্ড
ডেনমার্ক ২-০ সুইৎজারল্যান্ড
সান মারিনো ১-০ লিচেনস্টাইন
আজারবাইজান ১-৩ সুইডেন
বেলারুশ ০-০ বুলগেরিয়া
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ২-০ লুক্সেমবার্গ
এস্টোনিয়া ০-১ স্লোভাকিয়া

> এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশেপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।
> -ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নজির গড়ার পর সতীর্থের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

খেলায় আজ

২০০৪ : আইসিসি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার ও টেস্টের বর্ষসেরার ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন রাহুল দ্রাবিড়। একই মঞ্চে ইরফান পাঠানকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা এমার্জিং ক্রিকেটারের পুরস্কার।

ভাইরাল

রানার ফ্লাইং কিস

গত আইপিএলে আউট করার পর বিপক্ষ ব্যাটারকে ফ্লাইং কিস দিয়ে এক ম্যাচ নির্বাসন ও ১০০ শতাংশ জরিমানার মুখে পড়েন হর্ষিত রানা। শুক্রবার দলীপ ট্রফির ম্যাচে ইন্ডিয়া ‘সি’ দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে আউট করে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইন্ডিয়া ‘ডি’ দলের বোলার রানা ফ্লাইং কিস দিলেন।

ইনস্টা সেরা

স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

সংখ্যায় চমক

২০ বছর

২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিলের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে জয় পেল ফিফা ক্রমতালিকায় সবার নীচে থাকা সান মারিনো। ১২০ ম্যাচ পর উয়েফা নেশনস লিগে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় লিচেনস্টাইনকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চলতি বছর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি টেস্টের জন্য ছয়দিন রাখা হয়েছে। কেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. যুবরাজ সিং, ২. মহম্মদ নিসার।

সঠিক উত্তরদাতারা

শাশ্বত গোপ, ডিআরবি বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, পৌলোমী সাহা, শতদল কর্মকার, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুখেন স্বর্ণকার, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, বীথিকা দাস, চিত্রা বসাক।

চিলি ম্যাচ শেষে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে শূন্যে তুলে উচ্ছ্বাস আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের।

চিলিকে হারিয়ে মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল আর্জেন্টিনার

আর্জেন্টিনা-৩ চিলি-০

বুয়েনস আয়ার্স, ৬ সেপ্টেম্বর : পায়ের চোটের জন্য মাঠে ছিলেন না লিওনেল মেসি। আগেই অবসর ঘোষণা করে ফেলায় ছিলেন না অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াও। তারপরও জিতে ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের দিকে আর্জেন্টিনা এক পা বাড়িয়ে রাখল। চিলির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতে আলবিসিলেস্তেরা দীর্ঘদিনের সতীর্থ ডি মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল দিলেন।

এদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন ডি মারিয়া। ম্যাচ শেষে তাঁকে আকাশে ছুড়ে দিয়ে উদযাপনে মেতে ওঠেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডিরা। সতীর্থদের আবেগ দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে যায় মারিয়ার মধ্যেও। যা আরও বাড়িয়ে দেয় তাঁকে পাঠানো মেসির বার্তা। মেসি লিখেছেন, ‘আশা করি সন্ধ্যাটা পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে তুমি ভালোই উপভোগ করেছ। আমরা যা কিছু পেতে চেয়েছিলাম সবই অর্জন করেছি। ফুটবলজীবনের সকল আনন্দ আমরা ভাগ করে নিয়েছি। তোমার অভাব অনুভব করব। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

মেসি না থাকায় এদিন পাওলো ডিবালা ১০ নম্বর জার্সি গায়ে নেমেছিলেন। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে আর্জেন্টাইন যুবরাজও কি তাহলে অবসরের পথে পা বাড়াচ্ছেন?

গতিময় ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৮ মিনিটে আসে তাদের প্রথম গোল। খেলার দিক পালটে রডরিগো ডি পলকে ডান দিকে পাস বাড়ান ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডি পল বল দেন হুলিয়ান আলভারেজকে। আলভারেজ চলতি বলেই ক্রস রাখেন। কিন্তু লওটারো মার্টিনেজ ফলস দেওয়ায় হতভম্ব হয়ে যায় চিলি রক্ষণ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৮৪ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল আলভারেজের। স্টপেজ টাইমে দুরূহ কোণ থেকে গোল করে ১০ নম্বর জার্সির মর্যাদা রেখেছেন ডিবালা।

দলীপে ৪ শিকার আকাশের

উনিশের মুশিরের ১৮১, স্পিনে দাপট মানবের

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : তারুণ্যের তেজ।

দলীপ ট্রফির চলতি জোড়া ম্যাচে বছর উনিশের মুশির খান, বাইশের মানব সুথর তারুণ্যের যে পতাকা তুলে ধরছেন। গতকাল প্রথম দিনে পেস-সহায়ক পিচে সিনিয়ার সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে অপরাজিত শতরানে নজর কাড়েন ভারতীয় ‘বি’ দলের মুশির খান।

আজ দ্বিতীয় দিনে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘এ’ বনাম ‘বি’ ম্যাচেও জারি মুশিরের দাপট। যার সামনে ফের ভোঁতা পেস-বাউন্সি উইকেটে খলিল আহমেদ, আবেশ খান, আকাশ দীপদের শর্ট-পিচ স্ট্র্যাটেজি। অষ্টম উইকেটে নভদীপ সাইনিকে (৫৬) নিয়ে গড়লেন ২০৫ রানের যুগলবন্দি। ১০৫ রান থেকে এদিন শুরু করে যখন কুলদীপ যাদবের শিকার হন, মুশিরের নামের পাশে ঝলমল করছে ১৮১।

৩৭৩ বলের ম্যারাথন ইনিংসে মারেন ১৬টি চার ও ৫টি ছক্কা। মুশির-ম্যাজিকের কাঁধে চড়ে ‘বি’ দল ৯৪/৭ থেকে পৌঁছে যায় ৩২১-এর ভালো জায়গায়। নয় নম্বরে নেমে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের সর্বোচ্চ স্কোর করেন নভদীপও। বাংলার রনজি দলের সদস্য আকাশ দীপ ‘এ’ দলের পক্ষে সবাধিক চারটি উইকেট নেন।

জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘এ’ দলের স্কোর ১৩৪/২। মুকেশ কুমার-যশ দয়ালরা অনুকূল পরিস্থিতিতে নতুন বলে উইকেট এনে দিতে ব্যর্থ। শেষপর্যন্ত দুই ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল (৩৬) ও অধিনায়ক শুভমান গিলকে (২৫) আউট করেন নভদীপ। রিয়ান পরাগ ও লোকেশ রাহুল দিনের শেষে যথাক্রমে অপরাজিত ২৭ ও ২৩ রানে। বাংলাদেশ সিরিজের আগে লোকেশ চাইবেন, দলীপের পিচে প্রস্তুতি আরও ভালোভাবে সেরে নিতে।

চাপের মুখে লড়াকু ইনিংসের তৃপ্তি নিয়ে মুশির বলেন, ‘উলটো দিক থেকে নিয়মিত উইকেট পড়লেও নিজেকে বলেছিলাম, উইকেট দেব না। যত বেশি সম্ভব বল খেলব। জুটির খোঁজে ছিলাম। সাইনিভাই ক্রিজে আসার পর সেই ভরসা জোগায়।’

অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত ‘ডি’ বনাম ‘সি’ দলের টক্করে নজর কাড়লেন রাজস্থানের ২২ বছরের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার। পিচে সবুজের আভা। বাউন্সি উইকেট। পেসারদের আদর্শ যে বাইশ গজেই স্পিনে কামাল মানবের। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে গত আইপিএলে মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সেই ‘অখ্যাত’ মানবের ঘূর্ণি প্রতিপক্ষ ‘ডি’ দলের ইনিংসকে নাগালের বাইরে যেতে দেয়নি। ভারতীয় ‘ডি’ দলের ১৬৪ রানের জবাবে এদিন ‘সি’ দলের প্রথম ইনিংস ১৬৮ রানে শেষ হয়। দিনের শুরুতেই অভিষেক পোড়েল (৩৪) ফেরার পর দলকে টানেন বাবা ইন্দ্রজিৎ (৭২)। ৪ উইকেট নেন হর্ষিত রানা। ৪ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘ডি’ দলের স্কোর ২০৬/৮। আট উইকেটের মধ্যে একাই পাঁচটি নেন মানব (৫/৩০)।

প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঝেড়ে এদিন হাফ সেঞ্চুরি করেন ‘সি’ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৫৬) ও দেবদূত পাডিক্কাল (৫৪)। রিকি ভুঁই করেন ৪৪। প্রথম ইনিংসের ৮৬ করা অক্ষর অপরাজিত ১১ রানে। সবমিলিয়ে ‘ডি’ দলের লিড ২০২। হাতে অবশিষ্ট দুই উইকেট। প্রথম দুইদিনের হালহকিকত যা, তাতে দুশো প্লাস স্কোর তাড়া করা সহজ হবে না।

ব্যাট হাতে লড়াকু শতরান করে ফিরছেন মুশির খান। শুক্রবার।

রহিম ফিরতে চান জাতীয় দলে

প্রথম একাদশের লক্ষ্যে পরিশ্রম করছেন কিয়ান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : একদিকে স্বপ্নপূরণের হাতছানি, অন্যদিকে দাঁতে-দাঁত চেপে ফিরে আসার লড়াই। দুই তরুণ ফুটবলার নিজেদের লড়াইটা দেখছেন দুইরকমভাবে। আবার দেশের ফুটবলারপ্রেমী থেকে বিদগ্ধ কোচ, প্রায় সকলেই মনে করেন কিয়ান নাসিরি ও রহিম আলি, এই দুইজনের মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার প্রতিভা। শুধু দরকার, নিজেদের সঠিকভাবে চেনার।

এই প্রথম জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন কিয়ান। বছর দুয়েক আগের ডার্বি বয়কে দায়িত্ব নিয়েই ডেকে নিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। এখনও সুযোগ আসেনি জার্সি গায়ে মাঠে নামার। তার আগেই কিয়ান বললেন, ‘এটাই আমার প্রথমবার জাতীয় দলের শিবিরে আসা।

> জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভাল খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।
> **রহিম আলি**

নাম আছে জেনেই দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মাঠে নামার জন্য আমি তৈরি। সেই সুযোগ যদি নাও পাই, তবু আমি খুশি কারণ দেশের সেরা ২৫ জনের সঙ্গে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছি বলে। তবে আমি নিজে পরিশ্রম করলে সুযোগ আসবেই।’ গত চার-পাঁচ বছর আই লিগ ও আইএসএলে কাটিয়ে তাঁর লক্ষ্যই ছিল জাতীয় শিবিরে ঢোকা, এটা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই কিয়ানের। তিনি জানান, ‘এবারই ডাক পাব, সেটা ভাবিনি। তবে আপাতত প্রথম ধাপে পা রাখতে পেরেছি। এবার দ্বিতীয় ধাপে মাঠে নামা বাকি। তার জন্য সঠিক পথে এগোতে হবে। তবে তার আগে চাই, আমরা যেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিততে পারি।’

কিয়ান যখন প্রথম একাদশের লড়াইয়ে তখন ফের জাতীয় দলে ঢোকার জন্য লড়ছেন আর এক বঙ্গসন্তান রহিম। তাঁকে ইগর স্টিমাক বা ওয়েন কোয়েল পছন্দ করলেও নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি তিনি। পুরোনো ক্লাব ছেড়ে এবার ওডিশা এফসি-তে যোগ দিয়ে পরিশ্রমকেই তাই পাথেয় করছেন রহিম, ‘জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভালো খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।’ এখন দেখার এই কিয়ান-রহিম জুটিই শেষপর্যন্ত ভারতের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারেন কিনা।

অনুশীলনের ফাঁকে কিয়ান নাসিরি।

ইঙ্গিত আগেই ছিল। শুক্রবার সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়। এদিন তাঁর হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি তুলে দেওয়া হয়। রয়্যালসে ফিরে খুশি দ্রাবিড়ও।

কিউয়িদের দায়িত্বে বিশ্বজয়ী রাঠোর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : উপমহাদেশীয় সফরে নিউজিল্যান্ড।

প্রথমে আফগানিস্তান, তারপর শ্রীলঙ্কা। অক্টোবরে গুরুত্বপূর্ণ ভারত সফরে তিনটি টেস্টও খেলবে কিউয়িরা। উপমহাদেশীয় আবহাওয়ায় টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলাতে বিশেষ পদক্ষেপ কিউয়ি টিম ম্যানেজমেন্ট, বোর্ডের। চলতি সফরের জন্য কোচিং স্টাফে রদবদল। ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হল ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচ বিক্রম রাঠোরকে। স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ।

স্পিন বোলিং কোচ হেরাথ

সোমবার নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে। ইতিমধ্যেই কেন উইলিয়ামসনরা পা রেখেছেন ভারতের মাটিতে। রাচিন রবীন্দ্রর মতো কয়েকজন তারকা আগেভাগে এসে চেন্নাই সুপার কিংস অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি শুরুও করে দেন। নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে শ্রীলঙ্কা সফর (প্রথম টেস্ট শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর)। জোড়া সিরিজের জন্যই ভারত-শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাঠোর-হেরাথদের সাপোর্ট স্টাফে অন্তর্ভুক্ত করা।

গত টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে জেতার পর রাহুল দ্রাবিড়ের পাশাপাশি সরে দাঁড়ান রাঠোরও। সেই রাঠোরের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আফগান-হার্ডল অতিক্রমে। হেরাথ অপরদিকে সাকলিন মুস্তাকের জায়গা নিচ্ছেন। ঘরোয়া দায়বদ্ধতার জন্য দায়িত্ব ছেড়েছেন প্রাক্তন পাক অফস্পিনার সাকলিন। বিকল্প হিসেবে হেরাথ। আফগানিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা সফরেও মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র, আজাজ প্যাটেলদের গাইড করবেন।

বাবরদের ব্যর্থতায় অবাক, দুঃখিত অশ্বীন

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী?

টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার রেশ ভালোভাবে কাটার আগেই ফের ধাক্কা। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকার পরিবর্তে ঘরের মাঠে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে ডামাডোল, অচলাবস্থা তুঙ্গে। ইমরান খান, জাহির আব্বাস, জাভেদ মিয়াঁদাদদের দেশের ক্রিকেটের এমন দুরবস্থা কেন, কীভাবে হল-চলছে ময়নাতদন্ত। ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিসদের মতো কিংবদন্তিরা পাক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায়।

এমন অবস্থায় আজ পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে নিজের বিস্ময় লুকিয়ে রাখেননি টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বাবর আজম, শান মাসুদদের এমন দুরবস্থা দেখে দুঃখপ্রকাশও করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সাফল্য আমায় যতটা উৎসাহ দিয়েছে, ঠিক ততটাই অবাক হয়েছি পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা দেখে। বাংলাদেশের কৃতিত্ব খাটো করার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী।’ সাম্প্রতিক অতীতে আইসিসি প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন অশ্বীন। সেই অভিজ্ঞতার সুবাদে বাবর, শানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও রয়েছে অশ্বীনের। কিন্তু তারপরও ভারতীয় অফস্পিনার কিছুটা খোঁচা দেওয়ার সুরে বলেছেন, ‘যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।’

> যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

দেশের মাটিতে ২০২১ সালের পর আর কোনও টেস্ট জিততে পারেনি পাকিস্তান। মাঝে এক হাজার দিনেরও বেশি পার হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতো অশ্বীনও চান, পাকিস্তান ক্রিকেট ছন্দে ফিরুক।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ

ব্রাসেলস, ৬ সেপ্টেম্বর : পয়েন্টের নিরিখে প্রথম ছয়ে থাকায় ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামার ছাড়পত্র পেলেন নীরজ চোপড়া। সুইৎজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর বসবে ডায়মন্ড লিগের আসর। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে নীরজ রয়েছেন চার নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে যথাক্রমে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (পয়েন্ট ২৯), জামানির জুলিয়ান ওয়েবার (পয়েন্ট ২১), চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভাদলেজ (১৬ পয়েন্ট)। তবে অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে প্যারিসে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের জায়গা হয়নি এই ছয়জনের তালিকায়।

হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।

নীরজ চোপড়া

চলতি মরশুমে নীরজ দুইটি ডায়মন্ড লিগে নেমেছেন। অলিম্পিকের আগে মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৮.৮৬ মিটার ছুড়ে রুপো জিতেছিলেন। অলিম্পিকের পর লুসানে ডায়মন্ড লিগেও নীরজ রুপো জেতেন। ছুড়েছিলেন মরশুমের সেরা থ্রো - ৮৯.৪৯ মিটার। অলিম্পিকের পর নীরজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন থেকে ভোগানো অ্যাডাক্টর পেশিতে অস্ত্রোপচার করাবেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।'

ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি

মার্কিন ধনকুবেরের মেয়ে

ফাইনালে ওঠার পর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বাঁয়ে) ও জেসিকা পেগুলা।

ছবি : এএফপি

প্রতিশোধের সুযোগ জেসিকার সামনে

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : সেমিফাইনালে ধনকুবের বেন নাভারোর মেয়ে এমাকে হারিয়েছেন বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক ধনকুবের টেরি পেগুলার মেয়ে জেসিকার চ্যালেঞ্জ তাঁকে সামলাতে হবে ফাইনালে। সেটাও আবার তাঁদের ঘরের মাঠে স্বদেশীয় দর্শকদের চিৎকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। ইউএস ওপেন টেনিসের সেমিফাইনালে এমাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/২) গেমে হারানোর পর সাবালেঙ্কা মার্কিন দর্শকদের উদ্দেশে নরমে-গরমে বলে দিয়েছেন, 'আপনারা এখন আমার জন্য চিৎকার করছেন। তবে একটু দেরি করে ফেললেন। যদিও আপনারা এখনও ওকে সমর্থন করছেন। আপনাদের চিৎকারে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে।'

সাবালেঙ্কা গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু খেতাবি লড়াইয়ে হেরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফের বিরুদ্ধে। এবার তাঁর সামনে আরও এক মার্কিনি। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলতে চলা জেসিকার সেমিফাইনালে জয় অবশ্য সহজে আসেনি। চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভার বিরুদ্ধে তিনি ১-৬ গেমে উড়ে যান। সেই সময় কেমন ছিল তাঁর মনের অবস্থা? জেসিকা বলেছেন, 'ওইসময় নিজেকে শিক্ষানবিশ বলে মনে হচ্ছিল। উড়িয়ে দিচ্ছিল আমাকে। আর একটু হলেই কেঁদে ফেলছিলাম। জানি না কী করে ঘুরে দাঁড়ালাম।' পরের দুই সেটে ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতে সেমিফাইনালের চাকা সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরিয়ে জেসিকা খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নেন।

তাঁর সামনে সুযোগ রয়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার। সাবালেঙ্কার কাছে চলতি বছরই সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে তিনি হেরে যান।

দেশের হয়ে খেলাই অনুপ্রেরণা যশস্বীর

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের হয়ে খেলাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। সাফল্যের জন্য বাড়তি তাগিদ জোগায়। আসন্ন বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ হোক বা অস্ট্রেলিয়া সফর-সেই মানসিকতা নিয়েই নামতে চান যশস্বী জয়সওয়াল। বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফি খেলার ফাঁকে ভারতীয় টেস্ট দলের বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জয়ে অবদান রাখার তাগিদ নিয়ে নামব। দেশের হয়ে খেলা সবসময় দুর্দান্ত। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করাটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।'

কেরিয়ারের প্রথম ৯ টেস্টেই ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে হাজার রানের নজির গড়ে ফেলেছেন। সোনালি দৌড় অব্যাহত রাখতে চান। যশস্বী জানান, ফর্ম ধরে রাখা সুনিশ্চিত করতে ঘাম ঝরাচ্ছেন। ধারাবাহিক প্র্যাকটিস, প্রস্তুতির হাত ধরে আরও উন্নতিই পাখির চোখ। তবে ফলাফল নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ। মূল কথা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা।

বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। যশস্বী বলেন, 'তিনটি দলই ভালো খেলছে। ওদের সঙ্গে টক্কর নেওয়া উপভোগ করব। মুখিয়ে রয়েছি আসন্ন টেস্ট দ্বৈরথগুলির জন্য।'

ছোট পায়ে উঁচু লাফে সোনা জয় প্রবীণের

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাই জাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ দিয়ে প্রবীণ কুমারপিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্টকে (২.০৬ মিটার)।

- গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন।
- টোকিওয় ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে রুপো জয়।
- সুইৎজারল্যান্ডে ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পেয়েছেন।

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বর : ছোট পা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন।

পুত্র জন্মানোর খুশির মধ্যেও ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল পরিবারের। সেই প্রবীণ কুমারের হাত ধরেই মুখোজ্জ্বল বাবা-মা, গোটা দেশের। মাত্র সতেরো বছরে গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন। প্রেমের শহর প্যারিসে প্রবীণের হাত ধরে এদিন সোনা জয়। ছোট পা নিয়ে উঁচু লাফে সবাইকে টপকে পোডিয়ামের সর্বোচ্চ স্থান।

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাইজাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ প্রবীণের। পিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্ট (২.০৬ মিটার), উজবেকিস্তানের তিমুরবেক গিয়াজভকে (২.০৩ মিটার)। ফাইনাল-টক্করে শুরুটা করেন ১.৮৯ মিটার লাফ দিয়ে। তারপর ২.০৮ মিটার। বার দুয়েক ২.১০ মিটারের গণ্ডি পেরোনোর চেষ্টাও করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশ্য তাতে পদকের রং বদলায়নি।

প্রবীণের সোনার লাফের সুবাদে প্যারিস প্যারালিম্পিকে রেকর্ড ষষ্ঠ সোনা প্রাপ্তি ভারতের। সবমিলিয়ে ২৬ নম্বর পদক। ৬টি সোনা, ৯টি রুপো ও ১১টি ব্রোঞ্জ। পদক সংখ্যায় ২০২০ টোকিও প্যারালিম্পিককেও ছাপিয়ে গেল ভারত।

টোকিও প্যারালিম্পিকে ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে রুপো জিতেছিলেন প্রবীণ। এদিন কেরিয়ারের সেরা লাফ। চলতি আসরে তৃতীয় ভারতীয় হাইজাম্পার হিসেবে (শারদ কুমার ও মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু) পদকপ্রাপ্তি। পাশাপাশি প্রবীণ স্পর্শ করেন পরপর দুই প্যারালিম্পিকে থাঙ্গাভেলুর পদক জয়ের নজির।

সাফল্যের রাস্তা যদিও সহজ ছিল না। যদিও ছোট থেকেই প্রতিবন্ধকতাকে কখনও পথের কাঁটা হতে দেননি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার ছেলে প্রবীণ। ছোট পায়ের বাধা সরিয়ে খেলাধুলাকেই আঁকড়ে ধরেন। শুরুতে ভলিবলের প্রেমে পড়েন। জীবন বদলে যায় হাইজাম্পে আসার পর। প্রবীণের স্বপ্ন পূরণের ফেরিওয়ালা হিসেবে পাশে দাঁড়ান প্যারা অ্যাথলেটিক্স কোচ ডঃ সত্যপাল সিং।

সুইৎজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয় প্রবীণকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দেয়। এরপর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। তিন বছর আগে প্যারালিম্পিকে (করোনাকালে ১ বছর পিছিয়ে ২০২১-এ হয়) পদক প্রাপ্তি, এশিয়া প্যারা গেমসে (২০২২) সোনা জয়-একঝাঁক উজ্জ্বল পালক প্রবীণের মুকুটে। সেরা প্রাপ্তি আইফেল টাওয়ারের শহরে এদিনের সোনার লাফ।

শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারে রুট : ভন

লন্ডন, ৬ সেপ্টেম্বর : বয়স এখন ৩৩। টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের সংখ্যা ৩৪। ইতিমধ্যেই বারো হাজার রান ক্লাবের সদস্যপদ পাওয়া হয়ে গিয়েছে। বড় কোনও অঘটন না হলে টেস্ট ক্রিকেটে আগামী কয়েক বছরে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান পূর্ণ করে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারবেন জো রুট। এমনটাই মনে হচ্ছে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন রুট। তাঁর ব্যাটিং উপভোগ করতে গিয়ে ভনের মনে হচ্ছে, 'শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারলে রুটই পারবে, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আরও অন্তত তিন বছর খেলবে রুট। আর এই তিন বছর সময়ের মধ্যে শচীনের রেকর্ড ভাঙার জন্য বাকি থাকা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান রুট করে ফেলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।' রুটের প্রতি আস্থা দেখিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে খোঁচা দিয়েছেন ভন। বলেছেন, 'রুট যদি শচীনের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, তাহলে বিসিসিআই-কে মানতেই হবে একজন ইংরেজ ব্যাটারের দাপট।'

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে অবশ্য রুট ১৩ রানেই আউট হয়ে গেলেন। তারপরও বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথমদিনের শেষে ইংল্যান্ড ৩ উইকেটে ২২১ রান তুলে ফেলেছে। চলতি সিরিজে প্রথমবার ছন্দে ফিরে ইংরেজ অধিনায়ক ওলি পোপ ১০৩ রানে অপরাজিত রয়েছেন। ওপেনার বেন ডাকেট আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ৭৯ বলে রেখে এসেছেন ৮৬ রান।

দলের সঙ্গে অনুশীলনে জেমি, আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগানিদের জন্য সুখবর। বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন জেমি ম্যাকলারেন ও আলবার্তো রডরিগেজ।

ডুরান্ড কাপ ফাইনালের পর দিন তিনেক ছুটি দেওয়ার পর গত বুধবার থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাকলারেন যে দ্রুত মাঠে ফিরতে চলেছেন, এই আভাস বৃহস্পতিবারই পাওয়া যায় যখন দেখা গেছে চোট পাওয়া দুই বিদেশিই মাঠের ধারে বল নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছেন। এদিন আর সাইডলাইনে নয়, দলের সঙ্গে একেবারে মাঠেই নেমে পড়লেন তাঁরা। নিশ্চিতভাবেই এতে দুশ্চিন্তা কমল সমর্থকদের। আক্রমণভাগে যেমন বিকল্প বাড়ল হোসে ফ্রান্সিককো মোলিনার, তেমনি রক্ষণেও দ্বিতীয় বিদেশি নিয়েই আইএসএল শুরু করার সম্ভাবনা তৈরি হল। মোহনবাগান এবার নিজেদের ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এবারের ডুরান্ড কাপে মোলিনা তাঁর প্রথম দল নিয়ে খেললেও মুম্বই কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি এই শতাব্দী প্রাচীন টুর্নামেন্টকে। তাদের মূলত দ্বিতীয় সারির দলই এসেছিল খেলতে। ফলে খানিকটা হলেও অজানা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নামতে হবে দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিংসদের। কারণ গত দুই মরশুমের দল থেকে অনেকেই যেমন বিদায় নিয়েছে তেমনি মুম্বইয়ে এসেছেন বেশকিছু নতুন ফুটবলার, বিশেষ করে বিদেশি।

তাছাড়া ডুরান্ড কাপে হারের ধাক্কা কাটিয়েও শুরুটা ভালো করার জন্য শক্তিশালী মানসিকতা দরকার। মোলিনা অবশ্য বলেছেন, 'ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত।

> ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত। আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।
>
> **হোসে মোলিনা**

আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।' আগামী শুক্রবারের ম্যাচের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন বলে জানান। এদিকে, মুম্বই ম্যাচের জন্য এদিনই অনলাইনে টিকিট ছেড়ে দিল মোহনবাগান।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ

-খবর পনেরোর পাতায়

ইস্টবেঙ্গলের জয়

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচেও জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। তারা ৩-০ গোলে হারাল কলকাতা পুলিশকে। ম্যাচের ৫ মিনিটে হীরা মণ্ডলের ফ্রি কিক থেকে গোল করেন সুনীল বাথালা। ৩৫ মিনিটে শ্যামল বেসরার পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান তন্ময়। ম্যাচের শেষ লগ্নে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সায়ন বন্দোপাধ্যায়। এদিন অবশ্য ৬৪টি মিনিটে মাথায় চোট লাগে সুমন দের। তবে ম্যাচের পর কোচ বিনো জর্জ জানিয়েছেন, তাঁর চোট গুরুতর নয়।

e-Tender Notice
Sukhani GP.
Rajganj : Jalpaiguri
Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. eNIT-02/SGP/2024-25 dated 05-09-2024. Last date of online bid submission 16-09-2024 upto 18:00 Hrs. For more details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Pradhan, Sukhani GP

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা এডউইন লেপচা - কে 03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89A 58666 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমার উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না। আমার পরিবারের সকল সদস্যদের আনন্দের মুহূর্ত সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।